মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত

শ্রীশ্রীচণ্ডী

বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মিত্র প্রণীত।

ও

চণ্ডী-মাহাত্ম্য।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু এম, এ, বিরচিত।

কলিকাতা,

৩৯।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্,

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয় হইতে,

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত এফ্, টি, এস্

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৩।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

কলিকাতা।

২ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ "বিভাবতী প্রেসে"
শ্রীব্রজরাখাল বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

—:০:—

" যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

মা!

তুমি মহাশক্তি—সৃজন-পালনকর্ত্রী। তুমি জগতে মাতৃ-রূপে অবস্থিতা। তুমিই এতদিন আমাকে এ নশ্বর জীবনে মাতৃ-রূপে রক্ষা করিয়াছিলে। আবার তুমিই মা আমাকে মাতৃহীন করিয়া—আমাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া [illegible]—[illegible] হইলে!

তুমি আ[illegible] চর্ম্ম-চক্ষের অন্তরালে লুকাইয়াছ। কিন্তু মা! আমি নিত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমিই আমাকে—এ অধম অকৃত সন্তানকে—প্রসন্না হইয়া রক্ষা করিতেছ। আমি তোমারই সেই স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি ধ্যান করিবার জন্য, তোমারই অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য, তোমারই শক্তি-বলে তোমার মাহাত্ম্যের এই পদ্যানুবাদ সমাধা করিয়াছি।

তাই মা! আজি তোমার পূজায়, আমার ভক্তির এই ক্ষুদ্র অঞ্জলি—তোমারই সামগ্রী, আমার স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদ তোমারই চরণে অর্পণ করিলাম।

কোন্নগর। সেবক

সন ১৩০৩ সাল, ১৪ই বৈশাখ। শ্রীমহেন্দ্র নাথ মিত্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

মাতৃ-মোক্ষ-পদ স্মরণ পূর্ব্বক বঙ্গ-কবিগুরুগণ-পদে নমস্কার করিয়া, আমি 'চণ্ডী' পদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। যাঁহার সহায়ে—যাঁহার আশ্রয়ে—যাঁহার উত্তেজনায়, আমি বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলাম, আমার সাহিত্য-গুরু সেই অগ্রজ-প্রতিম পূজ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু মহাশয়ের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। প্রায় দেড় বৎসর হইল, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত উক্ত মহোদয়, আমাকে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের চণ্ডীর পদ্যানুবাদ পাঠ করিতে দেন। এবং চণ্ডীর সহজ ও সুখ্য-পাঠ্য অবিকল পদ্যানুবাদ বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া, আমাকে স্নেহ-বশতঃই প্রথমে চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু আমি এরূপ গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া, প্রায় মাসাবধি ইহাতে হস্তার্পণ করিতে সাহস করি নাই। তিনি নিজে 'গীতার' পদ্যানুবাদ প্রভৃতি সাহিত্য-ক্ষেত্রের আরও গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, চণ্ডীর কয়েকটি মাত্র শ্লোক অনুবাদ করিয়া, আমাকে সেইভাবে অনুবাদ করিতে উপদেশ দেন। আমার অধিকার না থাকিলেও, আমি শিষ্যের ন্যায় তাঁহারই আদেশ অনুবর্ত্তন করিয়া, এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ক্রমে তাঁহারই উৎসাহ, উত্তেজনা, ও উপদেশে এবং মায়ের অনন্ত কৃপায় এই অনুবাদ সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছি। গুরুর শক্তি যেরূপ শিষ্যের কার্য্যে প্রকাশ পায়, এক কথায় আমার এই অনুবাদ তাঁহারই শক্তির বিকাশ মাত্র। যদি

বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীর এই পদ্যানুবাদ আদৃত হয়—তবে সে প্রশংসা তাঁহারই।

উক্ত মহোদয়ের লিখিত 'চণ্ডী-মাহাত্ম্য' নামক চণ্ডীর অতি সুন্দর ও সংক্ষেপ দার্শনিক আলোচনা, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে সন্নিবেশিত হওয়ায়, এই অনুবাদ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে।

অনুবাদ সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। মূলের সহিত ঠিক ঐক্য রাখিয়া, সুললিত ছন্দে, সরল মধুর অথচ অবিকল অনুবাদ বড় সহজ নয়। যাহা হউক, মূলের সহিত ঐক্য রাখিতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, অনুবাদ সুখ-পাঠ্য করিবার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; এবং এই নিমিত্ত চণ্ডীর ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য, ত্রয়োদশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচনা করিতে বিশেষ আয়াস ভোগ করিয়াছি। মূলের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা আরও দুষ্কর। তবে যদি মূলের লালিত্য এই অনুবাদে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারিয়া থাকি, যদি এ অনুবাদ কিছুমাত্র সুখ-পাঠ্য ও শ্রুতি-মধুর হইয়া থাকে, তবে আমার শ্রম সাথক।

যাহা হউক, প্রকৃত অধিকারী না হওয়ায়, ও সংস্কৃত ভাষায় উপযুক্ত অধিকার না থাকায়, এই অনুবাদে যে ত্রুটি হওয়া সম্ভব, আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

কোন্নগর।
সন ১৩০২ সাল, ১৪ই বৈশাখ।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মিত্র।

দেবীসূক্ত।

ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত।

"স চ বৈশ্য স্তপস্তেপে দেবীসূক্ত পরং জপম্।"

এই সূক্তের ঋষি—অম্ভৃণ মহর্ষির "বাক্" নাম্নী কন্যা। ইহার দেবতা—ব্রহ্মশক্তি।" এই ব্রহ্মশক্তি মহাদেবীই বাক্‌দেবীতে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহার মুখে এই মহাসূক্তে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সূক্ত, চণ্ডীর মূল— শক্তিবাদের আদি। চণ্ডী-মধ্যেই এই দেবী-সূক্তের উল্লেখ আছে।

—:০:—

আমি বসু-রুদ্র-গণে করি বিচরণ,
বিচরি, আদিত্যে আর বিশ্বদেব-সনে;
মিত্র ও বরুণে করি আমিই ধারণ,
আমি ধরি অশ্বীদ্বয়ে ইন্দ্র-হুতাশনে॥ ১॥

অরি-নাশী অই সোমে আমি আছি ধরি,
আমি করি ত্বষ্টা-ভগ-পূষণে ধারণ;
হবি-দাতা, সোম-যাজী, দেব-তৃপ্তি-কারী—
যজমান তরে ধরি যজ্ঞ-ফল-ধন॥ ২॥

সবার ঈশ্বরী আমি, ধন-প্রদায়িনী,
আত্ম-জ্ঞান-ময়ী আমি, যজ্ঞীয়-প্রধানা;
বহু-ভাবে স্থিতা, সর্ব্ব-ভূতাবিষ্টা আমি,—
এরূপে সর্ব্বত্র দেবে করেন ধারণা॥ ৩॥

আমার শক্তিতে করে—যে করে ভক্ষণ,
কিম্বা করে প্রাণ-কার্য্য, শ্রবণ, দর্শন;
না জানি আমায়—ক্ষয় হয় লোকগণ,
হে শ্রুত! সে তত্ত্ব কহি করহ শ্রবণ॥ ৪॥

যে তত্ত্ব সেবিত নরে অমর-নিকরে,
তাহাই কহিনু এবে আমিই আপনি;
রক্ষিতে বাসনা যারে—শ্রেষ্ঠ করি তারে,
তারে করি—ব্রহ্মা, ঋষি, কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানী॥৫॥

বিনাশিতে ব্রহ্ম-দ্বেষী হিংস্রক অসুরে,
আমিই রুদ্রের ধনু করেছি বিস্তার;
যুঝি আমি অরি-সনে লোক-রক্ষা-তরে,
আমিই প্রবিষ্ট স্বর্গ-পৃথিবী-মাঝার॥ ৬॥

সৃজি আমি পিতা-ব্যোমে ব্রহ্ম-শির'পরে,
সলিলে সাগরে আছে কারণ আমারি।
তাহা হতে ব্যাপি বিশ্ব-ভুবন-অন্তরে,
মায়া দেহে স্বর্গ অই আছি স্পর্শ করি॥ ৭॥

আমিই সৃজন কালে এবিশ্ব-ভুবন—
ব্যাপি নিজে—বায়ুসম হই প্রবর্ত্তিত;
অতিক্রমি মর্ত্ত্য—স্বর্গ করি অতিক্রম,
ঈদৃশী মহিমা হয়েছিলা সমুদ্ভূত॥ ৮॥

চণ্ডীকায় নমস্কার।

চণ্ডীর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ।

চণ্ডী।

প্রথম মাহাত্ম্য।

চণ্ডীকায় নমস্কার।

কহিলেন মার্কণ্ডেয়—১

অষ্টম যে মনু সূর্য্যের তনয়,
সাবর্ণি যাঁহারে কয়,
কহিব বিস্তারি— শুনহ তাঁহারি
কিরূপে উৎপত্তি হয়। ২

যেইরূপে হন, সূর্য্যের নন্দন
সাবর্ণি সে মহামতি,—
স্থধু মহামায়া- প্রভাব-আশ্রয়ে,
মন্বন্তর অধিপতি। ৩

পূর্ব্বে স্বারোচিষ- মন্বন্তর-কালে,
চৈত্র-বংশ হতে জাত,

স্থরথ নামেতে আছিলা নৃপতি
সমগ্র ধরণি - নাথ। ৪

অপত্য সমান পালিতেন প্রজা,
বিশেষ যতন করি ;
পরে বরা'-ভোজী যত ম্লেচ্ছ-পতি,
হইল তাঁহার অরি। ৫

ঘোর দণ্ডধারী স্থরথের সনে,
সমর তাদের হয় ;
হীন-বল তবু,— বরা'-ভোজীগণ,
করিল রাজারে জয়। ৬

আসিয়া স্বপুরে, রহিলেন পরে
অধিপ রাজ্যে আপন ;
বৈরী বলশালী, সেথানেও আসি,
করে তাঁরে আক্রমণ। ৭

রাজা বলহীন,— দুষ্ট বলবান
দুরাত্মা অমাত্য তাঁর,
তাঁরি নিজ পুরে করিলেক পরে
কোষ-বল অধিকার। ৮

হারায়ে প্রভুত্ব, ভূপতি তখন,
মৃগয়া করি ছলন,

অশ্ব আরোহণে, গহন কাননে,
করিলা একা গমন। ৯

হেরিলা নৃমনি, তথা দ্বিজাগ্রণী
মেধস মুনি আশ্রম;
মুনি-শিষ্য-শোভী, প্রশান্ত শ্বাপদে
পূর্ণ সেই তপোবন। ১০

সে ঋষি-আশ্রমে ঋষি - সন্নিধানে
হয়ে অতি সমাদৃত,
তথা কিছুকাল করি অবস্থান,
ভ্রমিতেন ইতস্ততঃ। ১১
নৃপ সেথা পরে, লাগিলা চিন্তিতে,
মমতা - মোহিত - চিত ;—১২

"পূর্ব্ব-বংশ মম যে পুরী পালিত,
হল আমা-হীন হায়!
সে সব দুর্বৃত্ত যত মম ভৃত্য,
ধর্ম্মতঃ পালে কি তায়? ১৩

"সদা মদস্রাবী সেই সুপ্রধান
শূর - হস্তীটি আমার,—
না জানি এখন, বৈরী-বশে গিয়া,
কি ভোগ হতেছে তার! ১৪

"ছিল নিত্য মম অনুচর যারা
ভোজনে প্রসাদে ধনে,—
এবে অনুগত, তাহারা নিশ্চয়,
হয়েছে অন্য রাজনে। ১৫

"নহে মিতব্যয়ী তাহারা ত কভু,
সতত করিয়া ব্যয়—
দুঃখেতে সঞ্চিত কোষাগার মম,
করিছে তাহার ক্ষয়।" ১৬

এরূপ সতত, অন্য আর কত,
করে চিন্তা সে রাজন ;
দেখিলা তখন, সেই দ্বিজাশ্রম-
পাশে—বৈশ্য এক জন। ১৭

জিজ্ঞাসিলা তায়— "কে তুমি—হেথায়
কিবা হেতু আগমন ?
কেন শোকাকুল, দুঃখে অন্য-মন,
করি তোমা দরশন ?" ১৮

করিয়া শ্রবণ নৃপতি বচন
হেন প্রীতি-উচ্ছ্বসিত,
উত্তরিলা পরে, বৈশ্য নৃপবরে,
বিনয়ে হয়ে বিনত। ১৯

উত্তরিলা বৈশ্য—২০

নামেতে সমাধি, আমি বৈশ্যজাতি,
ধনী-কুলে হই জাত,
ধন-লোভে লুব্ধ, দারা-সুত দুষ্ট,
কৈল মোরে নিপীড়িত। ২১

এবে ধনহীন,— দারা-পুত্র-গণ
হরিয়াছে মম ধন;
উপেক্ষিত হয়ে, আত্ম-বন্ধু-চয়ে,
দুঃখে আসিয়াছি বন। ২২

হেথা সেই আমি করি অবস্থিতি,
না জানি কিছু এখন,—
শুভ কি অশুভ কি প্রবৃত্তি কার
—দারা-সুত-পরিজন। ২৩

তাদের ভবনে কি আছে এক্ষণে,
মঙ্গল কি অমঙ্গল?
দুর্জ্জন সুজন তারা কে কেমন,
মম সে সুত সকল? ২৪

কহিলা নৃপতি—২৫

ধন-লোভে লুব্ধ যেই দারা-সুত
করেছে দূর তোমার,—

তাহাদের প্রতি, কেন তব মন,
স্নেহবদ্ধ হয়ে ধায় ? ২৬

উত্তরিলা বৈশ্য—২৭

সত্য বটে ইহা— কহিলা আপনি,
আমা পক্ষে যে বচন ;
কি করিব আমি— নারে নিষ্ঠুরতা
বাঁধিতে আমার মন ! ২৮

হয়ে ধন-লুব্ধ, ত্যজি স্নেহ প্রেম,
যে দারা - সুত - স্বজন,
করে দূর মোরে,— তাহাদেরি তরে,
স্নেহ-যুত মম মন ! ২৯

বিরূপ স্বজন,— প্রণয় - প্রবণ
মন যে তাদের প্রতি ;
জানিয়াও তবু— না জানি স্বরূপ,
কিবা ইহা, মহামতি ! ৩০

তাদের কারণ, হয়েছি দুর্ম্মন,
বহিছে নিশ্বাস মম ;
কি করিব—সেই প্রীতিহীন - গণে,
মন নহে নিরমম। ৩১

কহিলেন মার্কণ্ডেয়—৩২

তবে, ওহে দ্বিজ! সে বৈশ্য সমাধি,
আর সেই নৃপবর,—
মিলিয়া উভয়ে, সে মুনি সকাশে
উপজিলা অতঃপর। ৩৩

বিহিত বিধানে, উভয়ে মুনিরে
করি যোগ্য - সম্ভাষণ,—
বসিয়া তখন, বৈশ্য ও রাজন
করে এই নিবেদন। ৩৪

কহিলা নৃপতি—৩৫

ইচ্ছি, ভগবন্! জিজ্ঞাসিতে আমি,
কহ তাহা সুনিশ্চয়—
কেন বিনা নিজ চিত্ত - আয়ত্ততা,
দুঃখে মন মগ্ন হয়! ৩৬

জানিয়াও তবু, অজ্ঞানীর মত,
হতেছে মমতা মম,—
রাজ্যে—আর তার নিখিল বিভাগে,
কি হেতু, মুনি-সত্তম? ৩৭

ইনিও তাড়িত,— ভৃত্য-ভার্য্যা-সুতে
হয়েছেন নিগৃহীত;—

সংত্যক্ত স্বজনে,— তা'সবার তরে,
কেন তবু স্নেহান্বিত? ৩৮

এই রূপে ইনি, আমিও তেমনি,
মমতা - আকৃষ্ট - মন
সেই বিষয়েতে— দেখি দোষ যাহে,
তাই দুঃখী দুইজন। ৩৯

কহ, মহাভাগ! জনমে কেমনে,
জ্ঞানীরও মোহ এমন;
বিবেক-বিহীন আমা দুজনার
এ মূঢ়তা সে কারণ। ৪০

কহিলেন ঋষি—৪১

আছে, মহাভাগ! সমুদয় জীবে
বিষয় - ধারণা - জ্ঞান ;—
কিন্তু সে বিষয় এইরূপে হয়
ভিন্ন ভিন্ন অনুমান। ৪২

অন্ধ দিবসেতে কভু কোন প্রাণী,
রাত্রি অন্ধ কেবা আর,
দিবস-নিশীথে অন্ধ কোন প্রাণী,
তুল্য - দৃষ্টি হয় কার। ৪৩

সত্য বটে জ্ঞানী মানবের জাতি,
—কিন্তু একা নহে তারা ;
যেহেতু নিশ্চয় জ্ঞানী সবে হয়
—পশু-পক্ষী-মৃগ যারা। ৪৪

পক্ষী-মৃগে যাহা— মানুষেতে তাহা,
—তুল্য ইহাদের জ্ঞান
হয় যেইরূপ,— অন্য বৃত্তি-চয়,
উভয়ে হয় সমান। ৪৫

জ্ঞান আছে তবু, দেখ মোহবশে
ক্ষুধাতুর পক্ষীগণ,
শাবক-চঞ্চুতে, মুখ - স্থিত- কণা,
আদরে করে অর্পণ। ৪৬

এই নরগণ, ওহে নরবর!
করে অভিলাষ সুতে,—
নহে কিসে লোভে— উপকার - আশে,
—নার কিহে নিরখিতে? ৪৭

তথাপি তাহারা মমতার ঘোরে
মোহের গহ্বরে পশে ;
সংসার-স্থিতির কারণ যে জন,
—তাঁরি মহামায়া বশে। ৪৮

—

তবে নাহি ইথে বিস্ময় - কারণ ;
জগতের পতি হরি,—
তাঁরি যোগনিদ্রা— এই মহামায়া
রাখে বিশ্ব মুগ্ধ করি। ৪৯

তিনিই নিশ্চয় দেবী ভগবতী,
তিনি মহামায়া হন ;
জ্ঞানীদের চিত্ত করেন মোহিত,
বলে করি আকর্ষণ। ৫০

তাঁ'হতে প্রসব এ বিশ্ব-জগত ;
সেই মহামায়া ইনি, —
প্রসন্না হইলে নরে মুক্তি দিতে,
হন বরদা - রূপিণী। ৫১

তিনি পরা-বিদ্যা, মুক্তির কারণ,
তিনি হন সনাতনী ;
তিনিই সংসারে বন্ধনের হেতু,
সবার ঈশ্বরী তিনি। ৫২

কহিলা নৃপতি—৫৩

কেবা দেবী সেই ?— মহামায়া যাঁরে,
কহিলা, দেব, আপনি ?
কিবা কর্ম্ম তাঁর ? কহ, দ্বিজবর !
কিরূপে উৎপন্না তিনি ? ৫৪

স্বভাব—স্বরূপ কিবা সে দেবীর,
কি হতে উদ্ভব তাঁর ?
ওহে ব্রহ্মবিদ্ ! এই তত্ত্ব সব,
করি বাঞ্ছা শুনিবার। ৫৫

কহিলেন ঋষি—৫৬

নিত্যা হন তিনি, জগত - রূপিণী,
তাঁহে ব্যাপ্ত এই সব ;
তবু নানা ভাবে, আমার নিকটে,
শুন তাঁর সমুদ্ভব। ৫৭

দেব-কার্য্য যবে করিতে সাধন,
হন তিনি আবির্ভূত,—
হয়ে নিত্যা তবু, 'উৎপন্না' বলিয়া,
হন লোকে অভিহিত। ৫৮

প্রলয়ে জগৎ করি একার্ণব,
বিষ্ণু প্রভু ভগবান,
অনন্ত-শয়নে, ছিলেন যখন
যোগ - নিদ্রাতে মগন ;—৫৯

বিকট তখন, অসুর দুজন,
—মধু ও কৈটভ খ্যাত,
বিষ্ণু-কর্ণ-মলে জন্মি সমুদ্যত
ব্রহ্মারে করিতে হত। ৬০

বিষ্ণু-নাভি-পদ্মে, থাকি অবস্থিত,
সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি,—
নিরখি সুষুপ্ত বিষ্ণু জনার্দ্দনে,
আর দৈত্যে উগ্র অতি,—৬১

হরিরে জাগাতে একাগ্র হৃদয়ে,
হরি - নেত্র - নিবাসিনী
সে যোগ-নিদ্রারে, স্তবে তুষ্ট করে,
স্থিতি-লয়-করী যিনি ;—৬২

যিনি জগদ্ধাত্রী— বিশ্বের ঈশ্বরী,
যিনি নিরুপমা অতি,
বিষ্ণু তেজোময়— তাঁরি নিদ্রা যিনি,
যিনি দেবী ভগবতী। ৬৩

ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি—৬৪

তুমি মন্ত্র স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার ;
তুমি নিত্য স্বর-রূপে ;
তুমি সুধাময়ী, অক্ষরের মাঝে
বিরাজ ত্রিমাত্রা-রূপে। ৬৫

অর্দ্ধমাত্রা—নহে পূর্ণ - উচ্চারিত,
বিরাজ তাহে নিয়ত ;
তুমিই সে দেবী পরমা জননী,
গায়ত্রী-রূপেতে স্থিত। ৬৬

তুমিই সকল করহ ধারণ,
এ বিশ্ব কর সৃজন ;
তুমি সদা, দেবি! করহ পালন,
অন্তিমে কর ভক্ষণ। ৬৭

হও সৃষ্টি-কালে সৃষ্টি-রূপা তুমি,
পালনে স্থিতি-রূপিণী ;
তুমি, জগন্ময়ি! অন্তে জগতের
হও সংহার - কারিণী। ৬৮

তুমি মহামায়া, হও মহাবিদ্যা,
মহামেধা, মহাস্মৃতি ;
হও মহামোহ, দেব - অসুরের
তুমি সমষ্টি - শকতি। ৬৯

হও সবাকার তুমিই প্রকৃতি,
—ত্রিগুণ - বিকাশ - কারী ;
তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি তুমি,
—দারুণ মোহ - শর্ব্বরী। ৭০

তুমি—শ্রী, ঈশ্বরী, তুমি মা সুমতি,
বুদ্ধি—জ্ঞান-বিকাশিনী ;
তুমি—লজ্জা, তুষ্টি, পোষণ - শকতি,
ক্ষান্তি-শান্তি-প্রদায়িনী। ৭১

তুমি গো মা খড়্গে, গদা - শূল - চক্রে,
ধর শক্তি ভয়ঙ্করা;
শঙ্খ - চাপ - শরে, ভূষণ্ডী - পরিঘে,
শস্ত্র-রূপী শক্তি ঘোরা। ৭২

সৌম্য-রূপা তুমি, অতি শোভাময়ী,
সৌন্দর্য্যে অতি সুন্দরী;
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠা— শ্রেষ্ঠতমা তুমি,
তুমি মা পরমেশ্বরী। ৭৩

বিশ্ব-আত্মা তুমি,— বস্তু সদসত
যাহা কিছু আছে সব,
সেই সবাকার শক্তি তুমি হও,
—কি আর করিব স্তব! ৭৪

যিনি বিশ্ব - স্রষ্টা, বিশ্বের বিধাতা,
যাঁ'হতে বিশ্ব - সংহার,
রেখেছ তাঁরেও তুমি নিদ্রা বশে;
—কে পারে স্তব তোমার! ৭৫

করি তোমা হতে শরীর গ্রহণ,
আমি, বিষ্ণু আর ভব;
তবে কেবা আছে, হেন শক্তিমান্,
করিবে তোমার স্তব? ৭৬

সে তুমি এ স্তবে, দেবি! তুষ্টা হয়ে,
বিশাল প্রভাব - বলে,
মধু ও কৈটভ, দুরন্ত অসুরে,
কর মুগ্ধ মায়া-জালে। ৭৭

জগতের স্বামী অচ্যুতে অচিরে
কর মাগো জাগরিত;
এ দুই অসুরে, করিতে নিহত,
কর তাঁরে প্রবোধিত। ৭৮

কহিলেন ঋষি—৭৯

মধু ও কৈটভ করিতে নিধন,
—জাগাইতে নারায়ণ,
হেনমতে বিধি করিলে এ স্তুতি,
তামসী দেবী তখন—৮০

হরির নয়ন হৃদয় - আনন
বাহু - বক্ষ - নাসা হতে—
হয়ে আবির্ভূত, রহিলা—অযোনি-
ব্রহ্মার দর্শন - পথে। ৮১

উঠি একার্ণব শেষ-শয্যা হতে,
নিদ্রা - মুক্ত জনার্দ্দন—

জগতের নাথ, দেখিলা তখন
সে অসুর দুইজন ;—৮২

মধু ও কৈটভ, দুষ্টমতি অতি
পরাক্রান্ত বীর্য্যবান,
গ্রাসিতে ব্রহ্মারে হয়েছে উদ্যত,
—ক্রোধে আরক্ত নয়ন। ৮৩

উঠিয়া তখন বিষ্ণু ভগবান্,
সুধু বাহু - প্রহরণে,
ব্যাপি কাল পঞ্চ- সহস্র - বৎসর,
যুঝিলা তাদের সনে। ৮৪

তারাও উন্মত্ত বলে অতিশয়,
মহামায়া - মুগ্ধ - মন,
কহিল কেশবে— "মোদের নিকটে
করহ বর গ্রহণ"। ৮৫

কহিলেন ভগবান্—৮৬

মোরে তুষ্ট যদি, হও বধ্য মোর
তোমরা আজি দুজন ;
এই বর মম,— রণে অন্ত বরে
কিবা আর প্রয়োজন ? ৮৭

কহিলেন ঋষি—৮৮

তাহারা তখন করি দরশন
জলে বিশ্ব নিমজ্জিত,
হরি ভগবানে কমল - লোচনে,
কহিল হয়ে বঞ্চিত ;—৮৯

"(প্রীত রণে তব ;— কর যদি বধ,
হইব গৌরব - যুত ;)
বিনাশ মোদের সেথায় — যেখান
সলিলে নহে প্লাবিত।" ৯০

কহিলেন ঋষি—৯১

"তাই হবে" তবে বলি ভগবান্,
—শঙ্খ - চক্র - গদাধারী,
ছেদিলেন চক্রে মস্তক তাদের,
রাখি নিজ জানু'পরি। ৯২

বিধাতার স্তবে, দেবী এইরূপে,
আপনি উদ্ভব হন ;
সে দেবীর পুনঃ কহিব প্রভাব,
করহ তুমি শ্রবণ। ৯৩

দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

পুরাকালে পূর্ণ বর্ষ শত,
মহাযুদ্ধ হয় দেবাস্থরে;
মহিষ - অস্থর - অধীশ্বর
সহ স্থররাজ পুরন্দরে। ২

সে রণে অস্থর বীর্য্যবান,
পরাজয় করে দেব-বল;
হল ইন্দ্র মহিষ - অস্থর—
জিনি সব অমরের দল। ৩

অগ্রে করি ব্রহ্মা প্রজাপতি,
তবে পরাজিত দেবগণ,
করিলা গমন সেই স্থানে—
যেথা হর - গরুড়বাহন। ৪

অমরের মহা পরাভব,
মহিষ - অস্থর - আচরণ—

যেইরূপ বাখানি সকল,
কহিলা তাঁদের দেবগণ। ৫

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, পুরন্দর,
বরুণ, পবন, হুতাশন,
আর সব দেব-অধিকার,
সে অসুর করেছে গ্রহণ। ৬

সে দুরাত্মা মহিষের বলে,
স্বর্গ-চ্যুত হয়ে দেবগণ,
যত সব মর্ত্ত্যবাসী সম,
ভূমণ্ডলে করে বিচরণ। ৭

কহিনু এ তোমা দুজনায়—
সুর-অরি-কার্য্য সমুদায়;
মোরা তব লইনু শরণ,
কর চিন্তা তার বধোপায়। ৮

অমরের বাক্য এইরূপ,
শুনি শম্ভু-শ্রীমধুসূদন,
হইলেন অতি ক্রোধান্বিত,
—ভ্রূকুটিতে কুটিল বদন। ৯

অতঃপর পূর্ণ মহাকোপে,
চক্রধর-ব্রহ্মা-ধূর্জ্জটির

বদন-মণ্ডল হতে তবে,
মহাতেজ হইল বাহির। ১০

ইন্দ্র আদি অন্য দেবতার
দেহ হতে হইয়া নিঃসৃত—
দীপ্ত তেজ-পুঞ্জ সুমহান্,
তা' সহিত হইল মিলিত। ১১

তখন বিশাল তেজ-রাশি—
করি দীপ্তি-ব্যাপ্ত-দিগন্তর,
প্রজ্জ্বলিত পর্ব্বতের প্রায়—
নিরখিল অমর নিকর। ১২

তবে সর্ব্ব-দেব-দেহ - জাত,
সেই তেজ-পুঞ্জ নিরুপম
মিলি—পরিণত নারী-রূপে,
—রূপালোকে ব্যাপি ত্রিভুবন। ১৩

হতে শক্তি শম্ভু-সমুদ্ভূত
হল তাঁর বদন-বিকাশ ;
বিষ্ণু-তেজে হল বাহু-চয়,
যম-তেজে জন্মে কেশ-পাশ। ১৪

ইন্দ্র-তেজে হল মধ্যভাগ,
চন্দ্রমায় চারু যুগ্ম-স্তন ;

বরুণের তেজে জানু-উরু,
পৃথ্বী হতে নিতম্ব-গঠন। ১৫

ব্রহ্মা-তেজে চরণ - যুগল,
পদাঙ্গুলি হল প্রভাকরে ;
করাঙ্গুলি বসুগণ হতে,
নাসিকার বিকাশ কুবেরে। ১৬

প্রজাপতি-তেজের প্রভাবে
হল তাঁর দশন - গঠন,
হুতাশন - তেজেতে তাঁহার
বিকাশিত হল ত্রিনয়ন। ১৭

ভ্রূ-যুগ ভাতিল সন্ধ্যা-তেজে,
পবনেতে শ্রবণ - বিকাশ ;
অন্য আর সুর-শক্তি হতে
হল দেবী 'শিবার' প্রকাশ। ১৮

সর্ব্ব - দেব - শক্তি - সমুদ্ভূত
সে দেবীরে নিরখি তখন,—
মহিষ - অসুর - নিপীড়িত
সুরগণ হল হৃষ্ট-মন। ১৯

সৃজি শূল ত্রিশূল হইতে,
দিলা তাঁরে পিনাকী শঙ্কর ;

স্থজি চক্র নিজ চক্র হতে,
অর্পিলেন বিষ্ণু চক্রধর। ২০

দিলা শঙ্খ বরুণ তাঁহারে,
শক্তি দিলা তাঁরে হুতাশন,
শর-পূর্ণ তূণীর সহিত
শরাসন দিলেন পবন। ২১

স্থজি বজ্র কুলিশ হইতে,
সুর-পতি সহস্রলোচন—
লয়ে ঘণ্টা ঐরাবত হতে,
করিলেন তাঁহারে অর্পণ। ২২

স্থজি দণ্ড কাল-দণ্ড হতে
দিলা যম, পাশ—জলপতি;
কমণ্ডলু অক্ষমালা সহ
দিলা তাঁরে ব্রহ্মা প্রজাপতি। ২৩

সমুদয় রোমকূপে তাঁর,
রবি দিলা নিজ কর-জাল;
খড়্গ আর চর্ম্ম সমুজ্জ্বল
করিলা অর্পণ তাঁরে কাল। ২৪

ক্ষীর-সিন্ধু দিলা নিত্যবাস,
দিলা হার অতি নিরমল,

রতন - মুকুট মনোহর,
আর দিলা বলয়-কুণ্ডল ; ২৫

দিইলা কেয়ূর সর্ব্ব ভূজে,
অর্দ্ধচন্দ্র শুভ্র আভাময়,
নূপুর - যুগল সুবিমল,
কণ্ঠভূষা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ;
দিলা আর অঙ্গুলি-নিকরে
অঙ্গুরী - নিচয় রত্ন-ময়। ২৬

বিশ্বকর্ম্মা অর্পিলা তাঁহারে
পরশু নির্ম্মল অতিশয়,
নানারূপ কতবা আয়ুধ
সহ আর কবচ অক্ষয়। ২৭

অর্পিলেন জলনিধি তাঁরে,
শিরে আর উরসে তাঁহার—
শোভাময় শতদল আর
চির-ফুল্ল কমলের হার। ২৮

হিমবান্ দিলা রত্ন কত,
আর দিলা কেশরী বাহন ;
ধনাধিপ সুরায় পূরিত
পান-পত্র করিলা অর্পণ। ২৯

আর সর্ব্ব-নাগেশ্বর শেষ—
যিনি ধরা করেন ধারণ,
বিভূষিত নানা মহামণি
নাগ-হার করিলা অর্পণ। ৩০

এইরূপে অন্য দেব-দলে
সম্মানিত অস্ত্র - আভরণে
হয়ে দেবী—উচ্চে অট্টহাসি,'
মুহুর্ম্মুহু নাদিলা সঘনে। ৩১

তাঁর সে নিনাদ ভয়ঙ্কর—
অসীম গভীর সুমহান্,
করি পূর্ণ সর্ব্ব নভঃস্থল,
প্রতিধ্বনি সৃজিল ভীষণ। ৩২

তাহে ক্ষুব্ধ হল সর্ব্বলোক,
কম্পিত হইল রত্নাকর,
উঠিলা শিহরি বসুন্ধরা,
বিচলিত হইল ভূধর। ৩৩

পুলকে গাহিলা দেবগণ
দেবী সিংহ-বাহিনীর জয়;
ভক্তি-ভরে করি দেহ নত
করে স্তব তাপস-নিচয়। ৩৪

স্তম্ভিত ত্রিলোক সমুদয়!—
হেরি তাহা দেব-বৈরী-দল,
তুলি অস্ত্র হইল প্রস্তুত,
লইয়া সজ্জিত সৈন্য-বল। ৩৫

'আঃ একি এ!!' কহি রোষভরে
ধাইল সে মহিষ-অসুরারি—
বেষ্টিত অসুর অগণিত,
—সেই মহা শব্দ অনুসরি। ৩৬

দেবীরে সে দেখিল তখন,—
রূপালোকে ব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
পদ-ভরে নত ধরাতল,
পরশিছে কিরীট গগণ। ৩৭

তাঁর ঘোর ধনুর টঙ্কারে
ত্রাসিত অতল রসাতল,
প্রসারিত সহস্র করেতে
আছে ব্যাপ্ত সর্ব্ব দিঙ্মণ্ডল। ৩৮

তখন সে দেব-বৈরী-দলে
দেবী সহ বাধিল সমর,—
প্রক্ষিপ্ত বিবিধ প্রহরণে
প্রদীপ্ত হইল দিগন্তর। ৩৯

মহিষ - অসুর - সেনাপতি
মহাসুর ‘চিক্ষুর’ আখ্যাত,
যুঝিল ‘চামর’ অন্য আর—
চতুরঙ্গ সেনায় বেষ্টিত। ৪০

লইয়া অযুত ছয় রথ
মহাসুর ‘উদগ্র’ আইল,
সঙ্গে রথ সহস্র অযুত
‘মহাহনু’ সমরে পশিল। ৪১

যুঝে ‘অসিলোম’ মহাসুর
পঞ্চ কোটি লয়ে রথ-বল,
ছয় লক্ষ রথ লয়ে আর
করে মহা সমর ‘বাস্কল’। ৪২

কোটি রথ—অনেক সহস্র
অশ্ব আর কুঞ্জর-সংহতি
সহ—‘পরিবারিত’ তখন,
সে সমরে হইলেক ব্রতী। ৪৩

‘বিড়ালাক্ষ’ নামেতে অসুর
পঞ্চ লক্ষ সেনা লয়ে সাথে,
বেষ্টিত অযুত রথে আর—
সে সমরে লাগিল যুঝিতে। ৪৪

পরিবৃত অযুত অযুত
রথ - অশ্ব - কুঞ্জর - নিকরে—
অন্য সব মহাসুরগণ
দেবী সহ যুঝিল সমরে। ৪৫

কোটি - কোটি - সহস্র তখন
রথ - অশ্ব - মাতঙ্গের দলে,
হইল সে মহিষ - অসুর
পরিবৃত সেই রণস্থলে। ৪৬

তোমর-মুষল - ভিন্দিপালে,
কেহ লয়ে শক্তি-প্রহরণে,
কেহ অসি - পরশু - পট্টিশে—
দেবী সনে যুঝিল সে রণে। ৪৭

নিক্ষেপিল শক্তি-অস্ত্র কেহ,
অন্য কেহ প্রহারিল পাশ,
হল তারা উদ্যত দেবীরে
খড়্গাঘাতে করিতে বিনাশ। ৪৮

সেই দেবী চণ্ডিকা তখন
নিজ অস্ত্র - শস্ত্র - বরিষণে,
ছেদিলেন লীলা ছলে যেন
সেই সব শস্ত্র-প্রহরণে। ৪৯

স্মিতমুখী সে দেবী ঈশ্বরী
হয়ে স্তুত সুর-ঋষিগণে,
সেই সব অসুর-শরীরে
নানা অস্ত্র-শস্ত্র বরিষণে। ৫০

কোপভরে কম্পিত-কেশর
কেশরী সে দেবীর বাহন,
বিচরে অসুর-সেনা-মাঝে,
—বন-মাঝে যেন হুতাশন! ৫১

রণে রণ-রঙ্গিণী অম্বিকা
যেই শ্বাস করেন মোচন,
সদ্য শত সহস্র প্রমথে
পরিণত সে শ্বাস তখন। ৫২

দেবী-বলে বলশালী তারা,
পরশু-পট্টিশ-ভিন্দিপাল-
অসি লয়ে লাগিল যুঝিতে,
—বিনাশিতে অসুরের দল। ৫৩

সেই মহা সমর-উৎসবে—
বাজাইল প্রমথ-নিকরে
লয়ে শঙ্খ, পটহ কেহবা,
বাদ্য করে মৃদঙ্গ অপরে। ৫৪

অতঃপর শক্তি - বরিষণে,
খড়্গ-গদা-ত্রিশূল-আঘাতে,
শত শত মহাসুর - গণে
দেবী নিজে লাগিলা নাশিতে। ৫৫

বিমূৰ্চ্ছিয়া ঘণ্টার নির্ঘোষে
পাড়িলা কাহারে ভূমিতলে,
আকর্ষিলা অপর অসুরে
বদ্ধ করি পাশ-অস্ত্র-বলে। ৫৬

খরশান খড়্গের আঘাতে
কেহবা হইল দ্বিখণ্ডিত;
কেহবা দলিত পদাঘাতে
ভূতলেতে হইল শায়িত। ৫৭

হয়ে অতি আহত মুষলে
করে কেহ রুধির বমন,
দীর্ণ - বক্ষ কেহ শূলাঘাতে
ভূমিতলে পাতিল শয়ন। ৫৮

সুর - অরি সেনাপতি কত,
নিরন্তর শর - বরিষণে,
হইয়া আচ্ছন্ন অবশেষে
ত্যজিল জীবন রণাঙ্গনে। ৫৯

হল ছিন্ন ভুজাবলি কার,
কার গ্রীবা হইল ছেদিত ;
হইল পাতিত কার শির,
কটি কার হল বিদারিত। ৬০

ছিন্ন - উরু কত মহাসুর
ক্ষিতি-তলে হইল পতিত ;
এক বাহু নেত্র পদ কার,
দেবী-হস্তে হল দ্বিখণ্ডিত। ৬১

ছিন্ন-শির তথাপি কেহবা,
পড়ি পুনঃ করয়ে উত্থান ;
কবন্ধেরা যুঝে দেবী সনে,
ধরিয়া ভীষণ প্রহরণ ;
কেহ রণে তূরী-ধ্বনি সনে,
তাল-লয়ে করিল নর্ত্তন। ৬২। ৬৩

ছিন্ন - শির কবন্ধ - নিকর—
অন্য কত মহা সুর-অরি,
'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' কহিল দেবীরে—
খড়্গ-শক্তি-ঋষ্টি করে ধরি। ৬৪

যেথা হল সেই মহারণ—
পড়ি সেথা অসুরের দল,

আর পড়ি অশ্ব-গজ-রথ,
—অগম্য করিল মহীতল। ৬৫

সেথায় অসুর-সেনা-মাঝে,
গজ-বাজি-অসুর-শোণিত
সদ্য ছুটি বহিল যে স্রোত,
—মহানদী হল প্রবাহিত। ৬৬

তৃণ-কাষ্ঠ-রাশি ভস্মীভূত
ক্ষণে যথা করে হুতাশন,
নিমেষে অসুর-মহাচমূ
করিলেন অম্বিকা নিধন। ৬৭

সে কেশরী কম্পিত-কেশর
মহাঘোর করিয়া গর্জ্জন,
অমর-অরাতি-দেহ হতে
প্রাণ যেন করে বিমোচন। ৬৮

এরূপে প্রমথ দেবী-সেনা
করিল অসুর সনে রণ,
হয়ে তাহে তুষ্ট দেবগণ
নভে করে পুষ্প বরিষণ। ৬৯

তৃতীয় মাহাত্ম্য।

চণ্ডীকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি —১

তবে মহাসুর সেনানী 'চিক্ষুর'
নিহত নেহারি সেনা-নিচয়,
করিতে সমর অম্বিকার সনে
অতি ক্রোধভরে ধাইয়া যায়। ২

যথা বারিধর বারি - বরিষণে
করয়ে প্লাবিত মেরু - শিখর,
তেমতি অসুর করিল সমরে
আচ্ছন্ন দেবীরে বরষি শর। ৩

সে দেবী তখন লীলা-ছলে যেন
ছিন্ন করি তার সে শর-জাল,
বাণ - বরিষণে বধিলা সকল
চালকের সহ তুরঙ্গ - দল। ৪

তখনি সে দেবী কাটিলা তাহার
ধনু আর ধ্বজ অতি মহান্,—
ছিন্ন - শরাসন হইলে অসুর,
বিঁধিলা শরীরে কতই বাণ। ৫

হত - তুরঙ্গম, ছিন্ন - শরাসন,
হয়ে রথহীন হত - সারথি,
সে অসুর তবে খড়্গ-চর্ম্ম ধরি
হইল ধাবিত দেবীর প্রতি। ৬

অতি তীক্ষ্ণ-ধার কৃপাণের ধারে
কেশরীর শিরে আঘাতি আর,
দেবী অম্বিকারে— বাম করোপরে
অতি বেগভরে করে প্রহার। ৭

লাগি ভুজে সেই, হে নৃপ-নন্দন!
ভাঙ্গিয়া পড়িল কৃপাণ - মূল,
হইয়া ক্রোধেতে অরুণ - লোচন
তবে সে গ্রহণ করিল শূল। ৮

দেবী ভদ্রকালি প্রতি সেই শূল
করিল. নিক্ষেপ অসুর তবে,—
তেজের প্রভাবে প্রজ্জ্বলিত অতি,
ভানুর মণ্ডল যেরূপ নভে। ৯

নিরখি তথন পড়িছে সে শূল,
নিক্ষেপিলা দেবী শূল আপন ;—
তাহে সেই শূল সহ সে অসুর,
শত খণ্ড হয়ে হল পতন। ১০

মহা বীর্য্যবান মহিষ - সেনানী
সে সমরে তবে হলে বিনাশ,
গজ আরোহণে আইল ধাইয়া
অসুর 'চামর' অমর-ত্রাস। ১১

সেও শক্তি লয়ে করিল নিক্ষেপ,—
সে দেবী অম্বিকা হুঙ্কার ছাড়ি,
দ্রুত প্রতিহত করিলা তাহায়,
—নিষ্প্রভ করিয়া ভূমিতে পাড়ি। ১২

নিরখিয়া শক্তি ভগ্ন নিপতিত,
'চামর' অসুর রোষের ভরে,
শূল লয়ে তবে করিল নিক্ষেপ,
—দেবীও তাহারে ছেদিলা শরে। ১৩

উঠি লম্ফ দিয়া কেশরী তখন,
উঠিল কুঞ্জর - কুম্ভের' পর ;
সেই অমরের অরাতির সনে,
বাহু-যুদ্ধে করে ঘোর সমর। ১৪

যুঝিতে যুঝিতে তাহারা তখন
পড়ি করী হতে ধরণী'পর,
অতি নিদারুণ করিয়া প্রহার
মহা রোষভরে করে সমর। ১৫

মৃগেন্দ্র কেশরী তখন সবেগে
শূন্যে লম্ফ দিয়া ধরায় পড়ি,
করি করাঘাত 'চামর' অসুরে
—মুণ্ড তার তাহে লইল ছিঁড়ি। ১৬

'উদগ্র' অসুরে শিলা-বৃক্ষাঘাতে
সে দেবী সমরে করি নিহত,
দন্ত-মুষ্টি-তল- আঘাতে তখন
'করাল' অসুরে করিলা হত। ১৭

'উদ্ধত' অসুরে গদার প্রহারে
করি চূর্ণ দেবী ক্রোধের ভরে,
বিনাশি 'বাস্কলে' অস্ত্র ভিন্দিপালে,
'তাম্র'ও'অন্ধকে' বধিলা শরে। ১৮

'উগ্রবীর্য্য' আর 'উগ্রাস্য' অসুর
আর 'মহাহনু' ত্রিদশ-অরি,
বধিলা সমরে ত্রিশূল-প্রহারে
ত্রিনয়নী দেবী পরমেশ্বরী। ১৯

'বিড়ালের' শির শরীর হইতে
পাড়িলা ধরায় অসির ঘায় ;
করিলা প্রেরণ 'দুর্দ্ধর' 'দুর্ম্মুখে'
শরের প্রহারে শমনালয়। ২০

মহিষ - অসুর হেরিল এরূপে
নিজ সেনা ক্রমে হতেছে ক্ষয়,
ধরি নিজ রূপ মহিষ - আকার—
প্রমথের দলে দেখা'ল ভয়। ২১

তুণ্ডাঘাতে কোন প্রমথে প্রহারে,
প্রহারে কাহারে খুরের ঘায় ;
তাড়িত লাঙ্গুলে করিল কাহারে,
করে বিদারিত শৃঙ্গে কাহায়। ২২

বেগে পাড়ে কারে, কারে বা হুঙ্কারে,
মণ্ডল-ভ্রমণে কাহারে ফেলে ;
কভু বা নিশ্বাস- পবন - প্রভাবে
পাড়িল কাহারে ধরণী তলে। ২৩

প্রমথ-বাহিনী করিয়া নিপাত,
দেবীর কেশরী বিনাশ-আশে—
হইল ধাবিত সে মহা অসুর,
অম্বিকা অধীরা হইলা রোষে। ২৪

সেও ক্রোধ-ভরে মহা বীর্য্যবান
খুরাঘাতে ধরা করে বিদার,
শৃঙ্গের তাড়নে উন্নত ভূধর
করিল নিক্ষেপ—ছাড়ে হুঙ্কার। ২৫

হয়ে বিদারিত বিচরণ - বেগে,
বিশীর্ণ হইল ধরণী-তল;
লাঙ্গুল-তাড়নে তাড়িত জলধি
প্লাবিত করিল সকল স্থল। ২৬

হইয়া বিদীর্ণ শৃঙ্গের কম্পনে
খণ্ড খণ্ড হল জলদ দল;
শ্বাস-প্রভঞ্জনে পাড়িল ভূতলে
শূন্য হতে কত শত অচল। ২৭

নিরখি—এরূপে সে মহা অসুর
আসিছে সরোষে উন্মত্ত প্রায়,
তখন চণ্ডিকা সে দেবী অম্বিকা
করিলেন ক্রোধ বধিতে তায়। ২৮

নিক্ষেপি সে দেবী পাশ-অস্ত্র তাঁরি,
সে মহা অসুরে বাঁধিলা তায়;
সেও বদ্ধ হয়ে সে মহা সমরে,
ত্যজিল আপন মহিষ-কায়;—২৯

ধরিল নিমেষে সিংহ-রূপ তবে,—
মস্তক তাহার দেবী অম্বিকা
ছেদিলা যখনি, তখনি পুরুষ—
খড়্গ-পানি এক দিইল দেখা। ৩০

খড়্গ-চর্ম্ম সহ সেই পুরুষেরে,
ত্বরায় তখনি শর-ক্ষেপণে
ছেদিলেন দেবী ; তখন সে পুনঃ
হল পরিণত মহা বারণে। ৩১

মহাসিংহে সেই শুণ্ডেতে আপন
করি আকর্ষণ করে গর্জ্জন,—
আকর্ষণ-কারী সে শুণ্ড তখন
খড়্গাঘাতে দেবী করে ছেদন। ৩২

আবার তখন সেই মহাসুর
করিল ধারণ মহিষ - কায় ;
পূর্ব্বমত পুনঃ করিল ক্ষোভিত
চরাচর সহ ত্রিলোক তায়। ৩৩

শ্রেষ্ঠ পেয় পান করিলা তখন
কুপিতা চণ্ডিকা বিশ্ব-জননী ;
হল আঁখি তাঁর অরুণ - বরণ,
—হাসিলেন পুনঃ পুনঃ আপনি। ৩৪

সে অসুর তবে ছাড়িল হুঙ্কার—
বল-বীর্য্য-মদে প্রমত্ত অতি ;
শৃঙ্গ-সঞ্চালনে করিল নিক্ষেপ
ভূধর-নিকর চণ্ডিকা প্রতি। ৩৫

অসুর-নিক্ষিপ্ত সে ভূধর দেবী
করিলা চূর্ণীত শর-নিকরে ;
মদিরা-আবেশে আরক্ত আনন
—অস্ফুট বচনে কহিলা তারে। ৩৬

কহিলেন দেবী—৩৭

গর্জ্জ, গর্জ্জ—মূঢ় ! গর্জ্জ ক্ষণকাল !
যতক্ষণ করি এ মধু পান ;
ত্বরা হত হলে তুই মোর করে,
অমনি গর্জ্জিবে অমর গণ। ৩৮

কহিলেন ঋষি—৩৯

কহিয়া এরূপ— উল্লম্ফনে দেবী
করি আরোহণ সে মহাসুরে,
চরণে চাপিয়া কণ্ঠদেশ তার
করিলা তাড়িত শূল-প্রহারে। ৪০

দেবী-পদাক্রান্ত হয়ে সে তখন,
নিজ মুখ হতে করিল তবে
অর্দ্ধেক শরীর যেমন বাহির,
—হইল নিরস্ত দেবী-প্রভাবে। ৪১

অর্দ্ধ-নিঃসারিত হয়ে মহাসুর,
তবুও হইল সমরে রত ;
মহা অসি-ঘাতে কাটি শির তার,
করিলা সে দেবী ভূমে পাতিত। ৪২

মহা হাহাকার করি অতঃপর
দৈত্য - সৈন্য সব বিনষ্ট হয়,
তখন সকল দেবতার দল
পরম আনন্দ লভিলা তায়। ৪৩

দিব্য মহর্ষির সহ—সে দেবীর
করিলেন স্তব সুর - নিকর ;
গন্ধর্ব্ব - পতিরা গাহিলা সঙ্গীত,
নাচিলা মিলিয়া যত অপ্সর। ৪৪
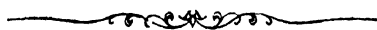
চতুর্থ মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

সে দুরাত্মা মহাবল দৈত্য হলে হত
দেবী-বলে—সহ সুর - অরি - সেনা যত,
ইন্দ্র আদি দেবগণে, তোষে তাঁরে এ বচনে,
গ্রীবা-অংস করি নত হইয়া প্রণত,—
হরষেতে চারু দেহ পুলক-স্ফুরিত! ২

নিজ শক্তি-বলে যিনি ব্যাপ্ত এজগতে,
মূর্ত্তি যাঁর সর্ব্ব-দেব-শক্তি-সমষ্টিতে,
দেবতা মহর্ষি সব, করে যাঁর পূজা স্তব,
নমি ভক্তি-ভরে সেই দেবী অম্বিকায় ;—
করুন্ মঙ্গল তিনি মোদের সবায়। ৩

যাঁহার প্রভাব আর বল অনুপম—
ব্রহ্মা হর আর সে অনন্ত ভগবান্,
কভু যাহা বর্ণিবারে, নাহিক শকতি ধরে ;
অশুভ-ভয় নাশিতে—পালিতে জগত্,
যেন সে চণ্ডিকা মতি করেন সতত। ৪

যিনি লক্ষ্মী-রূপা নিজে পুণ্যাত্মা-ভবনে,
থাকেন অলক্ষ্মী-রূপে পাপাত্মা সদনে,
বিদ্বান্ -সাধু-হৃদয়ে বুদ্ধি—শ্রদ্ধা-রূপা হয়ে,
নিবসেন লজ্জা-রূপে সুকুলজ - জনে,—
নমি সে তোমারে, দেবি, পাল' এ ভুবনে। ৫

মোরা কি বর্ণিব তব অচিন্ত্য এ রূপ,—
অসুর-বিনাশী মহা শক্তি নানা-রূপ!
কেমনে বা বাখানিব অদ্ভুত চরিত তব,
অসুর - অমর - আদি সবার মাঝারে,
প্রকাশিলে যাহা,দেবি, এ ঘোর সমরে! ৬

সর্ব্ব - বিশ্ব - হেতু তুমি ; দোষের কারণ —
হরি-হর আদি কেহ না জানে কখন!
অপার, ত্রিগুণাধার, আশ্রয় তুমি সবার ;
অখিল জগত্ এই তব অংশ - ভূত,
পরমা প্রকৃতি তুমি আদি অব্যাকৃত। ৭

যে মন্ত্রের যথারীতি হলে উচ্চারণ,
সর্ব্ব-যজ্ঞে তৃপ্তি লভে সর্ব্ব সুরগণ,—
সেই স্বাহা-মন্ত্র তুমি ; হও স্বধা-স্বরূপিণী,—
যেই মন্ত্রে পরিতৃপ্ত হন পিতৃগণ ;
তাই লোকে তোমা, দেবি,করে উচ্চারণ। ৮

চিন্তার অতীত যিনি, মুক্তির কারণ,
কঠোর - সাধনা - লভ্যা,—যাঁরে ঋষিগণ
ইন্দ্রিয় সংযম করি সর্ব্ব দোষ পরিহরি
চিন্তা করে মোক্ষতরে তত্ত্বজ্ঞানে রতি,—
সেই পরা-বিদ্যা তুমি দেবী ভগবতী। ৯

ঋক্ যজু সুবিমল, সাম বেদ আর
উচ্চ-গানে মনোহর পদাবলি যার,—
তাদের আশ্রয় তুমি— দেবী বেদ-স্বরূপিণী ;
হও শব্দ-রূপা, বিশ্ব - সন্তাপ - হারিণী,
ভগবতী বিশ্ব-সৃষ্টি-প্রবৃত্তি-রূপিণী। ১০

তুমি মেধা—জ্ঞাত যাহে সর্ব্ব-শাস্ত্র-সার ;
তুমি দুর্গা—সুদুর্গম - ভব - পারাবার
তরিতে তুমি তরণি, অদ্বিতীয়া একা তুমি ;
তুমি লক্ষ্মী—একা বিষ্ণু-হৃদয়-বাসিনী,
তুমি গৌরী—চন্দ্রচূড়-হৃদি-বিহারিণী। ১১

বদন বিমল কিবা মৃদুল - সহাস,—
পূর্ণ-সুধাকর-শোভা যা'হতে বিকাশ!
সুবর্ণ-লাবণ্য হারে— কিবা মুখ-কান্তি ধরে!
হেরিয়া কেমনে তাহে করিল প্রহার
মহিষ-অসুর রোষে,—অদ্ভুত ব্যাপার!! ১২

দেবি! কোপযুত তব ভ্রুকুটি ভীষণ,
সদ্যোদিত - শশধর - সদৃশ - বদন,—
নিরখি তখনি কেন মহিষ না ত্যজে প্রাণ,
—এযে অতি অদ্ভুত! কেবা শক্তিমান্
কুপিত কৃতান্তে হেরি নাহি ত্যজে প্রাণ? ১৩

হে দেবি! প্রসন্না হও—পরমা আপনি,
উৎপন্না কল্যাণ-হেতু, রুষ্টা হলে তুমি
সদা বংশ কর নাশ,— এবে তাহা সুপ্রকাশ—
এ মহিষ - অসুরের সুবিপুল বল,
বিনষ্ট তোমারি কোপে হইল সকল।১৪

প্রসন্না যাদের প্রতি—তাহারা নিয়ত
তোমা হতে লভে, দেবি! অভ্যুদয় যত;
দেশে পূজ্য সেই জন— বৃদ্ধি হয় যশ-ধন,
ধর্ম্ম আদি চতুর্ব্বর্গ নাহি হয় ক্ষয়,
তারা ধন্য নিরুদ্বিগ্ন দারা-পুত্র রয়।১৫

তোমারি প্রসাদ লভি—সুকৃত যে জন,
প্রতিদিন শ্রদ্ধাভরে করে আচরণ
নিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম-চয়— যাহে স্বর্গে গতি হয়;
সুনিশ্চয়, দেবি, সেই সে কারণ তুমি,
এই [illegible]লোকে হও ফল-প্রদায়িনী।১৬

তুমি, দুর্গে! দুঃখ-ভয়-দারিদ্র্য-হারিণী,
স্মরিলে—অশেষ-প্রাণী-ভীতিনিবারিণী;
ভয়-হীন স্মরে যদি, দাও অতি শুভ-মতি;
সবাকার উপকার করিবার তরে,
নিত্য-দয়াবতী আর কে আছে অপরে? ১৭

ইহাদের নাশে সুখ লভিল ভুবন;
চির - নরকের হেতু পাপ - আচরণ
যেন তারা নাহি করে, মরণ লভি সমরে
করুক্ প্রয়াণ স্বর্গে,—এ ভাবি নিশ্চয়
বধিলে অহিত-কারী অরাতি-নিচয়। ১৮

দৃষ্টিমাত্রে তুমি, দেবি! অসুরের দলে,
একেবারে ভস্মীভূত কেন না করিলে?
অরি প্রতি অস্ত্র যেই, করিলে নিক্ষেপ এই,
যাবে বলি দিব্য-লোকে হয়ে শস্ত্র-পূত;—
অরি প্রতি হেন মতি অতি সাধু-চিত। ১৯

ভীম-খড়্গ-বিস্ফুরিত - তেজের প্রভায়,
কিম্বা শূল - ফলকের দীপ্তির ছটায়,
অসুরের আঁখি যত হল না যে দৃষ্টি-হত,
সে কেবল নিরখিয়া অতি অনুপম
তোমার বদন - অংশু ইন্দু - খণ্ড সম। ২০

হে দেবি! স্বভাব আর মূরতি তোমার—
দুর্বৃত্ত - প্রবৃত্তি - হারী, অতীত চিন্তার,
না আছে তুলনা তার! তোমার শকতি আর
দেব-বল-হারী সবে করিল বিনাশ;
কি করুণা অরি প্রতি করিলে প্রকাশ! ২১

হেন পরাক্রমে তব কি আছে উপমা!
অরি-ভীতি-দায়ী এই মূর্ত্তি মনোরমা,
কোথায় বা আছে আর! বরদে! দেবি! তোমার
অন্তরে করুণা আর নিষ্ঠুরতা রণে,—
তোমাতেই হেরি সুধু এ তিন ভুবনে! ২২

রিপু নাশি রক্ষিলে এ নিখিল ভুবন;
আর এ অরাতি-গণে করিয়া নিধন
সম্মুখ - সমরাঙ্গনে— পাঠাইলে দিব্য-ধামে;
উন্মত্ত অসুর হতে আমাদের(ও) ভয়
করিলে দূরীত,—তাই প্রণমি তোমায়। ২৩

রক্ষ, রক্ষ—শূলে দেবি! আমা-কুলে,
রক্ষ, অম্বিকে! কৃপাণে আর;
ঘণ্টার স্বননে, ধনুর নিস্বনে,
করহ রক্ষা আমা সবার। ২৪

রক্ষ, হে চণ্ডিকে! রক্ষ পূর্ব্ব-দিকে
—ঘুর্ণীত করি শূল তোমার,
রক্ষহ পশ্চিমে, রক্ষহ দক্ষিণে,
রক্ষ, ঈশ্বরি! উত্তরে আর। ২৫

অতি ভয়ঙ্করী, কভু মনোহারী,
ত্রিলোকে যেই রূপ বিহরে,—
তব সেই রূপে— রক্ষ আমা সবে,
রক্ষহ আর এই সংসারে। ২৬

যে গদা-কৃপাণে শূল - প্রহরণে,
শোভিত তব কর - পল্লব,
রক্ষ সর্ব্ব দিকে, হে মাতঃ অম্বিকে!
সে সব শস্ত্রে মোদের সব। ২৭

কহিলেন ঋষি—২৮

তুষি এই স্তবে, আরাধিলা তবে
সে জগদ্ধাত্রী দেবতাগণ,
সম্ভূত নন্দনে মনোজ্ঞ প্রসূনে
সহ সুগন্ধ অনুলেপন; ২৯

দিব্য ধূপ-বাসে সকল ত্রিদশে
পূজিলে ভক্তি-ভরে তখনি,

কহিলা—প্রণত দেবতায় যত,
—প্রসাদ-ফুল্ল-বদনা তিনি। ৩০

কহিলেন দেবী—৩১

বলহ এখন, ওহে দেবগণ!
আমার কাছে কামনা যাহা;
এ স্তবে পূজিত— হইয়াছি প্রীত,
করিব আমি প্রদান তাহা। ৩২

কহিলেন দেবগণ—৩৩

মোদের এ বৈরী মহিষ সুরারি
করেছ, দেবি! হত যখন,
সকলি সাধিত করেছ তুমি ত,
—নাহিক কিছু বাকি তখন। ৩৪

তবু যদি বর দাও আমাদের,
তুমি গো দেবি! হে মহেশ্বরি!
করিও হরণ বিপদ বিষম,
—যখনি মোরা স্মরণ করি। ৩৫

আর যে মানব, গাহি এই স্তব,
তুষিবে তোমা, বিমলাননে!

হক্ বৃদ্ধি তার ধন-দারা আর
সম্পদ, ঋদ্ধি-বিভব সনে ;
আর মা অম্বিকে! তুমি আমাদিগে,
রহ প্রসন্না সকল ক্ষণে। ৩৬।৩৭

কহিলেন ঋষি—৩৮

এরূপে তুষিলে যত দেব-দলে,
—এ বিশ্ব আর নিজ কারণ ;
'তাই হক্' বলি, তবে ভদ্রকালী
হলেন অন্তর্হিত, রাজন্! ৩৯

কহিনু তোমায় সেই সমুদায়,
—সে পুরাকালে, ওহে নৃমণি!
দেব-দেহ হতে সম্ভূতা যেমতে
দেবী—ত্রিলোকহিতকারিণী। ৪০

করিতে নিধন দুষ্ট দৈত্যগণ,
আর নিশুম্ভ শুম্ভ দুজন—
করিতে সাধন লোক-সংরক্ষণ,
আর দেবতা-হিত-কারণ,—
যেরূপে আবার সম্ভব তাঁহার
—গৌরী-আকার করি ধারণ,
কহিব তা' আমি— স্বরূপে বাখানি,
—আখ্যান সেই কর শ্রবণ। ৪১।৪২

পঞ্চম মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

পুরাকালে শুম্ভ- নিশুম্ভ অসুর
বীর্য্য-গর্ব্ব-মদে মাতিয়া,
লইল ইন্দ্রের যজ্ঞ-ভাগ আর
ত্রিলোক-প্রভুত্ব হরিয়া। ২

এইরূপে সূর্য্য- চন্দ্র-অধিকার
হরিল অসুর দুজনে,
করিল আয়ত্ত কুবের-প্রভুত্ব,
প্রভুত্ব—বরুণ-শমনে। ৩

করিল আয়ত্ত পবন-প্রভাব,
হরিল অনল - ক্ষমতা,
তবে তিরস্কৃত হইয়া বিজিত
রাজ্য-চ্যূত হল দেবতা। ৪

ত্রিদিব - তাড়িত অধিকার-চ্যুত
করিলে সে দুই অসুরে,
সর্ব্ব সুর-গণ করিলা স্মরণ
অপরাজিতা সে দেবীরে। ৫

দিয়াছিলা তিনি বর আমা সবে—
"আপদে স্মরিবে যথনি,
তথনি নাশিব তোমাদের সব
বিষম বিপদ আপনি।" ৬

ইহা ভাবি মনে, গেলা দেবগণে
নগেশ-হিমাদ্রি - শিখরে;
অতঃপর সেথা স্তবেতে তুষিলা
বিষ্ণু-মায়া সেই দেবীরে। ৭

কহিলেন দেবগণ—৮

নমি—দেবী মহাদেবী,
শিবা তিনি—প্রণমি সতত;
প্রকৃতি, ভদ্রায়—নমি,
নমি তাঁরে হইয়া সংযত। ৯

নমি রৌদ্রা, নিত্যা তিনি,
গৌরী, ধাত্রী—নমি বার বার;

জ্যোৎস্না-সুধাংশু-রূপিণী,
সুখ - রূপা — নমি অনিবার। ১০

প্রণমি—কল্যাণী তিনি,
নমি—বৃদ্ধি - সিদ্ধি - স্বরূপিণী ;
সর্ব্বাণী, অলক্ষ্মী তিনি,
রাজলক্ষ্মী — তাঁহায় প্রণমি। ১১

দুর্গা, দুর্গে ত্রাণ - দাত্রী,
তিনি সর্ব্ব - করম - কারিণী ;
কৃষ্ণা, ধূম্রবর্ণা, সারা,
নমি সদা প্রতিষ্ঠা - রূপিণী। ১২

দেবী বিশ্ব - স্থিতি - রূপা,
নমি ক্রিয়া - কলাপ - রূপিণী ;
অতি সৌম্যা, অতি ভীমা,
নমি — নমি—তাঁহারে প্রণমি। ১৩

যে দেবীর সর্ব্বভূতে
বিষ্ণুমায়া খ্যাত এই নাম,
প্রণাম — প্রণাম তাঁরে—
বার বার তাঁহারে প্রণাম। ১৪-১৬

যে দেবীর সর্ব্বভূতে
চেতনা - আখ্যায় অধিষ্ঠান,

প্রণাম—প্রণাম তাঁরে—
বার বার তাঁহারে প্রণাম। ১৭-১৯

যেই দেবী সর্ব্ব-ভূতে
অবস্থিতা বুদ্ধি - রূপ ধরি,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
নম — নম — নমস্কার করি। ২০-২২

যেই দেবী নিদ্রা-রূপে
সর্ব্ব - ভূতে করেন বিহার,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার তাঁরে নমস্কার। ২৩-২৫

যেই দেবী ক্ষুধা-রূপে
সর্ব্ব - ভূতে করেন বসতি,
নম তাঁরে — নম তাঁরে—
বার বার তাঁহারে প্রণতি। ২৬-২৮

যেই দেবী ছায়া-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে— নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ২৯-৩১

যেই দেবী শক্তি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,

নম তাঁরে — নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৩২-৩৪

যেই দেবী তৃষ্ণা-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৩৫-৩৭

যেই দেবী ক্ষান্তি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৩৮-৪০

যেই দেবী জাতি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৪১-৪৩

যেই দেবী লজ্জা-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৪৪-৪৬

যেই দেবী শান্তি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,

নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৪৭-৪৯

যেই দেবী শ্রদ্ধা-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে —নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৫০-৫২

যেই দেবী কান্তি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে— নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৫৩-৫৫

যেই দেবী লক্ষ্মী-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৫৬-৫৮

যেই দেবী বৃত্তি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৫৯-৬১

যেই দেবী স্মৃতি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,

নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৬২-৬৪

যেই দেবী দয়া-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৬৫-৬৭

যেই দেবী তুষ্টি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৬৮-৭০

যেই দেবী মাতৃ-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে — নম তাঁরে—
বার বার নমস্কার তাঁরে। ৭১-৭৩

যেই দেবী ভ্রান্তি-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব - ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে—
নম — নম — নমস্কার তাঁরে। ৭৪-৭৬

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী,
পঞ্চ-ভূতে যাঁর অধিষ্ঠান,

সর্ব্ব-ভূতে ব্যাপ্ত সদা,
দেবী তাঁরে প্রণাম — প্রণাম। ৭৭

চৈতন্য-রূপেতে যিনি
সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপি বিদ্যমান,
প্রণাম — প্রণাম তাঁরে—
বার বার তাঁহারে প্রণাম। ৭৮-৮০

ইষ্ট-লাভ তরে, পূর্ব্বে স্তবে যাঁরে
আরাধিলা সুরগণ,
কতদিন আর ইন্দ্র সুরেশ্বর
করিলা যাঁর সাধন ;—
আদি শুভঙ্করী সে দেবী ঈশ্বরী,
বিনাশি বিপদ-ভার,
করুন্ কল্যাণ, মঙ্গল প্রদান,
এবে আমা সবাকার। ৮১

যাহারে স্মরণে, মোদের সে ক্ষণে,
সর্ব্বাপদ হয় হত ;
সম্প্রতি—উদ্ধত দৈত্য-নিপীড়িত
আমরা অমর যত,
সে দেবী ঈশারে নমি ভক্তি-ভরে,
কলেবর করি নত। ৮২

কহিলেন ঋষি—৮৩

ওহে নৃপসুত! স্তুতি-গানে রত
এরূপে অমর - সংহতি ;—
তখন স্নানেতে জাহ্নবী - জলেতে
যেতেছিলা দেবী পার্ব্বতী। ৮৪

জিজ্ঞাসিলা দেবে সুভ্রূ সেই দেবী—
"কর স্তুতি সবে কাহারে?"
তাঁর দেহ-কোষ হইতে সম্ভবি,
দেবী শিবা তবে উত্তরে—৮৫

"দৈত্য-শুম্ভ - বলে হয়ে নির্ব্বাসিত,
—নিশুম্ভে বিজিত সমরে,
হইয়া মিলিত অমর - মণ্ডলী
করে এই স্তোত্র আমারে।" ৮৬

সেই পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হতে
অম্বিকা হলেন সম্ভূতা,
তাই সর্ব্বলোকে 'কৌষিকী' আখ্যাতে
হইলেন তিনি কীর্ত্তিতা। ৮৭

তাঁহার উদ্ভবে— সে দেবী পার্ব্বতী
হলেন তামস - বরণী ;
তাই সে 'কালিকা' নামেতে আখ্যাতা
—হলেন হিমাদ্রি - বাসিনী। ৮৮

তবে সে অম্বিকা— অতি মনোহর
অপরূপ - রূপ - ধারিণী,
চণ্ড - মুণ্ড—শুম্ভ - নিশুম্ভ - কিঙ্কর
—হেরিল তাঁহারে তখনি। ৮৯

বাখানিল তারা শুম্ভ দৈত্য-নাথে—
"রয়েছে কে এক রমনী !!
উজলি হিমাদ্রি, ওহে মহারাজ !
অতীব মানস - মোহিনী ! ৯০

"এমন সুন্দর রূপ মনোহর
কেহ কভু কোথা দেখিনি !
কেবা সেই দেবী জানিয়া, দৈত্যেশ !
করুন্ গ্রহণ আপনি। ৯১

"দিপ্তি' দিঙ্মণ্ডল লাবণ্য - ছটায়
স্ত্রী-রত্ন সে চারু-অঙ্গিনী,
রয়েছে নেহার, ওহে দৈত্যেশ্বর !
—নেহারিতে যোগ্য আপনি। ৯২

"যেই গজ-বাজি- মণি - রত্ন - রাজি
আছয়ে এ তিন ভুবনে,
আছে দীপ্ত এবে সে সকলি, প্রভু !
তোমার আপন ভবনে। ৯৩

"এনেছ আপনি বাসবে জিনিয়া
ঐরাবত গজ - রতনে,
এনেছ তুরঙ্গ - শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা
—পারিজাত - তরু যতনে। ৯৪

"ছিল বিধাতার অদ্ভুত বিমান
যোজিত মরাল - বাহনে,
আনীত হেথায় রথ - রত্ন সেই
—শোভিছে তোমার অঙ্গনে। ৯৫

"মহাপদ্ম - নিধি ধনেশ হইতে
যতনে হয়েছে আনীত;
কিঞ্জিল্কিনী - মালা দিয়াছে জলেশ
অম্লান - পঙ্কজ - গ্রথিত। ৯৬

"কাঞ্চন - নির্ঝরী ছত্র বরুণের
শোভিছে তোমার আলয়ে;
শোভিছে তেমতি রথবর — যাহা
আছিল বিধির আশ্রয়ে। ৯৭

"'উৎক্রান্তিদা' নামে যম-শক্তি, প্রভু!
করেছ হরণ আপনি;
রয়েছে তোমার ভ্রাতার করেতে
জলেশের পাশ তেমনি;—৯৮

"আর সিন্ধু-জাত রত্ন নানাজাতি
রয়েছে নিশুম্ভ - সদনে।
দিয়াছে অনল তোমা—অগ্নি-পূত
বিমল যুগল - বসনে। ৯৯

"এরূপে, দৈত্যেন্দ্র! রত্ন - রাজি যত
করেছ সংগ্রহ আপনি;
কেন না গ্রহণ কর তবে এই
রমনী - রতন কল্যাণী?" ১০০

কহিলেন ঋষি—১০১

তবে শুম্ভ সেই চণ্ড ও মুণ্ডের
বচন এরূপ শুনিয়া,
দেবীর সমীপে পাঠায় সুগ্রীবে
—মহাসুরে দূত করিয়া। ১০২

"গিয়া সেথা তুমি এই বাক্য মম
এরূপে কহিবে তাহারে,
যাহে প্রীতি-ভরে আসে সে রমনী
—করহ তা' তুমি অচিরে।" ১০৩

গিয়া সেথা—যেথা দেবী বিরাজিতা
—শোভিত সে শৈল-প্রদেশে,

কহিল সে দূত তাঁহারে তখন
মৃদুল মধুর সম্ভাষে। ১০৪

কহিলেক দূত—১০৫

দৈত্য - অধিপতি শুম্ভ—যিনি দেবি!
পরম ঈশ্বর ভুবনে,
প্রেরিত তাঁহার দূত হই আমি
—এসেছি তোমার সদনে। ১০৬

যাঁ' হতে বিজিত সুর - বৃন্দ যত,
আজ্ঞা অব্যাহত যাঁহারি
সতত সকল দেব-যোনি-মাঝে,
—শুন কহি বাক্য তাঁহারি;—১০৭

"আমারি অখিল এ তিন ভুবন,
মম বশে সুর - মণ্ডলী,
পৃথক্ পৃথক্ যত যজ্ঞ - ভাগ
ভুঞ্জি আমি সেই সকলি। ১০৮

"মম অধিকারে— শ্রেষ্ঠ - রত্ন-রাশি
যতেক এ তিন ভুবনে,
তথা মম বশে গজ - রত্ন - রাজি;
আনিয়া ইন্দ্রের বাহনে—

উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব - রত্ন সেই
—উদ্ভূত ক্ষীরোদ - মন্থনে,—
প্রণিপাত করি সমর্পিল মোরে
যতেক দেবতা যতনে। ১০৯-১১০

"দেবতা - গন্ধর্ব্ব - নাগ - গণ - বশে
যা' কিছু আছিল, সুন্দরি!
রত্ন সম সেই শ্রেষ্ঠ দ্রব্য যত
এবে সে সকলি আমারি। ১১১

"রত্ন - রূপা নারী লোক-মাঝে তুমি,
হে দেবি! জেনেছি তোমারে;
সেই তুমি তবে করহ আশ্রয়
রত্ন-ভোগী আমা দোঁহারে। ১১২

"ভজ মোরে কিম্বা অনুজে আমার
—নিশুম্ভ বিপুল - বিক্রমী,
হে চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্ন - স্বরূপিণী
হও যে তুমি এ রমনী। ১১৩

"পাইবে পরম ঐশ্বর্য্য অতুল
লইলে আশ্রয় আমারি;
করহ গ্রহণ পত্নীত্ব আমার
—বুদ্ধিতে এ কথা বিচারি।" ১১৪

কহিলেন ঋষি—১১৫

এই বাক্য শেষে— কহিলা গম্ভীরে
অন্তরে হাসিয়া তখনি,
ভদ্রা ভগবতী সেই দুর্গা দেবী
—যিনি এ জগত্ - ধারিণী। ১১৬

কহিলেন দেবী—১১৭

সত্য এই কথা— মিথ্যা নহে কিছু
যা' কিছু কহিলা আপনি,—
ত্রিভুবন - পতি হন শুম্ভ সেই
—নিশুম্ভ ও হন তেমনি। ১১৮

কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা যা' মম,
মিথ্যা তা' করিব কেমনে ?
শুন সে প্রতিজ্ঞা— করেছিনু যাহা
পূর্ব্বে অল্প - বুদ্ধি - কারণে ;—১১৯

'যে করিবে চূর্ণ বল - দর্প মম,
—যে মোরে জিনিবে সমরে,
জগতে যে মোর বলে তুল্য-বলী,
—বরিব পতিত্বে তাহারে।' ১২০

অতএব ত্বরা হেথা মহাসুর
শুম্ভ ও নিশুম্ভ আসিয়া,
জিনি মোরে—পাণি করুন গ্রহণ,
—কি কাজ বিলম্ব করিয়া? ১২১

কহিলেক দূত—১২২

গর্ব্বিতা আপনি,— হেন বাক্য, দেবি!
না কহ আমার সমক্ষে;
পুরুষ কে আছে— তিষ্ঠে ত্রিভুবনে
নিশুম্ভ-শুম্ভের সম্মুখে? ১২৩

রণে দেবগণ অন্য দৈত্যদের(ও)
সম্মুখে না পারে তিষ্ঠিতে;
আপনি ত দেবি! একাকী—কামিনী—
কেমনে চাহিছ যুঝিতে? ১২৪

যাহাদের 'সনে ইন্দ্রাদি-দেবতা
না পারে তিষ্ঠিতে সমরে,
কেমনে কামিনী যাবে—শুম্ভ-আদি
সে সব অসুর-গোচরে? ১২৫

এ মম বচনে— যাও তুমি তবে
নিশুম্ভ-শুম্ভের কাছেতে;
কেশ-আকর্ষণে— বিনষ্ট-গৌরবে,
যেন গো না হয় যাইতে। ১২৬

কহিলেন দেবী—১২৭

এইরূপ(ই) বটে শুম্ভ বলশালী
—নিশুম্ভ অতীব বিক্রমী;
কি করিব এবে? করেছি প্রতিজ্ঞা
আগে না বিচারি আপনি। ১২৮

করহ গমন,— কহগে এ সব,
—কহিনু যা' আমি সাদরে,
শুম্ভ দৈত্যনাথে; বিহিত যা' হবে
—তিনি তা' করুন্ সত্বরে। ১২৯

ষষ্ঠ মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

দেবী-বাক্য করিয়া শ্রবণ,
ক্রোধে পূর্ণ সে দূত তখন,
দৈত্যরাজ-পাশে ধেয়ে তবে আসে,
—বিস্তারিয়া কহিল বচন। ২

সে দূতের সে বাক্য শ্রবণে,
অসুর-সম্রাট সেই ক্ষণে,
ক্রোধেতে মগন— কহিল তখন,
দৈত্য-পতি সে ধূম্রলোচনে। ৩

"ত্বরা তুমি, হে ধূম্রলোচন!
বেষ্টিত হইয়া সৈন্যগণ,
কেশ আকর্ষিয়ে বিহ্বল করিয়ে,
কর দুষ্টে বলে আনয়ন। ৪

"যদি তারে করিবারে ত্রাণ,
অন্য কেহ করে আগমন,
হ'ক সে গন্ধর্ব্ব, কিম্বা দেব - যক্ষ,
করিও তাহারে নিহনন।" ৫

কহিলেন ঋষি—৬

তবে দৈত্য সে ধূম্রলোচন,
শুম্ভ-আজ্ঞা পাইয়া তখন,
বেষ্টিত অসুরে— ষাইট হাজারে,
দ্রুতগতি করিল গমন। ৭

পরে সে নিরখি সে দেবীরে—
অবস্থিতা হিমাচল'পরে,
কহিল তাঁহারে, অতি উচ্চৈঃস্বরে,
"যাও শুম্ভ-নিশুম্ভের ঘরে ;—৮

"নাহি যদি যাও প্রীতি-সনে,
তুমি মম প্রভু-সন্নিধানে,
বলেতে এখনি যাব লয়ে আমি,
মুগ্ধ করি কেশ-আকর্ষণে।" ৯

কহিলেন দেবী—১০

তুমি—দৈত্য-পতির প্রেরিত,
বলশালী, সেনানী-বেষ্টিত,—

এইরূপে বলে মোরে লয়ে গেলে,
কি করিব তাহার বিহিত ? ১১

কহিলেন ঋষি—১২

ইহা শুনি সে ধূম্রলোচন,
দেবী প্রতি করিল ধাবন ;—
যেন হুহুঙ্কারে, সে অম্বিকা তারে,
ভস্মীভূত করিলা তখন। ১৩

ক্রুদ্ধ দৈত্য-মহা-সেনাগণ,
অম্বিকায় লক্ষিয়া তখন,
শকতি - কুঠার তীক্ষ্ণ শর আর
কত তবে করে বরিষণ। ১৪

কোপে কাঁপে কেশর তখন
কেশরীর—দেবীর বাহন,
পশিল সে বলে, দৈত্য - সেনা - দলে,
অতি ভীম করিয়া গর্জ্জন। ১৫

কোন দৈত্যে করের প্রহারে,
তুণ্ডা-ঘাতে অপর কাহারে,
করিল নিহত, অন্য আর কত
মহাসুরে আক্রমি অধরে। ১৬

করি সিংহ নখের প্রহার,
করে কার উদর বিদার;
কর - তল - ঘাতে করিল এমতে
কভু শির পৃথক্ কাহার। ১৭

কত অসুরের বাহু-শির,
বিচ্ছিন্ন করিল সিংহ বীর,
কাঁপায়ে কেশর, কাহারো উদর
হতে—পান করিল রুধির। ১৮

মহাবল দেবীর বাহন—
সে কেশরী অতি কোপবান্,
নিমেষ - মাঝারে নিঃশেষিত করে
সমুদয় সেই সেনাগণ। ১৯

মহাসুর সে ধূম্রলোচন—
তারে দেবী করেছে নিধন,
সেনা - বল যত দেবী - সিংহ - হত,
—এ বারতা শুনিয়া তখন;—২০

ক্রোধে শুম্ভ দৈত্য-অধীশ্বর,
হল তার স্ফুরিত অধর,
চণ্ড - মুণ্ড দুই— মহা-দৈত্যে সেই,
করিলেক আদেশ প্রচার,—২১

"হে চণ্ড! হে মুণ্ড! বহু-দৈত্য-
সেনা-বলে হইয়া বেষ্টিত,
যাও—যাও তথা; গিয়া এবে সেথা,
আন তারে হয়ে ত্বরান্বিত—২২

"কেশে ধরি কিম্বা তারে বাঁধি;
আনিতে সংশয় থাকে যদি—
মিলি দৈত্যগণে, নানা প্রহরণে,
বধ' তারে রণেতে আঘাতি। ২৩

"সে দুষ্টারে করি আঘাতিত,
করি আর সিংহে নিপাতিত,
সেই অম্বিকারে, লয়ে বদ্ধ ক'রে,
আগমন করহ ত্বরিত।" ২৪

সপ্তম মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

তখন আদেশ পেয়ে, চণ্ড-মুণ্ডে আগে লয়ে
যত দৈত্যগণ,
উত্তোলিয়া প্রহরণ, সহ চতুরঙ্গ - গণ,
করিল গমন। ২

কাঞ্চন-মণ্ডিত-কায় শৈলেন্দ্র - শিখর-গায়,
হেরিল তখনি
দেবীরে দৈত্য-সংহতি— সিংহ'পরে অবস্থিতি,
—মৃদুল - হাসিনী! ৩

করি তারা দরশন, ধরিতে তাঁরে তখন,
করিল উদ্যম;
ধনু-অসি আস্ফালিয়ে, যেতে চায় কাছে ধেয়ে,
অন্য সেনাগণ। ৪

সেই সব অরি প্রতি, করিলেন কোপ অতি
অম্বিকা তখন,
অতিশয় রোষাবেশে, হল মসী-বর্ণ শেষে
তাঁহার বদন। ৫

ভ্রূকুটি কুটিল আর ললাট-ফলক তাঁর
হইতে তখনি,
কৃপাণ-পাশ-ধারিণী, বাহিরিলা কালী যিনি
করাল-বদনী! ৬

ভূষা—নর-শির-মালা, পরিধান—ব্যাঘ্র-ছালা,
—ভৈরব-রূপিণী!
দেহ—শুষ্ক-মাংস-যুত, আয়ুধ—অতি অদ্ভুত
—খট্টাঙ্গ-ধারিণী। ৭

অতি বিস্তৃত-বদনা, নিমগ্ন-রক্ত-নয়না,
সে দেবী ভীষণা!—
লোল-জিহ্বা বিলম্বিত, অট্টনাদে নিনাদিত
যত দিগাঙ্গনা! ৮

পড়ি ধেয়ে বেগভরে, সে দৈত্য-সেনা-মাঝারে,
সে দেবী তখন—
আঘাতিলা মহাসুরে, আর যত দানবেরে
করিলা ভক্ষণ। ৯

সহ পার্শ্ব-রক্ষাকারী, নিষাদী, অঙ্কুশ-ধারী,
সহ ঘণ্টা-সাজে—
যতেক বারণ-গণে, নিক্ষেপ করে বদনে
—ধরি নিজ ভুজে। ১০

সহ অশ্ব সাদী যত, এইরূপে আর রথ
সারথির সনে,
নিক্ষেপি বদনে সবে, করিল চর্ব্বণ তবে
ভীষণ দশনে। ১১

ধরিলা কাহারে কেশে, কাহারে বা গ্রীবাদেশে ;
করিলা হনন—
দলিয়া কা'রে চরণে, বক্ষ দিয়া কোন জনে
করিয়া মর্দ্দন। ১২

অসুর-নিক্ষিপ্ত-শস্ত্র, আর যত মহা অস্ত্র,
গ্রাসিলা বদনে—
রুষ্টা হয়ে দেবী তবে,— চূর্ণীকৃত করি সবে
পেষিয়া দশনে। ১৩

মহাকায় মহাবল সর্ব্ব-সৈন্য-দৈত্য - বল
করিলা মর্দ্দন,
গ্রাসিলা দেবী কাহারে, কভু বা কোন অসুরে
করিলা তাড়ন। ১৪

খট্টাঙ্গ-তাড়নে কা'রে, কাহারে বা খড়্গ-ধারে,
করিলা নিধন ;
তেমতি বা কত দৈত্য দন্তাগ্রে হয়ে আহত,
লভিল মরণ। ১৫

ক্ষণ-মাঝে সে সকল অসুরের সেনা - বল
পতিত হেরিয়া,
চণ্ড বেগ-ভরে অতি, সেই ভীমা কালী প্রতি,
আইল ধাইয়া। ১৬

তবে মুণ্ড দৈত্যবর, শর - জাল ভয়ঙ্কর,
করি বরিষণ,—
নিক্ষেপি চক্র হাজারে, ভীষণ - নয়না তাঁরে,
করে আচ্ছাদন। ১৭

সেই সব চক্র-ভার পশিয়া তখন তাঁর
বদন - গহ্বরে,
শোভিত হইল কিবা, যেন কত ভানু-বিভা
মেঘের উদরে! ১৮

কালিকা ভীম-নাদিনী, করিয়া বিকট ধ্বনি,
হাসে রোষভরে ;—
করাল বদন-মাঝে, দুর্দ্দর্শ দশন সাজে,
—উজলিয়া তাঁরে। ১৯

মহাসিংহ আরোহণে, তবে দেবী চণ্ড পানে
আইলা ধাইয়া,
কেশ-পাশে ধরি তারে, শির তার অসি-ধারে,
ফেলিলা ছেদিয়া। ২০

হেরি চণ্ডে নিপাতিত, কালী প্রতি মুণ্ড-দৈত্য
ধাইল তখন;
ক্রোধে দেবী খড়্গ-ধারে, ভূতলে পাড়িলা তারে,
করিয়া হনন। ২১

চণ্ড-মুণ্ড মহাবলে, নিপাতিত সেই কালে,
করি দরশন,—
হত-শেষ সৈন্য-দল, চৌদিকে ভয়-বিহ্বল,
করে পলায়ন। ২২

চণ্ড-মুণ্ড-শির লয়ে, চণ্ডিকার কাছে ধেয়ে
করিয়া গমন,—
কালিকা তখন তাঁরে, ঘোর অট্ট-হাস্য-ভরে,
কহিলা বচন;—২৩

"এই মহাপশু দুই— চণ্ড-মুণ্ডে আমি দিই,
তোমা উপহার
এই যুদ্ধ-যজ্ঞ-তরে, নিজে শুম্ভ-নিশুম্ভেরে
করহ সংহার। ২৪

কহিলেন ঋষি—২৫

তখন নিরখি সেই চণ্ড - মুণ্ড - দৈত্য দুই
এরূপে আনীত,
কল্যাণী চণ্ডিকা তায়, কহিলেন কালিকায়,
বচন ললিত ;—২৬

"চণ্ড-মুণ্ড-মুণ্ড লয়ে, আমার নিকটে ধেয়ে
আইলা যখন,
হে দেবি ! এ ত্রিভুবনে, হবে গো 'চামুণ্ডা' নামে,
খ্যাত এ কারণ।" ২৭

অষ্টম মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

চণ্ড দৈত্য হত, মুণ্ড নিপাতিত,
বিপুল - অসুর - বল - বিনাশে—
শুম্ভ দৈত্যপতি, প্রতাপিত অতি,
অধীর অন্তর রোষ-আবেশে,
সমর - কারণ উদ্যোগ তখন
করিতে অসুর-সৈন্যে আদেশে ;—২।৩

"সর্ব্ব সৈন্য লয়ে, অস্ত্র উত্তোলিয়ে,
যাউক্ এখনি দৈত্য ছিয়াশি ;
যাক্ নিজ বলে বেষ্টিত সকলে
—কম্বু-কুল-জাত দৈত্য চুরাশি। ৪

"যাউক্ তথায়, আমার আজ্ঞায়,
ধূম্র-বংশ-জাত শতেক দল ;
কোটিবীর্য্য - দৈত্য- কুলেতে আখ্যাত,
—যাউক্ পঞ্চাশ অসুর-বল। ৫

"কালক-দৌহৃত- বংশ-জাত যত,
মৌর্য্য-কালকেয় অসুর-গণ,
আমার আদেশে, সাজি রণ-বেশে,
করুক্ সত্বর সবে গমন।"৬

ভৈরব-শাসন দৈত্যেশ তখন,
এরূপ আদেশ প্রচারি তবে,
অনেক হাজার মহা সেনা-ভার,
হইয়া বেষ্টিত ধায় আহবে। ৭

চণ্ডিকা তখন, করি দরশন,
আসে দৈত্য-সৈন্য অতি ভীষণ,
কোদণ্ড-টঙ্কারে, পূরিলা সত্বরে,
ধরণী-গগণ-অন্তর-স্থান। ৮

তবে হে রাজন্! কেশরী তখন,
করিল অতীব ভীম গর্জ্জন;
অম্বিকা তখনি, করি ঘণ্টা ধ্বনি,
করিলা সে ধ্বনি আরো বর্দ্ধন। ৯

মহা শব্দ করি দিগাকাশ পূরি,
বিস্তৃত-বদনা কালিকা তবে—
ধনুর নিস্বনি, সিংহ-ঘণ্টা-ধ্বনি,
করিলা আচ্ছন্ন ভীম-আরাবে। ১০

দৈত্য-সৈন্যগণ, করিয়া শ্রবণ
সেই অট্টনাদ—রোষে মগন,
দেবী কালিকারে আর কেশরীরে
করিলা চৌদিকে সবে বেষ্টন। ১১

হেন অবসরে, দেব-হিত-তরে,
করিতে দেবারি-দৈত্য-নিধন,—
বিষ্ণু-গুহ-ভব- বিরিঞ্চি-বাসব,
—সে সব দেবতা-শকতিগণ;
তাঁদের শরীর হইতে বাহির,
—সমন্বিত-বীর্য্য-বলে তখন,
নিজ-নিজ-রূপে, চণ্ডিকা সমীপে,
আইলা ধাইয়া, ওহে রাজন্! ১২।১৩

যে দেবের রূপ হয় যেই রূপ,
ভূষণ-বাহন যেরূপ যাঁর,
সে দেব-শকতি যুঝিতে অরাতি,
আইলা ধরিয়া সেরূপ তাঁর। ১৪

কমণ্ডলু করে, অক্ষমালা ধ'রে,
আইলেন ব্রহ্মা শকতি যিনি,
আরোহিয়া রথ মরাল-যোজিত,
—ব্রহ্মাণী নামেতে আখ্যাতা ইনি। ১৫

বৃষ আরোহণে, আইলা সেখানে,
হন মহেশ্বর-শকতি যিনি,
মহা-ফণি-বালা অৰ্দ্ধ - চন্দ্রকলা
ভূষিত—ত্রিশূল-ঘোর-ধারিণী। ১৬

কুমার-শকতি— কুমার - আকৃতি
অম্বিকা ধাইয়া আইলা রণে,—
যুঝিতে অসুরে, শক্তি ধরি করে,
আরোহি সুন্দর শিখি-বাহনে। ১৭

বৈষ্ণবী আখ্যাতি বিষ্ণুর শকতি,
করি অধিষ্ঠান গরুড়োপরি,
আইলা সমরে, শঙ্খ-চক্র - করে,
গদা ধনু আর কৃপাণ ধরি। ১৮

যেই হরি - শক্তি, ধরেছিলা মূর্ত্তি
বরাহ অতুল—বেদের তরে,—
সে বারাহী-শক্তি, বরাহ - মূরতি
করিয়া ধারণ ধায় সমরে। ১৯

নারসিংহী খ্যাতি, নৃসিংহ - শকতি,
—নৃসিংহ সদৃশ মূরতি ধরি,
আইলা সে রণে, কেশর - তাড়নে,
নক্ষত্র-নিকর বিক্ষিপ্ত করি। ২০

অধিষ্ঠান করি, ঐরাবতোপরি,
ইন্দ্র-শক্তি ঐন্দ্রী আইলা তথা,
কুলিশ-ধারিণী, সহস্র - নয়নী,
—রূপে সে শকতি বাসব যথা। ২১

সেই সমুদয় সুর-শক্তি-চয়,
হইয়া বেষ্টিত ঈশান তবে,
ক'ন চণ্ডিকায়,— সংহার ত্বরায়,
মম প্রীতি তরে অসুর সবে। ২২

হইলা বাহির শকতি চণ্ডীর,
দেবীর শরীর হতে অমনি,—
মহা - উগ্রমূর্ত্তি, ভয়ঙ্করী অতি,
শত-শিবা-ধ্বনি বেষ্টিতা তিনি। ২৩

সর্ব্ব-জয় - শীলা চণ্ডিকা কহিলা,
ধূম্র-জটাজুট-ধারী মহেশে,—
"যাও, ভগবন্! দূত হয়ে মম,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য-সকাশে। ২৪

"অতীব দর্পিত, সেই দুই দৈত্য
শুম্ভ ও নিশুম্ভে কহিও ভাষে,—
আর যে সকল দানবের দল
সেথা উপস্থিত সমর-আশে ;—২৫

"যদি থাকে মন, বাঁচাতে জীবন,
পলাও তোমরা পাতালাগার;
করুন্ ভোজন হবি দেব-গণ,
লভুন্ বাসব ত্রিলোক-ভার। ২৬

"কিন্তু সবে যদি, বল-দর্পে মাতি,
রণ-অভিলাষ করহ আর,—
আইস তা' হলে; মম শিবা - দলে,
তৃপ্ত হ'ক মাংসে তোমা সবার।" ২৭

এরূপে শঙ্করী, নিজ দূত করি,
নিয়োজিলা সেই স্বয়ং শঙ্করে;
তাই 'শিবদূতী' নামেতে আখ্যাতি,
হইলা তাঁহার এই সংসারে। ২৮

মহা দৈত্যগণ, দেবীর বচন,
শঙ্কর সমীপে করি শ্রবণ,
ক্রোধেতে পূরিত, হইলা ধাবিত,
যেথা কাত্যায়নী ছিলা তখন। ২৯

প্রথমে তখন, সুর-অরি-গণ,
সম্মুখ-সংস্থিতা দেবীর প্রতি,
করিলা বর্ষণ, যত প্রহরণ,
শর-শক্তি-অসি রোষেতে অতি। ৩০

সে দেবী শঙ্করী, কোদণ্ড টঙ্কারি,
ঘোর-শর-জাল করি বর্ষণ,
সে ক্ষিপ্ত কুঠার- চক্র - শূল - শর,
করিলেন লীলা-ছলে ছেদন। ৩১

কালিকা তখন, করি বিদারণ
বৈরীগণে—শূল করি ক্ষেপণ,
খট্টাঙ্গের বলে বিদলি সকলে,
সম্মুখে দেবীর করে ভ্রমণ। ৩২

কমণ্ডলু - বারি, বরিষণ করি,
যে-যে-দিকে ধায় ব্রহ্মাণী তবে,
বল-বীর্য্য-হত, তেজ-বিরহিত,
করিলা অমনি অরাতি সবে। ৩৩

আর মাহেশ্বরী সে ত্রিশূল ধরি,
ধরিয়া বৈষ্ণবী চক্র আপন,
শক্তি-অস্ত্র ধরি কোপেতে কৌমারী,
—করেন নিধন দানব-গণ। ৩৪

নিক্ষেপি অশনি, ঐন্দ্রীও আপনি,
শত শত সেই দৈত্য-দানবে,
করে বিদারিত, ভূতলে পাতিত,
—রুধির-প্রবাহ বহিল তবে। ৩৫

তুণ্ডের প্রহারে বিদ্ধস্ত কাহারে,
কা'র করে বক্ষ দন্তাগ্রে ক্ষত,
চক্রে বিদারিত, ভূমে নিপাতিত,
করেন বারাহী অসুরে কত। ৩৬

বিদারি নখরে, কত বা অপরে
গ্রাসে নারসিংহী মহা অসুরে ;
ঘোরনাদ করি, দিগাকাশ ঘুরি,
লাগিলা ভ্রমিতে সেই সমরে। ৩৭

শিবদূতী রোষে, ঘোর অট্টহাসে,
সংহারি অসুরে পাড়ে ভূতলে ;
সে দেবী তখন, করিলা ভক্ষণ,
পতিত সে সব অসুর দলে। ৩৮

ক্রুদ্ধ মাতৃগণ, এরূপে মন্থন
করে নানা মতে অসুর দল ;
তা'দেখি তখন, করে পলায়ন,
যতেক দানব-সৈনিক-বল। ৩৯

পলায়ন - রত, হয়ে বিমর্দ্দিত
মাতৃগণ - করে দানব সব,--
হেরি ক্রোধভরে, আইল সমরে,
রক্তবীজ নামে মহা দানব। ৪০

দেহ হতে তার, রক্ত-বিন্দু-ধার,
হইল পতিত ভূমে যেমনি,—
তাহারি মতন, ধরায় তখন,
হইল উদ্ভব দৈত্য অমনি। ৪১

করে গদা ধরি, সে মহা সুরারি,
ইন্দ্র-শক্তি সনে করিল রণ ;
ঐন্দ্রীও তখন, বজ্রেতে আপন,
রক্তবীজে রণে করে তাড়ন। ৪২

কুলিশ-আহত তাহার ত্বরিত
হইল বাহির রুধির-ধার—
তা'হতে উদ্ভূত, হ'ল যোদ্ধা কত,
—সেরূপ আকৃতি-বল সবার। ৪৩

দেহ হতে তার, রক্ত বিন্দু-ধার,
যতই তখন হল পতিত,
তা' সম বিক্রান্ত, বল-বীর্য্যবন্ত,
ততই পুরুষ হইল জাত। ৪৪

শোণিত-সম্ভব পুরুষ সে সব,
করিল তখন ঘোর সমর—
সহ মাতৃ সবে, ভয়ঙ্কর-ভাবে,
নিক্ষেপি ভীষণ শস্ত্র-নিকর। ৪৫

যবে পুনরায়, অশনির ঘায়
হ'ল ক্ষত তার শির যেমনি—
রুধির বহিল,— তা' হতে জন্মিল
পুরুষ সহস্র কত অমনি। ৪৬

বৈষ্ণবীও তারে, চক্রের প্রহারে,
করিলা আহত সেই সমরে ;
ঐন্দ্রীও তখন, করিলা তাড়ন,
ধরি গদা সেই অসুরেশ্বরে। ৪৭

চক্রে বৈষ্ণবীর ছিন্ন সে অসুর,
তার রক্ত-স্রোত হতে তখন,
তাহার সমান জন্মিল মহান্
সহস্র অসুর ব্যাপি ভুবন। ৪৮

কৌমারী আসিয়া শক্তি আঘাতিয়া,
আঘাতিয়া আসি বারাহী তবে,
মাহেশ্বরী পরে ত্রিশূল - প্রহারে,
আঘাতিলা রক্তবীজ দানবে। ৪৯

সেও মহাসুর, রক্তবীজাসুর,
সমুদ্দীপ্ত হয়ে রোষের ভরে,—
তবে একে একে, সব মাতৃকাকে,
করিল আহত গদা-প্রহারে। ৫০

শক্তি-শূল যত অস্ত্রেতে আহত
সে অসুর হতে ধরণি-গায়—
যে স্রোত শোণিত হল প্রবাহিত,
শত শত দৈত্য জন্মিল তায়। ৫১

দৈত্য-রক্ত-জাত, সেই দৈত্য যত,
করিল ব্যাপৃত সর্ব্ব ভুবন ;
তাহাতে সকল দেবতার দল,
হল মহাভয়ে ভীত তখন। ৫২

সেই সুর-গণ, বিষাদে মগন,
হেরিয়া চণ্ডিকা ত্বরা তখন,—
কহিলেন পরে সেই কালিকারে,
"চামুণ্ডে ! বদন কর ব্যাদন। ৫৩

"মম শস্ত্র-পাত- প্রহার - সঞ্জাত
রক্ত-বিন্দু-জাত অসুর-গণে-
রক্ত-বিন্দু সহ, গ্রহণ করহ,
ত্বরা বেগভরে তুমি বদনে। ৫৪

"এই রূপে জাত, মহাসুর যত,
করিয়া ভক্ষণ বিচর রণে,
এরূপে এ দৈত্য, হলে ক্ষীণ-রক্ত,
লভিবে নিশ্চয় নিধন ক্ষণে :

ভক্ষণে তোমার, নাহি হবে আর
রণে উগ্র অন্য অসুর-গণে।"৫৫।৫৬

তাঁরে এ বচন কহিয়া তখন,
সেই দৈত্যে দেবী শূলেতে হানে ;
কালীও তখন করিলা গ্রহণ
রক্তবীজ-রক্ত নিজ বদনে। ৫৭

সে দৈত্য গদায়, দেবী চণ্ডিকায়,
করিল আঘাত তখন সেথা,—
গদার প্রহারে, সে দেবী-শরীরে,
না হল সঞ্চার কিঞ্চিৎ ব্যথা। ৫৮

কিন্তু সে আহত দৈত্য-দেহ-জাত
বিপুল রুধির হ'ল ক্ষরণ,—
যে রুধির ঝরে চামুণ্ডা সত্বরে
করিলা বদনে তাহা গ্রহণ। ৫৯

শোণিত পতনে, সে কালী-আননে,
জন্মিল যে মহা অসুর-গণ,
চামুণ্ডা সত্বরে, গ্রাসিলা সবারে,
—রুধির তাহার করিলা পান। ৬০

দেবীও তখন,— চামুণ্ডা যখন
রুধির তাহার করিলা পান,—

নাশে রক্তবীজে, শূল-শর-বজ্রে
প্রহারিয়া ঋষ্টি আর কৃপাণ। ৬১

সেই মহাসুর, রক্তবীজাসুর,
হইয়ে আহত অস্ত্র-নিকরে,
রক্তহীন হয়ে, যাইল পড়িয়ে,
ওহে মহীপাল! ধরণি'পরে। ৬২

তখন, রাজন্! সেই সুরগণ,
লভিলা অতুল আনন্দ প্রাণে;
দেব-দেহ-জাত, মাতৃগণ যত,
নাচিলা উন্মত্ত শোণিত-পানে। ৬৩

নবম মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলা নৃপতি—১

এই রক্তবীজ-সংহার-আখ্যানে
ওহে ভগবন্!
দেবীর চরিত্র- মাহাত্ম্য বিচিত্র,
আমায় আপনি করিলা কীর্ত্তন। ২

'করিল কি কাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভ
অতি ক্রোধান্বিত'—
অভিলাষ মম, শুনিবারে পুনঃ,
'এবে রক্তবীজ হইলে নিহত?' ৩

কহিলেন ঋষি—৪

অতুলিত কোপ করে শুম্ভ আর
নিশুম্ভ অসুর,—
রণে হলে হত রক্তবীজ দৈত্য,
হলে হত আর অন্য দৈত্য শূর। ৫

মহাসেনা - বল নিরখি নিহত
ক্রোধেতে মগন—
নিশুম্ভ তখন করিল ধাবন,
লইয়া প্রধান দৈত্য-সৈন্য-গণ। ৬

তাহার পশ্চাতে অগ্রে পার্শ্বদেশে
মহাসুর যত,
দংশি ক্রোধভরে, নিজ ওষ্ঠাধরে,
ধাইল করিতে দেবীরে নিহত। ৭

স্ববলে বেষ্টিত শুম্ভও বিক্রান্ত,
মাতৃগণ সনে
সমরে যুঝিয়া,— আইল ধাইয়া,
উদ্দীপ্ত ক্রোধেতে চণ্ডিকা-নিধনে। ৮

শুম্ভ ও নিশুম্ভে তবে দেবী সনে
হ'ল ঘোর রণ,
শর - বরিষণ, অতীব ভীষণ,
—যথা মেঘে-মেঘে বারি-বরিষণ! ৯

অসুর - নিক্ষিপ্ত শর করি ছিন্ন
শায়ক - নিকরে,
চণ্ডিকা বিবিধ, লইয়া আয়ুধ,
আঘাতিলা অঙ্গে দানব-ঈশ্বরে। ১০

ধরি তীক্ষ্ণ খড়্গ চর্ম্ম দীপ্তিময়
নিশুম্ভ তখন,
দেবীর বাহন— কেশরী - রতন,
শিরোপরে তার করিল তাড়ন। ১১

প্রহারি বাহনে, খুরপ্রে সে দেবী
ছেদিলা ত্বরায়
নিশুম্ভ-কৃপাণ শ্রেষ্ঠ খরশান,
সহ চর্ম্ম অষ্ট - চন্দ্র - ভূষাময়। ১২

ছিন্ন খড়্গ-চর্ম্ম ; নিক্ষেপে তখন
শক্তি সে অসুর,—
সম্মুখে আসিতে, দেবী চক্রাঘাতে
দ্বিখণ্ডে করিলা দৈত্য-শক্তি চূর। ১৩

তবে ধরে শূল নিশুম্ভ অসুর
—ক্রোধে প্রজ্বলিত,
মুষ্টির আঘাতে, সে দেবী ত্বরিতে,
আগত সে শূল করিলা চূর্ণীত। ১৪

তবে সে অসুর চণ্ডিকার প্রতি
করিয়া ঘূর্ণিত—
গদা নিক্ষেপিলে, দেবীর ত্রিশূলে
বিদীর্ণ সে গদা হল ভস্মীভূত। ১৫

কুঠার - করেতে সেই দৈত্যবর
হইলে ধাবিত,
প্রহারি তাহারে, শায়ক - নিকরে,
ধরাতলে দেবী করিলা পাতিত। ১৬

ভীম পরাক্রান্ত ভ্রাতা সে নিশুম্ভ
হইলে পতিত,
শুম্ভ দৈত্যপতি, ক্রুদ্ধ হয়ে অতি,
অম্বিকা-নিধনে হইল ধাবিত। ১৭

অতুলিত—অতি উচ্চ অষ্টভুজে
—দিব্য অস্ত্রধারী,
ব্যাপিয়া তখন অসীম গগণ,
সে দৈত্য শোভিত ছিল রথোপরি। ১৮

আসিছে সে হেরি, তবে শঙ্খ দেবী
করিলা বাদন ;
ধনুকেতে আর ছিলার টঙ্কার
অতীব দুঃসহ—করিলা তখন। ১৯

করিলেন পূর্ণ নিজ ঘণ্টা-স্বনে
সর্ব্ব দিগাকাশ ;
সমস্ত দনুজ- সেনা-বল-তেজ,
যা'হতে তখন হইল বিনাশ। ২০

তখন কেশরী করি মহানাদ
—করিল পূরিত
পৃথিবী, আকাশ, আর দিক দশ;
—মাতঙ্গ-মত্ততা যাহে বিদূরিত। ২১

উঠি লম্ফ দিয়া করিলা কালিকা
করেতে তাড়িত—
আকাশ-অবনি; যত পূর্ব্ব-ধ্বনি
—নিনাদে তাঁহার হল তিরোহিত। ২২

অতি অমঙ্গল ঘোর অট্টহাস
হাসে শিবদূতী,—
সে শব্দে ত্রাসিত হল দৈত্য যত,
—হল মহাক্রুদ্ধ শুম্ভ দৈত্যপতি। ২৩

"তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, দুরাত্মন্!" কহিলেন
অম্বিকা যখনি,
আকাশ-সংস্থিত, সুর-গণ যত,
জয়-জয়-ধ্বনি করিলা তখনি। ২৪

আসি শুম্ভ—নিক্ষেপিল যেই শক্তি
দীপ্তি ভয়ঙ্কর,—
বহ্নি-পুঞ্জ-ভাতি ধাবিত সে শক্তি,
'মহোল্কা'তে দেবী করিলা নিবার। ২৫

হল ব্যাপ্ত তবে শুম্ভ-সিংহনাদে
সর্ব্ব চরাচর,—
আচ্ছন্ন সে স্বর হল, ক্ষিতীশ্বর!
তার প্রতিঘাত-শব্দে ভয়ঙ্কর। ২৬

ছেদিলেন দেবী নিজ উগ্র শরে
শুম্ভ - মুক্ত - শর —
হাজার-হাজার— শত শত বার;
ছেদিলও শুম্ভ দেবী-ক্ষিপ্ত-শর। ২৭

তবে সে চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হয়ে শূলে
প্রহারিলা তারে;
হয়ে প্রহারিত, হইয়া মূর্চ্ছিত,
পড়িল সে শুম্ভ ভূমিতল'পরে। ২৮

নিশুম্ভ তখন লভিয়া চেতন
ধরি শরাসন,
কেশরী-কালীকে, আর সে দেবীকে,
আঘাতিল করি বাণ বরিষণ। ২৯

প্রকাশি অযুতভুজ দৈত্যপতি
—শুম্ভ দিতি - সুত,
তবে পুনরায়, দেবী চণ্ডিকায়,
চক্র - প্রহরণে করিল আবৃত। ৩০

তখন দুর্গম - বিপদ - নাশিনী
দুর্গা ভগবতী,
মহা রোষ - ভরে স্বশর - নিকরে,
ছেদিলা সে চক্র শায়ক-সংহতি। ৩১

নিশুম্ভ দানব তবে বেগে গদা
করিয়া গ্রহণ,
চণ্ডিকা নিধনে, দৈত্য-সেনাগণে
হইয়া বেষ্টিত ধাইল তখন। ৩২

দৈত্য-নিক্ষেপিত সে গদা চণ্ডিকা
ত্বরায় তখন,
ছেদিলা কৃপাণে— তীক্ষ্ণ খরশানে;
সে অসুর শূল করিল গ্রহণ। ৩৩

আইলে নিশুম্ভ অমর - মর্দ্দন
শূল ধরি করে,
তার বক্ষঃস্থলে, বেগে ক্ষিপ্ত শূলে
বিঁধিলেন তবে চণ্ডিকা সত্বরে। ৩৪

শূল-বিদারিত দৈত্য - হৃদি হতে
পুরুষ অপর—
মহা বলে বলী, মহা বীর্য্যশালী,
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলি হইল বাহির। ৩৫

উচ্চ-শব্দময় হাস্য করি দেবী
কৃপাণে তখন,
নিষ্ক্রান্ত সে বীর পুরুষের শির
ছেদিলা—হল সে ভূতলে পতন। ৩৬

ছিন্ন করি গ্রীবা তীক্ষ্ণ দন্তে তবে
ভক্ষিল কেশরী
দানব-সংহতি; কালী-শিবদূতী
গ্রাসিলা এরূপে অপর সুরারি। ৩৭

হয়ে ছিন্ন ভিন্ন কৌমারী-শক্তিতে,
কত মহাসুর
পলাইল দলে; মন্ত্র-পূত জলে,
করিলা ব্রহ্মাণী অন্য দৈত্যে দূর। ৩৮

পড়ে ছিন্ন হয়ে অসুর অপরে
মাহেশ্বরী-শূলে;
কেহ বা চূর্ণীত, হইয়া আহত
বারাহীর তুণ্ডে—পড়িল ভূতলে। ৩৯

বৈষ্ণবী-চক্রেতে খণ্ড খণ্ড হল
কত বা অসুর;
ঐন্দ্রী-হস্ত হতে মুক্ত-বজ্রাঘাতে,
হল দৈত্য কত সেইরূপে চূর। ৪০

কত হত হল—কতবা পলা'ল
মহারণ হতে ;
কালী, শিবদূতী, আর মৃগপতি,
করিলা ভক্ষণ অন্য কত দৈত্যে। ৪১

দশম মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

ভ্রাতা প্রাণ সম নিশুম্ভ-নিধন,
—নিধন দনুজ সেনাগণ,
শুম্ভ নিরখিয়ে, মহাক্রুদ্ধ হয়ে,
কহিলেক তবে এ বচন। ২

"কর পরিহার, দুর্গে! অহঙ্কার,
—দুষ্টা তুমি বল-অভিমানে;
লইয়া আশ্রয়, অন্য শক্তি-চয়,
যুঝিছ যে তুমি অতি মানে!"৩

কহিলেন দেবী—৪

"দ্বিতীয়া অপর, কে আছে আমার?
স্নধু একা আমি এ জগতে ;
এ সব শকতি, আমারি বিভূতি,
হের, দুষ্ট, পশিছে আমাতে !"৫

হইলা বিলয়, সেই সমুদয়
ব্রহ্মাণী - প্রমুখ দেবী যত—
সেই দেবী-দেহে ;— একমাত্র তাহে,
অম্বিকা রহিলা বিরাজিত। ৬

কহিলেন দেবী—৭

"বিভূতি বিস্তারি, বহু - মূর্ত্তি ধরি
ছিনু রণে,—স্থির হও তুমি ;—
সে রূপ আমার করিয়া সংহার
রহি রণে—এবে একাকিনী।"৮

কহিলেন ঋষি—৯

সুর-গণ আর অসুর নিকর
—সকলেতে হেরিল তখন,
দেবী—শুম্ভ আর, উভয় মাঝার,
বাধিল কি নিদারুণ রণ! ১০

শর - বরিষণে, শস্ত্র খরশানে,
অস্ত্রে আর অতি নিদারুণ,
তাঁদের মাঝার হইল আবার
সর্ব্ব - লোক - ভয়ঙ্কর - রণ ! ১১

অম্বিকা তখন, করিলা ক্ষেপণ,
শত শত দিব্য-অস্ত্র-জাল ;
দৈত্যেন্দ্র তাহারি প্রতিরোধ-কারী
প্রহরণে ভাঙ্গে সে সকল। ১২

সে দৈত্য-নিক্ষিপ্ত যত দিব্য অস্ত্র,
ভাঙ্গিলেন পরম - ঈশ্বরী—
লীলা-ছল করি, ভৈরব - হুঙ্কারি,
—অট্ট - অট্ট - নিনাদ উচ্চারি। ১৩

বর্ষি শত শর, সে মহা অসুর,
আচ্ছাদিল দেবীরে তখন ;
সে দেবীও তবে, ছেদিলেন কোপে,
শরজালে তার শরাসন। ১৪

ছিন্ন শরাসন— দৈত্যেন্দ্র তখন
শক্তি - অস্ত্র করিল গ্রহণ ;
চক্রেতে আঘাতি, কর-স্থিত শক্তি,
তবে দেবী করিলা ছেদন। ১৫

তবে লয়ে অসি— ভানু-তেজ-রাশি,
লয়ে চর্ম্ম—শত - চন্দ্র - যুত,
দৈত্য-অধিপতি, সে দেবীর প্রতি,
সেই কালে হইল ধাবিত। ১৬

আগত তাহার সেই খড়্গো—আর
রবি - কর - নির্ম্মল - ফলকে,
চণ্ডিকা তখনি ছেদিলা আপনি,
ধনুর্ম্মুক্ত নিশিত শায়কে। ১৭

তবে অশ্বহীন, সারথি - বিহীন,
হয়ে শুম্ভ ছিন্ন - শরাসন,
করিল গ্রহণ মুদ্গর ভীষণ,
করিবারে অম্বিকা - নিধন। ১৮

ছেদিলা তাহার ধাবিত মুদ্গর,
দেবী তীক্ষ্ণ বাণ বরষিয়া;
তবু দেবী প্রতি, ধায় দৈত্যপতি,
মহাবেগে মুষ্টি উত্তোলিয়া। ১৯

সে দৈত্য-প্রধান, করিল তখন
দেবী-হৃদে সে মুষ্টি-পাতন;
দেবীও তাহারে, করের প্রহারে,
বক্ষঃস্থলে করিলা তাড়ন। ২০

দৈত্যরাজ তায়, করতল - ঘায়,
হইয়া তখন অভিভূত—
পড়িল ধরণি ; আবার তখনি
সে দানব হইল উত্থিত। ২১

দেবীরে ধরিয়া, উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া,
সে অসুর উঠিল গগণে ;
চণ্ডিকাও তায়— রহি নিরাশ্রয়,
যুঝিলেন তবু তার সনে। ২২

তখন গগণে শুম্ভ-চণ্ডী-সনে,
প্রথমেতে হ'ল পরস্পর
বাহু-যুদ্ধ,—যায় সিদ্ধ - ঋষি - চয়
হয়েছিলা বিস্মিত অন্তর। ২৩

তবে বাহু-রণে, দৈত্য - শুম্ভ-সনে
যুঝিয়া অম্বিকা বহুক্ষণ,
তুলি উর্দ্ধোপরি, বিঘূর্ণিত করি,
ফেলে তারে ভূতলে তখন। ২৪

হইয়া নিক্ষিপ্ত— দুরাত্মা সে দৈত্য
ধরাতলে হইলে পতিত,—
করি অভিলাষ চণ্ডিকা-বিনাশ,
মুষ্টি তুলি হইল ধাবিত। ২৫

দেবী অতঃপরে, সমাগত হেরে
সেই সর্ব্ব - অসুর - ঈশ্বরে,
শূল-অস্ত্রে ভেদি, সে দানব-হৃদি,
—পাড়িলা তাহারে পৃথ্বী'পরে। ২৬

দেবী-শূলে ক্ষত— লভিয়ে পঞ্চত্ব,
হইল সে ভূতলে পতিত ;—
সমগ্র এ ধরা, সদ্বীপা সাগরা,
সঅচল করি বিচলিত। ২৭

হলে বিনাশিত দুর্ম্মতি সে দৈত্য,
সুনির্ম্মল হইল গগণ ;
হইল প্রসন্ন নিখিল ভুবন,
—মহা শান্তি লভিল তখন। ২৮

নিধনে তাহার, যেই বারিধর,
ছিল উল্কা - উৎপাত - শঙ্কিত—
হল শান্ত-ভাব ; প্রবাহিনী সব,
পূর্ব্ব - পথে হল প্রবাহিত। ২৯

শুম্ভ হলে হত, হর্ষ - পূর্ণ - চিত্ত
হইলেন সর্ব্ব - সুর - গণ ;

গন্ধর্ব্ব - নিকরে, সুললিত স্বরে,
গাহিলেক সঙ্গীত তখন ;
নাচিল অপ্সর ; গন্ধর্ব্ব অপর,
মনোহর করিল বাদন। ৩০।৩১

হয়ে অনুকূল বহিল অনিল,
প্রকাশিল সুপ্রভা তপন,
করিয়া ধ্বনিত শান্ত দিক্ যত
—প্রশান্ত জ্বলিল হুতাশন। ৩২

——ঃ*ঃ——

একাদশ মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

দেবী হতে হলে হত সে মহা অসুর-নাথ,
ইষ্ট-লাভে সিদ্ধ-আশ প্রফুল্ল-আনন
ইন্দ্র আদি সুর-গণ, অগ্রে করি হুতাশন,
করে স্তুতি কাত্যায়নী দেবীরে তখন। ২

সুপ্রসন্না হও, দেবি! নিখিল জগত্ প্রতি,
হে মাতঃ শরণাগত-সন্তাপ-হারিণি!
তুষ্টা হও, বিশ্বেশ্বরি! রক্ষহ এ বিশ্ব তুমি,
তুমি, দেবি! চরাচর-ঈশ্বরী আপনি। ৩

ব্রহ্মাণ্ড-আধার-রূপা হও মাগো তুমি একা,
তুমিই যে মহী-রূপে আছ অবস্থিত;
হে অনন্ত-বীর্য্যময়ি! বারি-রূপে করি স্থিতি
তুমিই এ সব লোক কর আপ্যায়িত। ৪

অনন্ত-প্রভাব-ময়া বৈষ্ণবী-শকতি তুমি,
হও বিশ্ব-বীজ, পরা-মায়া-স্বরূপিণী—
মোহিত এ সব যাহে ; হে দেবি! প্রসন্না হলে,
হও ভব-ধামে মুক্তি-কারণ আপনি। ৫

সর্ব্ব বিদ্যা হয়, দেবি! বিভিন্ন রূপ তোমারি,
তব অংশ-ভূতা হয় ভবে নারী সবে ;
মাতৃ-রূপে ব্যাপ্ত একা তুমি—হও স্তব্য-শ্রেষ্ঠা,
পরা উক্তি আছে কিবা—কি স্তুতি সম্ভবে ? ৬

তুমিই যখন সর্ব্ব-স্বরূপিণী,
করিলে তোমার স্তুতি—দেবী তুমি
হও স্বর্গ আর মুক্তি-প্রদায়িনী ;—
স্তুতি-তরে কিবা আছে মহা বাণী ? ৭

সকল জীবের হৃদয় মাঝারে
আছ অধিষ্ঠিত বুদ্ধি-রূপে তুমি ;
তুমিই প্রদান' স্বর্গ-মোক্ষ-ফল,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ৮

কলা-কাষ্ঠা-আদি কাল-স্বরূপেতে
হও পরিণাম-প্রদায়িনী তুমি ;
তুমি হও শক্তি বিশ্ব-ধ্বংস-কারী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ৯

সর্ব্ব - মঙ্গলের মঙ্গল - রূপিণী,
তুমি হও, শিবে! সর্ব্বার্থ-সাধিনী;
তুমি ত্রিনয়নী, আশ্রয়-রূপিণী,—
প্রণমি তোমায়—গৌরি! নারায়ণি! ১০

সৃজন - পালন - বিনাশ - কারণ-
শক্তি - স্বরূপিণী—তুমি সনাতনী;
তুমি গুণময়ী ত্রিগুণ-ধারিণী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ১১

যে শরণাগত যে দীন-কাতর—
তুমি মা তাদের ত্রাণ - পরায়ণী;
তুমিই সবার তাপ-বিনাশিনী;—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ১২

মরাল - যোজিত - বিমান - চারিণী
তুমি মা ব্রহ্মাণী - মূরতি - ধারিণী;
কুশ হতে পূত বারি-বরষিণী;—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ১৩

তুমি হও মহা - বৃষভ - বাহিনী,
ত্রিশূল - শশাঙ্ক - ভুজঙ্গ - ধারিণী;
তুমি মহেশ্বর - শক্তি - স্বরূপিণী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ১৪

বেষ্টিতা ময়ূর - কুক্কুট - নিকরে,
মনোরমা, মহা - শকতি - ধারিণী ;
বিরাজিতা তুমি কৌমারী-রূপেতে,—
প্রণমি তোমায়—দেবি ! নারায়ণি ! ১৫

শঙ্খ - চক্র আর গদা-শারঙ্গাদি
দিব্য - প্রহরণ - বিভূষিতা তুমি ;
হও গো প্রসন্না—বৈষ্ণবী-রূপিণি !—
প্রণমি তোমায়—দেবি ! নারায়ণি ! ১৬

উগ্র-মহা-চক্র তুমি মা ধারিণী,
দশনে ধরণী - উদ্ধার - কারিণী ;
তুমি হও, শিবে ! বরাহ-রূপিণী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি ! নারায়ণি ! ১৭

ত্রিভুবন - ত্রাণ করিবারে তুমি
—বধিতে দানবে উদ্যম - কারিণী—
ভীমা- নারসিংহী - মূরতি - ধারিণী,
প্রণমি তোমায়—দেবি ! নারায়ণি ! ১৮

মহা-বজ্র-ধরা, কিরীট-শোভিতা,
তুমিই প্রদীপ্ত - সহস্র - নয়নী ;
বৃত্র-প্রাণ-হরা ইন্দ্র-শক্তি তুমি,—
প্রণমি তোমায়—দেবি ! নারায়ণি ! ১৯

শিবদূতী-রূপে নাশিলে অসুরে
—তুমি মাগো মহা-শকতি-শালিনী ;
ঘোর-রূপা তুমি, ভীম-নিনাদিনী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ২০

তুমি সে দশনে ভীষণ - বদনা,
তুমি মা কপাল - মালা - বিভূষণী ;
তুমি মা চামুণ্ডে! মুণ্ড-বিমথিনী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ২১

তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, তুমি মহাবিদ্যা,
শ্রদ্ধা, স্বধা, পুষ্টি, মহারাত্রি তুমি ;
তুমি নিত্যা, মহা-অবিদ্যা-রূপিণী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ২২

বিভূতি, নিয়তি, তুমি সরস্বতী,
মেধা, শ্রেষ্ঠা তুমি, তামসী, শিবানি ;
হওগো প্রসন্না তুমি মা ঈশ্বরি!—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি! ২৩

সর্ব্ব-স্বরূপিণী, সর্ব্ব - শক্তিময়ী,
তুমি হও, দেবি! ঈশ্বরী সবার ;
ভয় হতে কর আমা সবে ত্রাণ,—
দেবি! দুর্গে! তোমা করি নমস্কার। ২৪

মাতঃ! ত্রিনয়ন-বিভূষিত এই
অতি মনোহর বদন তোমার,
সর্ব্ব-ভূত হতে রক্ষুক্ মোদের ;—
কাত্যায়নি! তোমা করি নমস্কার। ২৫

সর্ব্ব-দৈত্য-নাশী অতি ভয়ঙ্কর
ভীম-দীপ্তিময় ত্রিশূল তোমার,
ভয় হতে মাগো রক্ষুক্ মোদের ;—
ভদ্রকালি! তোমা করি নমস্কার। ২৬

যে ঘণ্টা-নির্ঘোষ ব্যাপিয়া ভুবন
দৈত্য-কুল-তেজ করিল হরণ,
পাপ হতে তাহা রক্ষুক্ মোদের—
পুত্রে যথা পিতা করয়ে রক্ষণ। ২৭

দৈত্য-রক্ত-মেদ-পঙ্কেতে চর্চ্চিত
কিরণ-প্রদীপ্ত কৃপাণ তোমার,
করুক্, চণ্ডিকে! মঙ্গল বিধান ;—
আমরা তোমারে করি নমস্কার। ২৮

তুষ্টা তুমি হও যদি বিনাশ অশেষ ব্যাধি,
সকল অভীষ্ট-কাম নাশ রুষ্টা হয়ে ;
তোমার আশ্রিত নরে বিপদ কভুনা ধরে,
আশ্রয় লভয়ে জীব তোমারি আশ্রয়ে। ২৯

নানা-রূপ রূপ ধরি— বহুভাগে ভিন্ন করি,
দেবি! আজি নিজ মূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ,
ধর্ম্ম-বৈরী দৈত্যদলে, হে অম্বিকে! বিনাশিলে;
—অন্যে কেবা পারে তাহা করিতে সাধন? ৩০

কেবা আছে তোমা বিনা— বিদ্যাতে শাস্ত্রেতে নানা,
—বিবেক-বিকাশী আদ্য-বাক্য-মাঝে আর?
মমত্ব-মোহ-গহ্বরে, কিম্বা মহা অন্ধকারে,
ঘুরায় বিষম কেবা এ বিশ্ব-সংসার? ৩১

যেথা সর্প বিষধর, যেথা রাক্ষস-নিকর,
অরাতি-সংহতি যেথা—যেথা দস্যু-দল,
যেথা ঘোর দাবানল, অথবা জলধি-তল,
—রহি সেথা রক্ষ তুমি এ বিশ্ব-মণ্ডল। ৩২

বিশ্বেশ্বরী হও তুমি, পালিছ বিশ্ব আপনি,
তুমি বিশ্বাত্মিকা—বিশ্ব করিছ ধারণ;
বিশ্বপতি-বন্দ্যা তুমি, বিশ্বের আশ্রয়-ভূমি
হয়—তোমা ভক্তি-ভরে বিনত যে জন। ৩৩

মোরা ভীত শত্রু-ভয়ে— রক্ষহ প্রসন্না হয়ে,
—এবে দেবি! দৈত্যে বধি রক্ষিলে যেমন;
মহা উপসর্গ যত— উৎপাত-বাধা-জনিত,
বিশ্ব-পাপ ত্বরা আর করহ দমন। ৩৪

দেবি ! বিশ্বার্ত্তি-হারিণি ! প্রসন্না হও আপনি
প্রণত সকলে ;
ত্রিলোক-বাসী-আরাধ্যা, হও মা তুমি বরদা
এ লোক-মণ্ডলে। ৩৫

কহিলেন দেবী—৩৬

হে সুর-মণ্ডলি ! আমি— হই বর-প্রদায়িনী ;
করহ কামনা
যে বর তোমরা চিতে, দিব তাহা বিশ্ব-হিতে,
—করহ প্রার্থনা। ৩৭

কহিলেন দেবগণ—৩৮

হে অখিলেশ্বরি ! মাতঃ ! ত্রিলোকের বাধা যত
—যাহে প্রশমিত,
যেই কর্ম্মে হয় হত মোদের অরাতি যত,
—কর তা' সাধিত। ৩৯

কহিলেন দেবী—৪০

বৈবস্বত মন্বন্তর— অষ্টাবিংশ যুগ তার
আসিবে যখন,
অন্য মহাসুর হয়ে— শুম্ভ ও নিশুম্ভ-দ্বয়ে
জন্মিবে তখন। ৪১

যশোদা-উদরে উরি, নন্দগোপ-গৃহে করি
জনম গ্রহণ,
হইয়া বিন্ধ্য-বাসিনী, নাশিব আমি তখনি
সে দৈত্য দুজন। ৪২

অতি রুদ্র মূর্ত্তি ধরি, পুনরায় অবতরি
মেদিনী - মণ্ডলে,
করিব আমি নিহত, 'বৈপ্রচিত' নামে খ্যাত
দানবের দলে। ৪৩

করিলে আমি ভক্ষণ, সেই মহা দৈত্যগণ
—উগ্র বৈপ্রচিত,
দাড়িম্ব - কুসুম সম, হবে রক্তে দন্ত মম
তখন রঞ্জিত। ৪৪

ত্রিদিবে দেবতা সবে, আর মর্ত্ত্য-লোকে তবে
মানব তখন—
স্তুতি-কালে সদা মোরে, 'রক্তদন্তা' নাম ক'রে
—করিবে কীর্ত্তন। ৪৫

পুনঃ শত বর্ষ ধ'রে, হলে অনাবৃষ্টি পরে
বারি-হীন ধরা,
হয়ে স্তুতা মুনি-চয়ে, অযোনি - সম্ভবা হয়ে
জনমিব ত্বরা। ৪৬

তখন শত নয়নে, করিব যে মুনিগণে
আমি নিরীক্ষণ,—
তাহাতে মনুজগণে, আমারে 'শতাক্ষী' নামে
করিবে কীর্ত্তন। ৪৭

নিখিল লোকে পোষণ করিব—যতেক দিন
বর্ষা নাহি হয়—
শাকে—দেহ-জাত মম— জীবন - ধারণ - ক্ষম,
ওহে দেব-চয়! ৪৮

তাহে আমি ধরাধামে, খ্যাতি 'শাকম্ভরী' নামে
লভিব তখন।
সেই কালে মহা দৈত্য— 'দুর্গ' নামে অভিহিত,
করিব নিধন ;—৪৯

'দুর্গাদেবী' এ আখ্যায়, হইবে বিখ্যাতি তায়
আমার তখন। ৫০

ঋষিগণ - ত্রাণ - তরে, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধ'রে
আমিই যখন,
হিমালয়ে পুনরায়, রাক্ষস - কুলের ক্ষয়
করিব সাধন ;—৫১

তখন তাপস যত, মূর্ত্তি করি অবনত
করিবেক স্তুতি,—

হইবে কীৰ্ত্তিত তায়, 'ভীমাদেবী' এ আখ্যায়
মম নাম-খ্যাতি। ৫২

'অরুণাখ্য' দৈত্য যবে ত্রিভুবনে ঘটাইবে
বিঘ্ন ভয়ঙ্কর,
ষটপদ্ অগণন ভ্রমরা - রূপ ধারণ
করি অতঃপর ;— ৫৩

ত্রিলোক-মঙ্গল-তরে, আমি সে মহা অসুরে
করিব সংহার ;
'ভ্রামরী' বলিয়া তবে, সদা স্তুতি লোক সবে
করিবে আমার। ৫৪

বিঘ্ন যত দৈত্য হতে উপজিবে হেন মতে
—যখনি যখনি,
সেই কালে অবতরি, করিব সংহার অরি
—তখনি তখনি। ৫৫

——§——

দ্বাদশ মাহাত্ম্য।

চণ্ডিকায় নমস্কার।

কহিলেন দেবী—১

এই স্তবে তুষিবে আমায়
হয়ে সমাহিত নিত্য যেই জন,
বাধা-বিঘ্ন সকল তাহার
সুনিশ্চয় আমি করিব হরণ। ২

'মধু আর কৈটভ'-নিপাত,
আর মহাসুর 'মহিষ'-নিধন,
সেরূপ 'নিশুম্ভ-শুম্ভ'-বধ,
যেই নরগণ করিবে কীর্ত্তন;—৩

অষ্টমী কি তিথি চতুর্দ্দশী
কিম্বা নবমীতে যেই নরগণ,
ভক্তি সহ এক-মনে মম
মাহাত্ম্য পরম করিবে শ্রবণ;—৪

না র’বে তাদের পাপ কিছু,—
পাপ-হেতু আর আপদ না র’বে,
না হইবে দরিদ্রতা কভু,
বান্ধব-বিয়োগ কিম্বা নাহি হবে। ৫

বৈরী-ভয় নাহি র’বে তার,
নাহি র’বে ভয় রাজা-দস্যু-হতে,
না রহিবে ভয় কদাচিৎ
সলিল - অনল - আয়ুধ - হইতে। ৬

এই হেতু সদা এক-চিতে
করিবে শ্রবণ অথবা পঠন,
এ মোর মাহাত্ম্য ভক্তিভরে,—
যে হেতু ইহাই মহা-স্বস্ত্যয়ন। ৭

উপসর্গ অশেষ - প্রকার—
মহামারী হ’তে যাহা সমুদ্ভূত,
সেইরূপ উৎপাত ত্রিবিধ,—
এ মম মাহাত্ম্যে হয় প্রশমিত। ৮

যে আলয়ে এ মাহাত্ম্য মম
হয় প্রতিদিন সম্যক্ পঠিত,
নাহি আমি ত্যজি সে ভবন,
সেই স্থানে আমি সদা বিরাজিত। ৯

পূজাকালে আর মহোৎসবে,
কিম্বা অগ্নিকার্য্যে আর বলিদানে,
এ সকল মাহাত্ম্য আমার
উচিত সতত শ্রবণ - পঠনে। ১০

জ্ঞানী কিম্বা জ্ঞানহীন-জনে,
করয়ে যদ্যপি পূজা - বলিদান—
কিম্বা যদি করে বহ্নি-হোম,
আমি করি তাহা প্রীতিতে গ্রহণ। ১১

বর্ষে বর্ষে শরৎ - ঋতুতে
মহা-পূজা মম করে যেই জন,
সে পূজায় ভক্তি - সহকারে
এ মাহাত্ম্য মম করিলে শ্রবণ ;—১২

প্রসাদে আমার নরগণ
সর্ব্ব - বিঘ্ন - হতে হইবে উদ্ধার—
হবে ধন - ধান্য - পুত্র - যুত,
নাহিক সংশয় ইথে কিছু আর। ১৩

শুনিলে মাহাত্ম্য এই মম—
শুভময় মোর জন্ম - বিবরণ,
আর মোর রণে পরাক্রম,
—হয় ভয়হীন পুরুষ সে জন। ১৪

শুনে যেই মাহাত্ম্য আমার—
সে নরের হয় রিপু-কুল-ক্ষয়,
হয় আর কল্যাণ-সাধন,
সংবৰ্দ্ধিত আর বংশ তার হয়। ১৫

সৰ্ব্বরূপ শান্তি-ক্রিয়া-কালে,
সেইরূপ আর দুঃস্বপ্ন-দর্শন—
কিম্বা উগ্র-গ্রহ-ব্যাধি-কালে,
করিবে আমার মাহাত্ম্য-শ্রবণ;—১৬

শান্তি হয় উদ্বেগ-নিচয়,
যায়; ভয়ঙ্কর গ্রহ-পীড়া যত,
ন দুঃস্বপ্ন দেখে নরগণ—
সুস্বপ্নে তাহাই হয় পরিণত; ১৭

বালগ্রহে হ'লে অভিভূত—
হয় সে শিশুর শান্তির কারণ,
মানবের সুহৃদ-বিচ্ছেদে—
করে সুখকর মিত্রতা-স্থাপন। ১৮

এ মাহাত্ম্য-পাঠে—হয় যত
দুৰ্ব্বৃত্ত-দলের মহা-বল-ক্ষয়,

হয় ইথে বিনাশ সাধিত
রাক্ষস - পিশাচ - ভূতযোনি - চয় ; ১৯
এ সব মাহাত্ম্য মম পাঠে
পারে সন্নিকটে রাখিতে আমায়। ২০

পশু-পুষ্প-অর্ঘ্য-ধূপে আর
হোমে, ভালরূপে ব্রাহ্মণ-ভোজনে,
অভিষেক দ্রব্যে, গন্ধ-দীপে,
অন্য নানাবিধ ভোগ্য-বস্তু-দানে,—২১

প্রতিদিন বৎসর ধরিয়া
পূজা হেতু মম জন্মে যেই প্রীতি,
একবার এ মহা মাহাত্ম্য
শুনালে আমায়—হয় সেই প্রীতি। ২২

এই মম জনম - কীর্ত্তন
করিলে শ্রবণ—হরে পাপ যত,
রোগে করে আরোগ্য-প্রদান,
ভূত-যোনি হতে করয়ে রক্ষিত। ২৩

দুষ্ট - দৈত্য - নিধন - ঘটিত
রণস্থলে যেই চরিত্র আমার,
করিলে শ্রবণ — মানবের
বৈরী হতে ভয় নাহি থাকে আর। ২৪

যেই স্তব করিলে তোমরা,
করিলা যে স্তব ব্রহ্মর্ষি-সংহতি,
যেই স্তব করিলা বিধাতা,
—সেই সব স্তবে দেয় শুভমতি। ২৫

দস্যুদলে বেষ্টিলে প্রান্তরে,
অরণ্যে বেষ্টিত হলে দাবানলে,
অথবা নির্জ্জন শূন্যস্থানে
হইলে আক্রান্ত অরাতির দলে,—২৬

সিংহ-ব্যাঘ্র পশ্চাৎ ধাইলে,
ধাইলে বা বনে বনহস্তী-দলে,
বধ্য হলে ক্রুদ্ধ রাজাদেশে,
অথবা হইলে আবদ্ধ শৃঙ্খলে,—২৭

রহি পোতে মহার্ণব-মাঝে
বিঘূর্ণিত হলে প্রভঞ্জন-বলে,
কিম্বা কভু অতি নিদারুণ
সংগ্রাম-সময়ে শস্ত্র-পাত-কালে, ২৮

ঘোরতর সর্ব্ব বিঘ্ন-কালে
হইলে ব্যথিত বেদনা-পীড়নে,—
হয় নর বিমুক্ত সঙ্কটে,
—আমার এ হেন মাহাত্ম্য-স্মরণে। ২৯

মোর এই মাহাত্ম্য-স্মরণে—
সিংহ আদি জন্তু দস্যু-বৈরীগণ,
আমারি এ প্রভাব হইতে
দূরদেশে সবে করে পলায়ন। ৩

কহিলেন ঋষি—৩১

এ বচন কহি ভগবতী
সে চণ্ডিকা চণ্ড-বিক্রম-শালিনী,
দর্শক - দেবতা - সমক্ষেতে
অন্তর্হিতা সেথা হইলা তখনি! ৩:

নষ্ট - শত্রু সেই সুর-গণ
নির্ভয় সকলে হইয়া তখন,
পূর্ব্বমত ভুঞ্জি যজ্ঞ - ভাগ
স্ব-স্ব-অধিকার করিলা গ্রহণ। ৩৩

বিশ্ব - ধ্বংসী অতুল - বিক্রমী
সুরারি সে শুম্ভে অতীব ভীষণ,
আর সে নিশুম্ভে মহাবলী,
দেবী রণস্থলে করিলে নিধন,
রণ - শেষ অসুর - সংহতি
পাতাল - প্রবেশ করিল তখন। ৩৪।৩৫

আর সেই দেবী ভগবতী
হ'লে(ও) নিত্যা তিনি—তবু হে রাজন!
পুনঃ পুনঃ হয়ে আবির্ভূত,
জগত্ - সংসার করেন পালন। ৩৬

মোহিত করেন বিশ্ব তিনি,
তিনিই করেন এ বিশ্ব প্রসব;
দেন তিনি—করিলে প্রার্থনা—
তুষ্টা হয়ে তত্ত্ব জ্ঞান ও বৈভব। ৩৭

মহাপ্রলয়ের কালে তিনি
মহাকালী-রূপা—ওহে নরবর!
মহামারী - স্বরূপ ধরিয়া
হন ব্যাপ্ত এই সর্ব্ব - চরাচর। ৩৮

লয় কালে তিনি মহামারী,
জন্মহীনা—হন সৃষ্টি-রূপা তিনি,
স্থিতি-কালে সর্ব্ব-ভূত-প্রাণী
করেন পালন তিনি সনাতনী। ৩৯

অভ্যুদয়ে মানবের গৃহে
হন তিনি লক্ষ্মী—বৃদ্ধি প্রদায়িনী,
সেইরূপ তিনিই অভাবে
বিনাশ-কারিণী অলক্ষ্মী-রূপিণী। ৪০

গন্ধ পুষ্প ধূপ আদি দানে—
করিলে তাঁহার পূজা আর স্তুতি,
দেন তিনি সম্পদ - সন্তান,
আর দেন তিনি ধর্ম্মে শুভ-মতি। ৪১
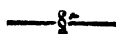
ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য।

চণ্ডীকায় নমস্কার।

কহিলেন ঋষি—১

এই অতি শ্রেষ্ঠ দেবীর মাহাত্ম্য,
করিনু কীর্ত্তন তোমা, হে রাজন!
এ প্রভাবময়ী হন সেই দেবী,
—যাঁহা হতে হয় এ বিশ্ব-ধারণ; ২
বিষ্ণু-ভগবান্‌-মায়া তিনি হন,
—তাঁহা হতে লাভ হয় তত্ত্ব-জ্ঞান। ৩

তুমি, এই বৈশ্য, কিম্বা জ্ঞানী যত,
অথবা অপর যে আছে যেথায়,
আছ এবে মুগ্ধ, আছিলে মোহিত
পাইবেও মোহ তাঁ'হতে নিশ্চয়। ৪

ওহে মহারাজ! করহ গ্রহণ
সেই সে পরম - ঈশ্বরী - শরণ;
আরাধিলে তাঁরে, তিনিই মানবে,
স্বর্গ মোক্ষ-ভোগ করেন প্রদান। ৫

কহিলেন মার্কণ্ডেয়—৬

সুরথ ভূপতি, সে বৈশ্য সম
আছিলা বড়ই বিষাদিত মন—
রাজ্য-আদি-নাশে মমতা - আবেশে;
—শুনি সে ঋষির এ সব বচন,
করি প্রণিপাত সেই মহাভাগ
তীব্র - ব্রতাচারী ঋষিরে তখন,
ওহে মহামুনে! তখনি দুজনে,
তপস্যা - উদ্দেশে করিলা গমন। ৭।৮

অম্বিকা - দর্শন করিয়া মনন,
তটিনী - পুলিনে করি অবস্থিতি,
মহা দেবীসূক্ত করি তবে জপ,
—আরম্ভিলা তপ বৈশ্য - নরপতি। ৯

সে নদী-পুলিনে, গঠিয়ে দুজনে
মৃণ্ময়ী - মূরতি দেবীর তখন,
করি অগ্নিহোম, দিয়া পুষ্প - ধূপ,
করিলা তাহারা দেবী - আরাধন। ১০

হয়ে নিরাহার— কভু স্বল্পাহার
সংযমি ইন্দ্রিয় তদ্‌গত-মনে,
করিয়া নিঃসৃত, নিজ গাত্র-রক্ত
দিলা বলি তবে তাহারা দুজনে। ১১

সংযত-হৃদয়ে, করিলে এরূপে
তিন বর্ষ-কাল দেবীর সাধন,
তুষ্টা হয়ে দেবী— চণ্ডী জগদ্ধাত্রী,
প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলা বচন। ১২

কহিলেন দেবী—১৩

প্রার্থহ যা' তুমি, ওহে নৃপমণি
চাহ তুমি যাহা, হে বৈশ্য-নন্দন!
হইয়া সন্তুষ্ট দিব সে সমস্ত
—আমার নিকট কর তা' গ্রহণ। ১৪

কহিলেন মার্কণ্ডেয়—১৫

মাগিলা এ বর,— তবে নৃপবর
"পর-জন্মে ভোগ রাজত্ব অক্ষয়,
ইহ-জন্মে আর নিজ রাজ্য-লাভ
—বৈরী-কুল-বল বলে করি ক্ষয়।" ১৬

মাগিলা এ বর,— তবে বিজ্ঞবর
বৈশ্য সেই—ছিলা বিষাদিত মন,
"মহা তত্ত্ব-জ্ঞান— যাহা অভিমান-
'আমার-আমি এ' -আসক্তি-নাশন।" ১৭

কহিলেন দেবী—১৮

অতি অল্প দিনে, ওহে নরপতে!
প্রাপ্ত হবে তুমি নিজ রাজ্য-ভার;
সে রাজ্যে তখন, বধি বৈরী-গণ,
অক্ষয় রাজত্ব হইবে তোমার। ১৯।২০

হলে মৃত পরে, দেব সূর্য্য হতে
জনম আবার করিবে গ্রহণ,
বিখ্যাত হইবে এ মর্ত্ত্য-ভুবনে
সাবর্ণিক মনু নামেতে তখন। ২১।২২

ওহে বৈশ্যবর! তুমি যেই বর
আমার সকাশে করিলে মনন,
দিলাম সে বর সিদ্ধির কারণ,
হইবে তোমার লাভ দিব্য-জ্ঞান। ২৩।২৪

কহিলেন মার্কণ্ডেয়—২৫

দেবী এইরূপে, তাঁদের দুজনে,
দিইলেন বর যেরূপ বাঞ্ছিত;
তাহারা তুষিলে স্তবে ভক্তি-ভরে,
হইলা তখনি দেবী অন্তর্হিত। ২৬।২৭

দেবীর সকাশে, এ বর লভিয়ে,
ভূপতি সুরথ ক্ষত্রিয় - ভূষণ,
হইবেন মনু নামেতে সাবর্ণি,
—সূর্য্য হতে করি জনম - গ্রহণ। ২৮।২৯

মার্কণ্ডেয় পুরণান্তর্গত

দেবী-মাহাত্ম্য

পরিশিষ্ট

মাহাত্ম্য ।

পূর্ব্ব ভাষ।

চণ্ডীর এই পদ্যানুবাদ উপলক্ষে মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। আমি এস্থলে তাহা বলিবার অভিপ্রায় করিয়াছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, এই অনুবাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ—তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

চণ্ডী আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ধর্ম্মগ্রন্থের যতই প্রচার হয়—ততই মঙ্গল। মূলচণ্ডী হিন্দুর গৃহে পূজা-পার্ব্বণে পঠিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু অল্প লোকেই তাহার অর্থ গ্রহণ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থের আবৃত্তি অপেক্ষা, অর্থ গ্রহণ যে সমধিক ফলপ্রদ, তাহা আর বলিতে হইবে না। এক্ষণে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই সংস্কৃত জানেন না। সুতরাং যাঁহারা চণ্ডীর অর্থগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, মূলগ্রন্থের অনুবাদ পড়িয়া তাঁহাদের প্রায়ই সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হয়। ভাষা গদ্যানুবাদ কখন সুখ-পাঠ্য হয় না। ছন্দ-সুর-তালের কি এক অদ্ভুত প্রাণস্পর্শী মোহিনী শক্তি আছে—ছন্দ ও সুরের সহিত অর্থ ও ভাবের কি এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে যে, সুর ও ছন্দের সহিত কোন কথা বলিতে পারিলে, তাহা বড় হৃদয়-গ্রাহী হইয়া অন্তরে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়;—গদ্যে তাহা সম্ভব হয় না। এইজন্য বোধহয় আমাদের সকল শাস্ত্রগ্রন্থই ছন্দে রচিত। এইজন্যই চণ্ডীর সুখ-পাঠ্য পদ্যানুবাদের প্রয়োজন।

কিন্তু সহজ ও সাধারণের পাঠ্য পদ্যানুবাদ কেবল বর্ণানুবাদ হইলেই হয় না। অনুবাদে স্বধু শব্দ-প্রয়োগ-কৌশল বা Literary gymnasticsএর পরিচয় দেওয়াই যথেষ্ট নহে। মূলে যে মাধুর্য্য—যে লালিত্য—যে প্রাণ থাকে, মূলের যে মোহিনী শক্তি থাকে, অনুবাদে তাহা যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হয়; অথচ মূলের সহিত যতদূর ঐক্য রাখা সম্ভব—তাহারও বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়

এ পর্য্যন্ত চণ্ডীর দুইখানি পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়। তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুবাদ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। আর কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের অনুবাদ, অক্ষরানুবাদ বলিয়া, সাধারণের পাঠোপযোগী নহে।

সুতরাং চণ্ডীর সাধারণের পাঠ্য পদ্যানুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে,—প্রথমে আমার এই ধারণা হয়। এইজন্য অনধিকার সত্বেও, আমি চণ্ডীর অনুবাদে প্রবৃত্ত হই, ও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদও করি। পরে আমার সোদর-সদৃশ স্নেহাস্পদ আত্মীয় শ্রীমান্ মহেন্দ্র নাথ মিত্রকে এই অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। মহেন্দ্র কর্তৃক এই অনুবাদ, আমি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছি। আমার বিবেচনায় ইহা অধিকাংশ স্থলেই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা আমি প্রথমে আশা করি নাই। যাহা হউক, এই অনুবাদের দোষ-গুণ বিচার করিবার আমার অধিকার নাই।—সে বিচার-ভার পাঠকের।

এক্ষণে মূল চণ্ডী-গ্রন্থ সম্বন্ধে—চণ্ডীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, এস্থলে যাহা উল্লেখের প্রয়োজন—তাহাই বলিতে আরম্ভ করিব।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

——০:০——

চণ্ডী-মাহাত্ম্য।

—§—

চণ্ডী—হিন্দুর, বিশেষতঃ শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দু মাত্রেই চণ্ডীর বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। চণ্ডীতে অনেক নূতন দার্শনিক তত্ত্বের, ও মূল ধর্ম্ম-তত্ত্বের অবতারণা আছে। চণ্ডীর উপাখ্যানে ও স্তোত্রে অনেক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। আমি এস্থলে সে সকল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে হিন্দুর নিকট চণ্ডীর কেন এত আদর—এত সম্মান—এত পূজা, কেন চণ্ডী আমাদের এক প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ—তাহা বুঝিতে পারিব।

হিন্দুর প্রায় সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মেই চণ্ডী-পাঠ বিহিত। চণ্ডীতেই উক্ত হইয়াছে—

"পূজাকালে আর মহোৎসবে,
কিম্বা অগ্নিকার্য্যে আর বলিদানে,
এ সকল মাহাত্ম্য আমার
উচিত সতত শ্রবণ-পঠনে।

* * *

সর্ব্বরূপ শান্তি-ক্রিয়া-কালে,
সেইরূপ আর দুঃস্বপ্ন-দর্শন—
কিম্বা উগ্র-গ্রহ-ব্যাধি-কালে,
করিবে আমার মাহাত্ম্য-শ্রবণ।"

চণ্ডী-পাঠের ফলও অসীম। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

"না র'বে তাদের পাপ কিছু,—
পাপ-হেতু আর বিপদ না র'বে,
না হইবে দরিদ্রতা কভু,
বান্ধব-বিয়োগ কিম্বা নাহি হবে।
বৈরী-ভয় নাহি র'বে তার,
নাহি র'বে ভয় রাজা দস্যু হতে,
না রহিবে ভয় কদাচিৎ,
সলিল - অনল - আয়ুধ হইতে।"

এই চণ্ডী-পাঠের ফল "বারাহী-তন্ত্রেও" বর্ণিত আছে তাহার শেষে আছে—

"চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তি পাঠাৎ সর্ব্বাঃসিদ্ধন্তি সিদ্ধয়ঃ।"

যেখানে চণ্ডী-পাঠ হয়, কথিত আছে—জগন্মাতা চণ্ডী সেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। ইহাও চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

"এ সব মাহাত্ম্য মম পাঠে,
পারে সন্নিকটে রাখিতে আমায়।"

শাক্ত সম্প্রদায় চণ্ডী-পাঠের এইরূপ অসীম ফলের কথা বিশ্বাস করেন। এইজন্য প্রত্যেক শাক্তের গৃহে পূজা পার্ব্বণে—সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মেই চণ্ডী-পাঠ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, চণ্ডীর শ্লোক মন্ত্র-রূপে উচ্চারিত হয়। তন্ত্রে আছে—

"তস্মিন্ দেব্যা স্তবে পুণ্যে মন্ত্রাঃ সপ্তশতং শিবে।"

বেদ যেমন মন্ত্র-রূপে উচ্চারিত হইত, চণ্ডীও সেইরূপ মন্ত্র-রূপে পাঠ করিতে হয়। বেদ-পাঠে এক্ষণে অল্প লোকেই সমর্থ। এখন

বেদের পরিবর্ত্তে, শাক্তগণ চণ্ডী-পাঠই করিয়া থাকেন। বৈদিক যজ্ঞকালে যেমন বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত ও উদ্‌গীত হইত, এক্ষণে পূজা-পার্ব্বণে সেইরূপ চণ্ডী-পাঠ হইয়া থাকে। বৈদিক ভারত এখন তান্ত্রিক হইয়াছে।—বেদ-প্রধান ভারতবর্ষ এখন চণ্ডী-প্রধান হইয়াছে। ভারতবর্ষ হিন্দু-প্রধান দেশ। এক্ষণে এই ভারত-বর্ষে বোধহয় শাক্তের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং চণ্ডী-পাঠের কিরূপ বহুল বিস্তার—তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

চণ্ডী যে কেবল পূজা-পার্ব্বণে স্বস্ত্যয়নে পঠিত হয়—তাহা নহে। এমন অনেক হিন্দু আছেন, যাঁহারা প্রত্যহ অন্ততঃ এক-বারও চণ্ডী-পাঠ করিয়া থাকেন। বোধহয়, জগতে কোন গ্রন্থই নাই—যাহা সমগ্র এতবার পঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে ধর্ম্ম-জগতে চণ্ডীগ্রন্থের স্থান কত উচ্চে—তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

যে গ্রন্থ এত অধিক পঠিত হয়-- যাহার পাঠে এত অধিক ফল হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, সে গ্রন্থ-পাঠের বিধানেরও বড় বাঁধাবাঁধি আছে। "চিদাম্বর-তন্ত্রে" চণ্ডীপাঠ-বিধান সম্বন্ধে, মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রতি ব্রহ্ম-বাক্য যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই

"অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিত॥"

চণ্ডী-পাঠের পূর্ব্বে চণ্ডী-গ্রন্থকে আধারে স্থাপন করিতে হয়। প্রথমে চণ্ডীর পূজা ধ্যান করিয়া অর্গল পাঠ করিতে হয়; তাহার পর চণ্ডীর ধ্যান করিয়া কীলক ও কবচ পাঠ করিতে হয়; আবার দেবীর ধ্যান করিতে হয়। ইহা ব্যতীত "দেবী-সূক্ত" জপ

করিতে হয়। এইরূপ উপক্রমের দ্বারা যখন চণ্ডী-পাঠের জন্য মন প্রস্তুত হয়; তখন চণ্ডী-পাঠের সংকল্প করিয়া শুদ্ধচিত্তে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। স্ফুট-বাক্য উচ্চারণ করিয়া চণ্ডী পাঠ করাই নিয়ম।

চণ্ডী-পাঠের এতই বাঁধাবাঁধি। আবার যিনি চণ্ডী পাঠ করেন, তাঁহাকে একাগ্র চিত্তে পড়িয়া যাইতে হইবে; অধ্যায়ের মধ্যে কোথাও পাঠ বন্ধ করিলে চলিবে না। চণ্ডী পাঠে যদি কোথাও কোন ভুল হয়, তবে গৃহস্থ সর্ব্বনাশ হইল মনে করেন। সেই আপদ দূর করিবার জন্য, তাঁহাকে স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া কোনরূপে মনকে প্রবোধ দিতে হয়। ইহা ব্যতীত, যিনি চণ্ডী পাঠ করেন, তাঁহাকে প্রতিবার পাঠ সমাপ্ত করিয়া—

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেং।
পূর্ণং ভবতু তং সর্ব্বং ত্বং প্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

প্রভৃতি প্রার্থনা করিতে হয়।

এস্থলে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চণ্ডী হিন্দুর নিকট কিরূপ পূজিত—হিন্দু চণ্ডীকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যে চণ্ডীর স্থান ধর্ম্ম-জগতে এত উচ্চে, তাহাতে কি আছে—তাহা আমাদের সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। চণ্ডীতে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝান আছে, চণ্ডীর ধর্ম্ম-তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি কি—তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে সে সকল কথা বিস্তারিত বলিবার স্থান নাই। এই চণ্ডী-গ্রন্থে কি আছে, তাহাই কেবল এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব মাত্র।

আমরা এস্থলে চণ্ডীর মূল তত্ত্বগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব বটে,

কিন্তু চণ্ডীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কেন না, ধর্ম্মগ্রন্থের সমালোচনা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা সেই গ্রন্থোক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসবান্, তাঁহারা প্রায়ই নিরপেক্ষ সমালোচনা করেন না, অথবা করিতে পারেন না। আর যাঁহারা সেই ধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ নহেন, সমালোচনা-কালে তাঁহারা অনেক সময়ে অযথা দোষানুসন্ধান করেন। ধর্ম্মগ্রন্থের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচনা কদাচিৎ সম্ভব;—আর সম্ভব হইলেও, তাহা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করিতে পারে। এ নিমিত্ত এরূপ সমালোচনা কর্ত্তব্য নহে।

তাহার পর, হিন্দুর নিকটে ' ধর্ম্ম '—অন্তরের সামগ্রী। ধার্ম্মিক কখন ধর্ম্মকে বাহিরে দেখাইতে চাহেন না।—যেমন হিন্দু কুল-বধূকে অন্দরের বাহিরে দেখিলে ব্যথিত হন, তেমনই নিজের ধর্ম্ম-মতও বাহিরে সমালোচিত হইতে দেখিলে, হিন্দু দুঃখিত হইয়া থাকেন। হিন্দু মাত্রেই কখন নিজ ইষ্ট-দেবতার নাম প্রকাশ করেন না—বীজ-মন্ত্র উচ্চারণ করেন না—গুরুর নাম মুখে আনেন না। হিন্দু অন্তরে তান্ত্রিক হইয়াও " সভায়াং বৈষ্ণব-মাচরেৎ " বলিয়া, তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্ম-মত অন্তরের অন্তুতম স্থানে লুকাইয়া রাখেন। হিন্দু গোপনে নির্জ্জনে উপাসনা করেন; দলবদ্ধ হইয়া সভায় বসিয়া কখন উপাসনা করেন না। সুতরাং হিন্দুর নিকট তাঁহার ধর্ম্ম-মত সমালোচনা, কখন আদৃত বা উপাদেয় হইতে পারে না। আর সেই সমালোচনা প্রশংসা-মূলকই হউক, কিম্বা দোষানুসন্ধান-প্রবৃত্তি-মূলকই হউক, সকল প্রকারেই তাহা হিন্দুর নিকট দূষনীয়। এ কারণ আমরা এস্থলে চণ্ডী-গ্রন্থের সমালোচনা করিব না; চণ্ডীতে কি আছে, এস্থলে তাহাই উল্লেখ করিব মাত্র।

ধর্ম্ম-মত সমালোচনা না করিবার অন্য কারণও আছে। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে, সেই কথা বুঝা যাইবে না। আমাদের দেশের প্রায় সকল দার্শনিক ও আধুনিক প্রধান পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব লাভ করিবার উপায় নাই। সে কারণ কোন ধর্ম্ম-মত সমালোচনায় বিশেষ ফল নাই—তাহার দ্বারা কোন বিশেষ সত্য আবিষ্কার করা যায় না।

এই চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ মূলতঃ ত্রিকাল-দর্শী মার্কণ্ডেয় ঋষি-প্রোক্ত। সেই ঋষি-প্রোক্ত চণ্ডী-মাহাত্ম্য পরে অন্য কর্তৃক লিপি-বদ্ধ হইয়াছিল, ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু কে ইহা প্রথমে লিপিবদ্ধ করেন—কোন সময়েই বা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার আর উপায় নাই।

তবে এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, চণ্ডী অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মূল মহাভারতের পরে রচিত। কেন না, মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথমেই মহাভারত সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গীতা—চণ্ডীর পূর্ব্ব-বর্ত্তী গ্রন্থ। গীতা—মহাভারতের অন্তর্গত; ইহা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ নহে। সে কথা এখানে প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। মহাভারত যখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তখন বলিতেই হইবে যে চণ্ডী গীতার পরে রচিত। কত পরে রচিত, তাহা এক্ষণে আর নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

চণ্ডীর সহিত গীতার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। চণ্ডীতে 'নন্দ-

যশোদার' কথাও উল্লিখিত আছে। তাহার পর দেখা যায় যে, গীতা যেমন বৈষ্ণবদের—চণ্ডীও তেমনই শাক্তদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। আমরা দেখিতে পাই, গীতার ন্যায় চণ্ডীতেও সাত শত শ্লোক থাকা স্বীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কেবল শ্লোক হিসাবে ধরিলে, চণ্ডীতে সর্ব্বসমেত ৫৭৯ শ্লোক আছে। তবে ইহাকে সপ্তশতী মন্ত্র-গ্রন্থ করিবার জন্য, ইহাতে সাত শত শ্লোক থাকা কল্পনা করা হইয়াছে; এবং চণ্ডীর 'উবাচ' প্রভৃতিকে এক একটী স্বতন্ত্র শ্লোক ধরিয়া, তবে সপ্তশত শ্লোক পূরণ করা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। আবার অন্য দিকে এসম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, গীতার অনুকরণে যে চণ্ডীতে এইরূপ সাত শত শ্লোক কল্পনা করা হইয়াছে—ইহা বলিবার কোন কারণ নাই। কেন না, মন্ত্র-রূপে যে কয়েকটি কথা যেখানে একবারে বা একাধিক ক্রমে উচ্চারণ করিতে হয়—সেখানে সে কয়েকটি কথাই একটি মন্ত্র-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই ভাবে গণনা করিয়া চণ্ডীতে সাত শত মন্ত্র পাওয়া যায় বলিয়া, চণ্ডীকে সপ্তশতী বলা হইয়াছে।

চণ্ডী-রচনার কাল-নির্ণয় করিবার, এখন আর উপায় নাই বলিয়া বোধ হয়। তবে চণ্ডী যে কালেই রচিত হউক, ইহা যে অমর—চিরকালের সম্পত্তি—সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি, তাহা নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। চণ্ডী-গ্রন্থ কালের কোন্ অদৃষ্ট অজ্ঞাত দ্বার দিয়া আসিয়াছে—তাহা আমরা জানি না বটে, যে স্রোতস্বিনী অমৃত-বারি দান করিয়া জনপদ-বিশেষকে স্বর্ণ-প্রসবিনী করিয়াছে—তাহার মূল-উৎপত্তি-স্থান আমরা খুঁজিয়া পাই না বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এইরূপ

অমর গ্রন্থ সম্বন্ধে, আমাদের কাল-নির্ণয়-প্রবৃত্তি-কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি হইলে—বিশেষ ক্ষতি নাই। যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন কালের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরতা লাভ করিয়াছে, সে সকল মহাগ্রন্থ চিরকালের সম্পত্তি। যতদিন হিন্দুজাতি থাকিবে—যতদিন ভাষা থাকিবে—এমন কি যতদিন মানবজাতি থাকিবে, ততদিন সেই সকল মহাগ্রন্থের লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চণ্ডী—ধর্ম্মগ্রন্থ-স্বরূপে সমালোচ্য নহে। সেইজন্য কাব্য-স্বরূপেও চণ্ডীর সমালোচনা অকর্ত্তব্য। অবশ্য চণ্ডীতে কাব্যাংশে প্রশংসার বিষয় যথেষ্ট আছে; কিন্তু চণ্ডী কাব্য নহে—ধর্ম্ম-গ্রন্থ। কাব্য-সমালোচনার যে উপকরণ, সেই উপকরণে ধর্ম্ম-গ্রন্থের সমালোচনা চলে না। ধর্ম্ম-গ্রন্থ কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হয় ভালই,—না হইলেও ক্ষতি নাই। তবে ইহা বলিতে হইবে যে, দর্শন ও কাব্যের সন্মিলনেই ধর্ম্ম-গ্রন্থের উৎপত্তি। যিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক—তিনি তত্ত্ব-দ্রষ্টা। আর যিনি কবি—তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। যাঁহারা কবি-গুরু ও দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ, সেই মহাপুরুষগণই মূল ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রবর্ত্তক। তাঁহারাই 'আপ্ত-ঋষি'। বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিগণ কবি-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বয়ং স্রষ্টাই আদি-কবি—পুরাণ।

অতএব ধর্ম্ম-গ্রন্থ মাত্রেই কাব্যাংশ আছে। অনেক ধর্ম্ম-গ্রন্থই উৎকৃষ্ট কাব্য। তথাপি কেবল কাব্য-স্বরূপে ধর্ম্ম-গ্রন্থের সমালোচনা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম-গ্রন্থের কবি, ধর্ম্মের মূল-তত্ত্বগুলিকে সহজ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, সে গুলিকে সাধারণের বুদ্ধি-গ্রাহ্য

করিয়া দেন। তাঁহারা সাধারণ (Abstract) সত্যগুলিকে বিশেষ (Concrete) আকৃতি দিয়া, সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য করিয়া দেন। কখন রূপকে—কখন বা উপাখ্যানের সাহায্যে, সেই সকল সত্য প্রচার করেন। এইজন্য অনেক উপাখ্যান ও রূপক-বর্ণনা ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এইজন্যই ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহে কাব্যাংশ অছে ;— কিন্তু তাহা আমাদের সমালোচ্য নহে।

চণ্ডীর রচনা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। চণ্ডীর রচনা অতি মনোহর—অতি উপাদেয়, তাহা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করেন। এই রচনা এত মনোহর যে, চণ্ডীপাঠ-কালে বোধহয় যেন কতই মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি হইতেছে! চণ্ডীতে গীতি-কাব্যের ন্যায় যে লালিত্য—যে মাধুর্য্য আছে, তাহা বর্ণনাতীত। বিশেষতঃ চণ্ডীতে যে কয়েকটি স্তোত্র আছে, তাহার মধুরতা এত অধিক—এতদূর হৃদয়-গ্রাহী ও মন-মুগ্ধ-কর যে, যিনিই তাহা মন-নিবেশ পূর্ব্বক যথারীতি আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বা আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। বাস্তবিকই তাহা ‘ কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে।’ ইহাতে কি যেন মাদকতা আছে, যাহাতে সাধককে অনেক সময় উন্মত্ত করিয়া দেয়! এইজন্য বোধ হয় চণ্ডীর আবৃত্তি হিন্দুর নিকট এত পবিত্র—এত প্রয়োজন। এইজন্যই বোধ হয়, চণ্ডীর শ্লোক গুলিকে মন্ত্র বলা হয়। মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণেই কার্য্য হয়, তখন তাহার অর্থ-গ্রহণ না হইলেও ক্ষতি নাই। মন্ত্র-উচ্চারণ-কালে একরূপ স্বর ও তাল, এবং তৎসহ একরূপ অনুকম্পন উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের মনের ও সমস্ত

শরীরের উপর কার্য্য করে। সেই ক্রিয়া-ফলে একরূপ অপূর্ব্ব শক্তি উৎপন্ন হয়—তাহা ধর্ম্ম-সাধনের বিশেষ উপযোগী। ইহা ব্যতীত মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা মনের একাগ্রতা জন্মে। সেই একাগ্রতা আমাদিগকে নিবৃত্তির পথে—সংযমের পথে লইয়া যায়। এই একাগ্রতা-সাধনই ধর্ম্ম-সাধনের প্রথম সোপান। যাহা হউক, মন্ত্রের কি প্রয়োজন তাহা এস্থলে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। চণ্ডী যে মন্ত্র-রূপে পাঠ করা হয়, এবং সেইজন্য চণ্ডীপাঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রে যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অনেক হিন্দুই বিশ্বাস করেন। এস্থলে সে সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে চণ্ডীতে ধর্ম্ম-তত্ত্ব কিরূপে বিস্তারিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব। চণ্ডীর প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই যে, সুরথ নৃপতি কিরূপে অষ্টম মনু হইয়াছিলেন—তাহারই বিবরণ বর্ণিত আছে। এই বিবরণ উপলক্ষ্য করিয়া চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সুরথ—স্বারোচিষ-মন্বন্তর-কালে চৈত্রবংশীয় একজন সামান্য ভূপতি ছিলেন মাত্র। তিনি কিরূপে "সুধু মহামায়া-প্রভাব-আশ্রয়ে মন্বন্তর-অধিপতি" হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই চণ্ডীতে দেখান হইয়াছে।

সুরথ রাজা অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। পরে শূকর-ভোজী অসভ্যজাতির অধিপতিগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তাহাদের সহিত সংগ্রামে সুরথ ভূপতি পরাজিত হইয়া, নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানেও শত্রুরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। অবসর বুঝিয়া, তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক

অমাত্যগণ তাঁহার "কোষ-বল" অপহরণ করিয়া লইল। তখন সুরথ রাজা মনের দুঃখে গহন কাননে মৃগয়া ছলনা করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং তথায় মুনিশিষ্য-শোভিত প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ মেধস ঋষির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তথাপি সুরথ রাজার রাজ্যের প্রতি মমতা দূর হইল না। তিনি সেই চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে এক দিন সমাধি নামে এক বৈশ্য, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া ও স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, সেই আশ্রম-অভিমুখে আসিতেছিল। সুরথ রাজার সহিত সমাধির সাক্ষাৎ হইল। সুরথ রাজা দেখিলেন যে, তিনিও যেমন তাঁহার রাজ্যের প্রতি মমতাযুক্ত—এই বৈশ্যও তেমনই তাহার সেই বিশ্বাস-ঘাতক ক্রূর পুত্র - পরিবারের উপর মমতাযুক্ত! রাজা বৈশ্যকে বলিলেন—

"ধন-লোভে লুব্ধ যেই দারা-সুত
করেছে দূর তোমায়,—
তাহদের প্রতি, কেন তব মন,
স্নেহবদ্ধ হয়ে ধায়?"

তখন বৈশ্য উত্তর করিল—

* * * *

"কি করিব আমি— নারে নিষ্ঠুরতা
বাঁধিতে আমার মন!

* * * *

বিরূপ স্বজন,— প্রণয়-প্রবণ
মন যে তাদের প্রতি ;
জানিয়াও তবু— না জানি স্বরূপ,
কিবা ইহা, মহামতি ?”

তখন সুরথ রাজা বুঝিলেন তাঁহারও যে দশা—এই বৈশ্যেরও সেই দশা। উভয়েই বেশ বুঝিতেছেন যে, এরূপ মমতা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাদের নিজ চিত্তের উপর আয়ত্ত নাই ;— তাঁহারা জানিয়াও অজ্ঞানীর মত কাজ করিতেছেন। তখন উভয়ে এই ব্যাপার—এই রহস্য বুঝিবার জন্য মেধস ঋষির সমীপে গমন করিলেন। রাজা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

* * * *

“কেন বিনা নিজ চিত্ত-আয়ত্ততা,
দুঃখে মন মগ্ন হয় !
জানিয়াও তবু, অজ্ঞানীর মত,
হতেছে মমতা মম,—
রাজ্যে—আর তার নিখিল বিভাগে,
কি হেতু, মুনি সত্তম ?
ইনিও তাড়িত,— ভৃত্য-ভার্য্যা-সুতে
হয়েছেন নিগৃহীত ;
সংত্যক্ত স্বজনে, তা’ সবার তরে,
কেন তবু স্নেহান্বিত ?

* * * *

কহ মহাভাগ! জনমে কেমনে,
জ্ঞানীরও মোহ এমন,
বিবেক-বিহীন আমা দুজনার
এ মূঢ়তা যে কারণ।"

এই স্থলে জীবনের বড় বিষম সমস্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যিনিই একটু ভাবিয়া দেখিবেন—তিনিই বুঝিবেন যে, তাঁহার নিজ চিত্তের উপর কোন আয়ত্ত নাই। তাঁহার প্রবৃত্তি যেরূপ—তিনি সেইরূপ কার্য্য করেন। সেই প্রবৃত্তিকে দমন করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই। আমাদের জ্ঞানের এমন সাধ্য নাই যে, সে প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করে। আমরা প্রবৃত্তি-চালিত। আমাদের প্রকৃতি যদি আমাদের বশে নহে, তবে ইহা কাহার দ্বারা চালিত? এ বড় বিষম সমস্যা। মেধস ঋষি এই সমস্যার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—

"সত্য বটে জ্ঞানী মানবের জাতি,
—কিন্তু একা নহে তারা;
যেহেতু নিশ্চয় জ্ঞানী সবে হয়
পশু - পক্ষী - মৃগ যারা।
পক্ষী-মৃগে যাহা— মানুষেতে তাহা,
—তুল্য ইহদের জ্ঞান
হয় যেইরূপ,— অন্য বৃত্তি-চয়,
উভয়ে হয় সমান।

জ্ঞান আছে তবু, দেখ মোহবশে
ক্ষুধাতুর পক্ষীগণ ,
শাবক-চঞ্চুতে, মুখস্থিত কণা
সাদরে করে অর্পণ।
এই নরগণ, ওহে নরবর !
করে অভিলাষ সুতে,—
নহে কিসে লোভে— উপকার-আশে,
—নার কিহে নিরখিতে ?
তথাপি তাহারা মমতার ঘোরে
মোহের গহ্বরে পশে ;
সংসার-স্থিতির কারণ যেজন,
—তাঁরি মহামায়া - বশে ।”

এই কথা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, চিত্ত-বৃত্তি পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সকলেরই সমান। আর বিষয়-জ্ঞানও সকল জীবের একরূপ। কিন্তু সকল জীবেই এই জ্ঞান মোহ-বদ্ধ। এ মোহ-মমতা আসে কোথা হইতে ? কে এরূপে জ্ঞানকে আবদ্ধ করে—কে আমাদের প্রবৃত্তিকে চালিত করে ? ইহার এই উত্তর যে, যিনি সংসার-স্থিতির কারণ—সেই হরির মহামায়াই আমাদের জ্ঞানকে আবদ্ধ করেন, আমাদের প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, বিশ্বকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখেন। আমরা কলের পুতুলের মত চলিতে থাকি। কিন্তু এই মহামায়া কে ?

“তিনিই নিশ্চয় দেবী ভগবতী,
তিনি মহামায়া হন ;

জ্ঞানীদের চিত্ত করেন মোহিত,
বলে করি আকর্ষণ।
তাঁ'হতে প্রসব এ বিশ্ব জগত্ ;
সেই মহামায়া ইনি,—

* * *

তিনি পরাবিদ্যা, মুক্তির কারণ,
তিনি হন সনাতনী ;
তিনিই সংসারে বন্ধনের হেতু,
সবার ঈশ্বরী তিনি। ”

মেধস ঋষি এইরূপ বুঝাইলেন। তথাপি সুরথ নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কেবা দেবী সেই— মাহামায়া যাঁরে,
কহিলা, দেব, আপনি ?”

ঋষি উত্তর করিলেন—

“নিত্যা হন তিনি, জগত্-রূপিণী
তাঁহে ব্যাপ্ত এই সব ;
তবু নানাভাবে, আমার নিকটে,
শুন তাঁর সমুদ্ভব।
দেব-কার্য্য যবে করিতে সাধন,
হন তিনি আবির্ভূত,
হয়ে নিত্যা তবু, ‘উৎপন্না’ বলিয়া,
হন লোকে অভিহিত।”

যিনি নিত্যা—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাঁহার আবার উৎপত্তি কি? এই উৎপত্তির অর্থ—বিশেষ-বিকাশ, দেব-কার্য্য জন্য বিশেষ আবির্ভাব বা অবতার। এই অবতারের কথা গীতাতেও আছে—

"যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হয়, হে ভারত!
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় যেই কালে,—
সেই কালে করি আমি আমাকে সৃজন।
সাধুজন-পরিত্রাণ, দুষ্কৃত - নিধন
করিবারে—করিবারে ধর্ম্ম - সংস্থাপন,
যুগে যুগে করি আমি জনম গ্রহণ।"

আমরা চণ্ডী হইতে দেখিতে পাই যে, যিনি মহামায়া—যিনি বিষ্ণুর মহাশক্তি, তিনিই দেবকার্য্য-সাধন জন্য অবতীর্ণ হন বা উৎপন্ন হন। আর মানব-কার্য্য-সাধন জন্য—ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও দুষ্কৃত-নিধন জন্য, স্বয়ং ভগবানই আপনাকে মায়া-বলে সৃজন করেন। —মানবের জয় হউক।

সে যাহা হউক, আমরা চণ্ডীতে দেবীর এই বিশেষ আবির্ভাবের তিনটি বিবরণ দেখিতে পাই। এই তিন আবির্ভাবের উপাখ্যান দ্বারাই চণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝান হইয়াছে। চণ্ডীর প্রথম উপাখ্যান—মধু-কৈটভ-বধ। এই উপাখ্যানে সৃষ্টি-বিবরণ বিবৃত হইয়াছে—

"প্রলয়ে জগত্ করি একার্ণব,
বিষ্ণু প্রভু ভগবান,

অনন্ত শয়নে ছিলেন যখন
যোগ - নিদ্রাতে মগন ;—
বিকট তখন, অসুর দুজন,
—'মধু ও কৈটভ' খ্যাত,
বিষ্ণু-কর্ণ-মলে জন্মি সমুদ্যত
ব্রহ্মারে করিতে হত।"

ব্রহ্মা নিরুপায়। হরি তখন যোগ-নিদ্রা-মগ্ন। সে যোগ-নিদ্রা হরিকে ত্যাগ না করিলে, হরি জাগিবেন না। ব্রহ্মা কেবল সৃষ্টি করেন,—পালন বা সংহার-শক্তি তাঁহার নাই। হরি বা বিষ্ণুই জগতের পালয়িতা ;—তিনিই জগৎ রক্ষার্থে অসুর সংহার করেন। হরি নিদ্রোত্থিত হইলে, তিনি এই দুই অসুর বিনাশ করিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিবেন। এইজন্য ব্রহ্মা—

"হরিরে জাগাতে একাগ্র-হৃদয়ে,
হরি - নেত্র - নিবাসিনী
সে যোগ-নিদ্রারে, স্তবে তুষ্ট করে,
স্থিতি - লয় - করী যিনি।"

তখন ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া নিদ্রা-রূপা তামসী দেবী—

"হরির নয়ন হৃদয় - আনন
বাহু - বক্ষ - নাসা হতে—
হয়ে আবির্ভূত, রহিলা—অযোনি
ব্রহ্মার দর্শন - পথে।"

তখন ভগবান হরি জাগরিত হইলেন; এবং মধু ও কৈটভ অসুরের সহিত মহা যুদ্ধ করিয়া, তাহাদের বিনাশ সাধন করিলেন।

এই উপাখ্যানে, আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধে মূল-তত্ত্বের আভাষ পাই। আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র তমই বিদ্যমান ছিল। এই তামসশক্তিই বিষ্ণুর মহামায়া। তাঁহার দ্বারা পরম পুরুষ ভগবান স্বয়ং অভিভূত ছিলেন। সৃষ্টির প্রথমে এই তম-শক্তি নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া অতুল প্রভাবে বিদ্যমান ছিল। ক্রমে সেই তম-শক্তি হীন-তেজ হইলে, তাহা হইতে সত্ব ও রজ-শক্তির স্ফুরণ হয়। ক্রমে সেই সত্ব-শক্তির দ্বারা তম-শক্তি অভিভূত হইয়া পড়ে;—তখন রজ-শক্তি হইতে, জৈব-সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

তবে এই কথা বুঝিতে হইলে, আরও দুই একটি দার্শনিক তত্ত্ব মনে করিতে হইবে। সাংখ্য-মতে সত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণের সাম্য-বস্থাই মূল-প্রকৃতি। প্রলয়ের অবস্থায়, এই ত্রিগুণের এইরূপ সাম্যাবস্থা থাকে। সকল গুণই সমান বলবান—পরস্পরের দ্বারা পরস্পর অভিভূত; সুতরাং কোন গুণের ক্রিয়াই তখন থাকে না—কোন গুণেরই বিশেষ বিকাশ থাকে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে, সেই অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হয়। কেন না, তখন ভগবান পরম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ-রূপে সেই প্রকৃতিতে আধিষ্টিত হন। এই গুণ-ক্ষোভ হইলে, প্রথমেই তম-শক্তি ব্যক্তরূপে মূর্ত্তিমতী হওয়ায়—ক্রমে তাহা হইতে তামস্ বা প্রাকৃত সৃষ্টি হইতে থাকে। আরও সেই তম-শক্তির

বিকাশের সহিত, সত্ত্ব ও রজ-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু তাহারা প্রথমে তম-শক্তির দ্বারা অভিভূত থাকে।

চণ্ডীর এই সৃষ্টি-উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে, প্রলয়ের পর সৃষ্টি-কার্য্য প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল,—তখন সত্ত্ব-শক্তির অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু—নিদ্রিত; আর রজ-শক্তির আশ্রয় ব্রহ্মা—নিষ্ক্রিয়। বিষ্ণুর কর্ণ-মলার সহিত শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ-তন্মাত্রের ও আকাশ-ভূতের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে এস্থলে 'মধু-কৈটভ' কাহাকে উপলক্ষিত হইয়াছে—তাহা অনুমান করা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জড়-শব্দ-তন্মাত্র ও তাহার আধার আকাশ-ভূতাদির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তখন সেই তামস্ প্রকৃতির উদ্দাম-ক্রিয়া হইতে জড় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত হইলেও, তাহা তখনও জৈব-সৃষ্টির উপযুক্ত হয় নাই; কেন না, তখনও নারায়ণ বিষ্ণু তম-প্রভাব বা যোগ-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সৃষ্টি পালনে নিরত হন নাই। তাহার পর, তম-শক্তি নিয়মিত হইয়া রজ-ক্রিয়ার আরম্ভ হইলে, সেই রজ শক্তির ক্ষোভ-হেতু ক্রমে সত্ত্ব-শক্তির বিকাশ হইল—অর্থাৎ তখন নারায়ণ জাগরিত হইলেন। এবং সত্ত্ব-শক্তির স্ফুরণ-হেতু তম-শক্তি অভিভূত হইল—নিয়মিত হইল—তামস্ ক্রিয়া সংযত হইল; ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড জীব-বাসোপযোগী হইল। ইহাই রূপকে বিষ্ণুর জাগরণ ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধু-কৈটভ-বধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বোধ হয়। যাহা হউক এস্থলে রূপক ভেদ করিয়া মূল অর্থ ও কূট দুর্জ্ঞেয় দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমারা এক্ষণে চণ্ডীর দ্বিতীয় উপাখ্যান কি—তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই দ্বিতীয় উপাখ্যান—মহিষাসুর-বধ। মহিষাসুর বড় দুর্দ্দান্ত অসুর। তাহার সহিত ইন্দ্র আদি দেবতার মহা সংগ্রাম হয়। তাহাতে দেবতাঁরা পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন।—

"সে দুরাত্মা অসুরের বলে,
স্বর্গ-চ্যুত হয়ে দেব-গণ,
যত সব মর্ত্ত্যবাসী সম,
ভূমণ্ডলে করে বিচরণ।"

আর এদিকে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া—

"সূর্য্য, চন্দ্র, যম, পুরন্দর,
বরুণ, পবন, হুতাশন,
আর সব দেব-অধিকার,
সে অসুর করেছে গ্রহণ।"

ইহাতে দেবতারা নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া শিব ও নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন হরি-হরের ক্রোধ জন্মিল।—

"অতঃপর পূর্ণ মহাকোপে,
চক্রধর-ব্রহ্মা-ধূর্জ্জটির
বদন-মণ্ডল হতে তবে,
মহাতেজ হইল বাহির।
ইন্দ্র আদি অন্য দেবতার
দেহ হতে হইয়া নিঃসৃত—
দীপ্ত-তেজ-পুঞ্জ সুমহান্,
তা' সহিত হইল মিলিত।

* * *

তবে সর্ব্ব - দেব - দেহ - জাত,
সেই তেজ - পুঞ্জ - নিরুপম
মিলি — পরিণত নারী - রূপে,
—রূপালোকে ব্যাপি ত্রিভুবন।”

এক. এক দেবতার নিঃসৃত তেজ হইতে, সেই দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সর্ব্ব-দেব-শক্তি-সমুদ্ভূত দেবীকে, তখন দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই দেবী মহামায়ার দ্বিতীয়বার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই দেবী—সকল দেবতার একীভূত শক্তিমাত্র। দেবগণের শক্তি পৃথক্ নহে—তাহা এক। পৃথক্ ভাবে দেবগণের শক্তি ধারণা করা কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডীতে দেখান হইয়াছে যে, সেরূপ পৃথক্‌ভূত শক্তির কোন বিশেষ সামর্থ্য নাই। তাহাতেই দেবগণ পৃথক্‌ভাবে অসুর জয় করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহাদের শক্তি একীভূত হইল, তখনই তাহা অসুর-বিনাশ-সামর্থ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। দেবগণের মহৎ বল একই--“মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং”।—শ্রুতি-উক্ত এই মহা সত্য (১) এস্থলে বোধ হয় রূপকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, সেই দেবী এইরূপে সমুদ্ভূত হইয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ করিলেন। তাহাতে ত্রিলোক স্তম্ভিত হইল। মহিষাসুর সেই

(১) ঋক্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত দ্রষ্টব্য। এই সূক্তে ২২টী ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋকের শেষে আছে—“মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং।” এই তত্ত্বই এই সূক্তে বুঝান হইয়াছে।

শব্দ অনুসরণ করিয়া দেবী প্রতি ধাবিত হইল। মহিষাসুরের অনেক সেনাপতি ছিল। তাহারা--চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোম, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষ, উদ্ধত, বাস্কল, তাম্র, অন্ধক, উগ্রবীর্য্য, দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ নামে আখ্যাত। মহিষাসুরের সেনাও অগণিত ছিল। সে সেই সমুদয় সেনাবল ও সেনাপতি লইয়া দেবীকে আক্রমণ করিল।—তখন দেবাসুরে মহাযুদ্ধ বাধিল।

দেবী একা—কেবল তাঁহার বাহন সিংহই তাঁহার একমাত্র সহায়। কিন্তু

"রণে রণ-রঙ্গিণী অম্বিকা
যেই শ্বাস করেন মোচন,
সদ্য শত সহস্র প্রমথে
পরিণত সে শ্বাস তখন।"

তখন এই প্রমথ-সেনা-দলের সহিত অসুর-সেনার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে অসুর-সেনা দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। কিন্তু—

"ছিন্ন-শির তথাপি কেহবা,
পড়ি পুনঃ করয়ে উত্থান;
কবন্ধেরা যুঝে দেবী-সনে
ধরিয়া ভীষণ প্রহরণ।"

এইরূপে মহা সমর হইল—

"যেথা হল সেই মহা রণ—
পড়ি সেথা অসুরের দল,
আর পড়ি অশ্ব গজ রথ
—অগম্য করিল মহীতল।"

যাহা হউক—

*　　*　　*

"নিমেষে অসুর - মহাচমূ,
করিলেন অম্বিকা নিধন।"

তাহার পর, মহিষাসুরের সেনানীগণের সহ দেবী যুদ্ধ করিয়া একে একে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া শেষে মহিষাসুরকে বধ করিলেন।

*　　*　　"উল্লম্ফনে দেবী
করি আরোহণ সে মহাসুরে,
চরণে চাপিয়া কণ্ঠদেশ তার
করিলা তাড়িত শূল-প্রহারে।
দেবী-পদাক্রান্ত হয়ে সে তখন,
নিজ মুখ হ'তে করিল তবে
অর্দ্ধেক শরীর যেমন বাহির,
—হইল নিরস্ত দেবী-প্রভাবে।
অর্দ্ধ-নিঃসারিত হয়ে মহাসুর,
তবুও হইল সমরে রত;
মহা অসি-ঘাতে কাটি শির তার,
করিলা সে-দেবী ভূমে পাতিত।"

ইহাই বোধ হয় দেবীর শারদীয়া দশভূজা মূর্ত্তি। আর বোধ হয় এই মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধের সময়েই দেবী জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। মায়াবী মহিষাসুর নানামূর্ত্তি ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। সে যখন পুরুষ-রূপে যুদ্ধ করিয়াছিল—দেবী তখন তাহার মস্তক ছেদন করেন।

* * * "তখন সে পুনঃ

হ'ল পরিণত মহাবারণে।

মহাসিংহে সেই শুণ্ডেতে আপন,

করি আকর্ষণ করে গর্জ্জন,—

আকর্ষণকারী সে শুণ্ড তখনি

খড়্গাঘাতে দেবী করে ছেদন।"

সে যাহা হউক মহিষাসুর বধ হইলে, দেবগণ মহা আনন্দিত হইয়া ভগবতী চণ্ডীর স্তব করিলেন। সেই স্তবে তুষ্টা হইয়া, দেবী তাঁহাদিগকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—

* * *

"করিও হরণ বিপদ বিষম,

—যখনি মোরা স্মরণ করি।

আর যে মানব, গাহি এই স্তব,

তুষিবে তোমা, বিমলাননে!

হক্ বৃদ্ধি তার ধন দারা আর

সম্পদ, ঋদ্ধি-বিভব-সনে;

আর মা অম্বিকে! তুমি আমাদিগে,

রহ প্রসন্না সকল ক্ষণে।"

দেবী "তাহাই হউক" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ইহাই চণ্ডীর দ্বিতীয় উপাখ্যান।

"দেব-দেহ হ'তে সম্ভূতা যেমতে

দেবী—ত্রিলোক-হিত-কারিণী।"

তাহাই এই দ্বিতীয় উপাখ্যানে দেখান হইয়াছে—অর্থাৎ দেবগণের শক্তি যে এক, এই কথাই এস্থলে উপাখ্যান-ছলে বুঝান হইয়াছে।

চণ্ডীর তৃতীয় উপাখ্যান—শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ। এই উপাখ্যানেও চণ্ডীর বিশেষ আবির্ভাবের কারণ দেখান হইয়াছে ;—

"করিতে নিধন দুষ্ট দৈত্যগণ,
আর নিশুম্ভ - শুম্ভ দুজন—
করিতে সাধন লোক-সংরক্ষণ,
আর দেবতা-হিত-কারণ,—
যেরূপে আবার সম্ভব তাঁহার
—গৌরী-আকার করি ধারণ।"

এই আখ্যানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এবারেও শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই অসুর ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রভুত্ব কাড়িয়া লইয়াছিল। তখন—

"ত্রিদিব-তাড়িত অধিকার-চ্যুত
করিলে সে দুই অসুরে,
সর্ব্ব সুরগণ করিলা স্মরণ
অপরাজিতা সে দেবীরে।"

সে সময়ে দেবতাদের মনে পড়িল—

"দিয়াছিলা তিনি বর আমাসবে—
'আপদে স্মরিবে যখনি,
তখনি নাশিব তোমাদের সব
বিষম বিপদ আপনি।"

তাই দেবতা সকলে হিমালয়-শিখরে গমন করিয়া, সেই

বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী তখন হিমাচল-কন্যা পার্ব্বতী-রূপে হিমালয়ে বাস করিতেছিলেন। যখন অমর-মণ্ডলী স্তব করিতেছিলেন;

"তখন স্নানেতে জাহ্নবী-জলেতে
যেতেছিলা দেবী পার্ব্বতী।"

সেই পার্ব্বতী-রূপে দেবী দেবতাদের সেই স্তব বুঝিতে পারিলেন না;—কেন না, তখন তাঁহার সেই মূর্ত্তি সাধারণ নারী-মূর্ত্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কর স্তুতি সবে কাহারে?"

কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে—

"তাঁর দেহ-কোষ হইতে সম্ভবি,
দেবী 'শিবা' তবে উত্তরে।"

এইরূপে পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হইতে দেবী 'শিবা' আবির্ভূতা হইলেন। প্রতি জীবের অন্তরেই দেবী বিরাজিতা। সকল জীবই ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি জীবরূপে পঞ্চ-কোষে আবৃত। সেই আবরণ দূর করিতে পারিলে—সেই কোষ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, প্রত্যেক জীব-অন্তরেই আমরা সেই ব্রহ্মময়ী দেবীকে দেখিতে পাই। যাহা হউক, এস্থলে পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হইতে, দেবীর বিশেষ আবির্ভাব হইয়াছিল। এইজন্য এই শিবা—দেবী অম্বিকা—'কৌষিকী' নামে আখ্যাতা হইয়াছিলেন। ইহাই 'গৌরী-আকার করি ধারণ' দেবীর উদ্ভব। যখন পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হইতে এইরূপে কৌষিকীর আবির্ভাব হইল, তখন পার্ব্বতী কালী হইয়া গেলেন।

"তাঁহার উদ্ভবে— সে দেবী পার্ব্বতী
হলেন তামস্ - বরণী ;
তাই সে 'কালিকা' নামেতে আখ্যাতা
—হলেন হিমাদ্রি - বাসিনী।"

তাহার পর, 'অতি মনোহর অপরূপ-রূপ-ধারিণী' অম্বিকাকে শুম্ভ-নিশুম্ভের কিঙ্কর চণ্ড-মুণ্ড দেখিতে পাইল। তাহারা গিয়া, দৈত্যেশ্বর শুম্ভকে সেই অদ্ভুত রূপবতী রমণীর কথা নিবেদন করিল।—

"বাখানিলা তারা শুম্ভ দৈত্য-নাথে—
'রয়েছে কে এক রমণী!
উজলি হিমাদ্রি, ওহে মহারাজ!
অতীব মানস - মোহিনী!
এমন সুন্দর রূপ মনোহর
কেহ কভু কোথা দেখেনি!

* * *

দীপ্তি-দিঙ্মণ্ডল লাবণ্য-ছটায়
স্ত্রী-রত্ন সে চারু-অঙ্গিনী,
রহেছে নেহার, ওহে দৈত্যেশ্বর!
—নেহারিতে যোগ্য আপনি!
এরূপে দৈত্যেন্দ্র! রত্ন-রাজি যত
করেছ সংগ্রহ আপনি ;
কেন না গ্রহণ কর তবে এই
রমণী - রতন কল্যাণী?"

এই কথা শুনিয়া, দৈত্যপতি শুম্ভ সুগ্রীবকে দূত করিয়া অম্বিকার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; বলিলেন—

"যাহে প্রীতি-ভরে আসে সে রমণী,
—করহ তা'তুমি অচিরে।"

তখন সুগ্রীব গিয়া, দেবীকে দৈত্যপতি শুম্ভের কথা জানাইল। দেবী শুম্ভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি না বুঝিয়া পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"যে করিবে চূর্ণ বল দর্প মম,
—যে মোরে জিনিবে সমরে,
জগতে যে মোর বলে তুল্য বলী,
—বরিব পতিত্বে তাহারে।"

সুতরাং দৈত্যেশ্বর শুম্ভ তাঁহাকে রণে জয় করিয়া পাণি-গ্রহণ করুন,—সুগ্রীবের নিকটে এই কথা শুনিয়া, শুম্ভের ক্রোধ হইল। তখন তিনি সেনাধ্যক্ষ ধূম্রলোচনকে আদেশ করিলেন—

"ত্বরা তুমি, হে ধূম্রলোচন !
বেষ্টিত হইয়া সৈন্যগণ,
কেশ আকর্ষিয়ে বিহ্বল করিয়ে
কর দুষ্টে বলে আনয়ন।"

ধূম্রলোচন শুম্ভ-আজ্ঞা পাইয়া, ষাইট হাজার সৈন্য লইয়া দেবীকে ধরিয়া আনিতে গেল। কিন্তু শেষে—

"যেন হুহুঙ্কারে, সে অম্বিকা তারে,
ভস্মীভূত করিলা তখন।"

আর দেবীর বাহন সিংহ—

"নিমেষ-মাঝারে নিঃশেষিত করে
সমুদয় সেই সেনাগণ।"

শুম্ভ সে সংবাদ পাইয়া অপর দুই সেনানী চণ্ড ও মুণ্ডকে পাঠাইলেন। চণ্ড-মুণ্ড সসৈন্যে যাইয়া দেবীকে আক্রমণ করিল। তখন দেবী অম্বিকার মহা ক্রোধ জন্মিল।—ক্রোধে তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইয়া গেল। এবং—

"ভ্রুকুটি কুটিল আর ললাট-ফলক তাঁর
হইতে তখনি,
কৃপাণ-পাশ-ধারিণী, বাহিরিলা কালী যিনি
করাল বদনী।"

এইরূপে অম্বিকার ললাট হইতে কালীর আবির্ভাব হইল। পূর্ব্বে পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হইতে অম্বিকা নিক্রান্তা হইলে, পার্ব্বতী কালী হইয়া গিয়া—কালিকা নামে হিমালয়ে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এক্ষণে অম্বিকার দেহ হইতে আর এক কালী নিক্রান্তা হইলেন। এই কালীই চণ্ড-মুণ্ডের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিলেন; সমুদয় সেনাবল ধ্বংস করিয়া, পরে চণ্ড ও মুণ্ডের শিরচ্ছেদ করিলেন। এবং সেই চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন শির লইয়া গিয়া, দেবী অম্বিকাকে উপহার দিলেন।—

"কালিকা তখন তাঁরে, ঘোর আট্টহাস্য-ভরে,
কহিলা বচন;—
এই মহাপশু দুই— চণ্ড-মুণ্ডে আমি দিই,
তোমা উপহার
এই যুদ্ধ-যজ্ঞ তরে, নিজে শুম্ভ-নিশুম্ভরে
করহ সংহার।"

দেবী কালিকারে কহিলেন—

"চণ্ড-মুণ্ড-মুণ্ড লয়ে, আমার নিকটে ধেয়ে
আইলা যখন,
হে দেবি! এ ত্রিভুবনে, হবে গো চামুণ্ডা নামে,
খ্যাত এ কারণ।"

এদিকে চণ্ড-মুণ্ড সসৈন্যে নিহত হইয়াছে শুনিয়া, শুম্ভ ও নিশুম্ভ সমবেত সেনাবল ও সেনাপতিগণ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। শুম্ভের সেনা অসংখ্য। কিন্তু অন্যদিকে একা দেবী অম্বিকা, আর তাঁহার দেহ-সম্ভূতা চামুণ্ডা;—আর একমাত্র সহায় সেই বাহন সিংহ। এমন সময়—

"হেন অবসরে দেব-হিত-তরে
করিতে দেবারি-দৈত্য-নিধন,
বিষ্ণু-গুহ-ভব বিরিঞ্চি-বাসব
—সে সব দেবতা-শকতিগণ,
তাঁদের শরীর হইতে বাহির
সমন্বিত বীর্য্য-বলে তখন—
নিজ নিজ রূপে চণ্ডীকা-সমীপে,
আইলা ধাইয়া, ওহে রাজন!
যে দেবের রূপ হয় যেইরূপ
ভূষণ-বাহন যেরূপ যাঁর
সে দেব-শকতি যুঝিতে অরাতি
আইলা ধরিয়া সে রূপ তাঁর।"

এইরূপে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী,

নারসিংহী, ঐন্দ্রী—এই সমস্ত দেব-শক্তি পরিবৃত হইয়া স্বয়ং শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হইলেন; এবং অম্বিকাকে কহিলেন, আমার প্রীতির জন্য এই সকল অসুর নাশ কর। তখন দেবীর দেহ হইতে অতি ভয়ঙ্করী চণ্ডীকা-শক্তি নিষ্ক্রান্তা হইল। ইনি সেই সময়ে শিবকে দূত করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভের নিকট পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁর নাম হইল 'শিবদূতী'। উক্ত সাত দেব-শক্তি, আর এই চণ্ডীকা-শক্তি শিবদূতী, এই আট শক্তিই—আমাদের অষ্ট-মাতৃকা। এই মাতৃকাগণের সহিত অসুর-সৈন্যের ঘোরতর সমর বাঁধিল। অসুর সৈন্য দলে দলে বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন—

"ক্রুদ্ধ মাতৃগণ, এরূপে মন্থন,
করে নানা মতে অসুর-দল;
তা' দেখি তখন, করে পলায়ন,
যতেক দানব-সৈনিক-বল।
পলায়ন-রত, হয়ে বিমর্দ্দিত
মাতৃগণ-করে দানব সব,
হেরি ক্রোধভরে, আইল সমরে,
রক্তবীজ নামে মহা দানব।"

রক্তবীজ বড় দুর্দ্দান্ত ভয়ঙ্কর—অসুর। সে বড় মায়াবী। তাহার এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলে, তখনই অমনই তাহার সদৃশ আর এক রক্তবীজ উৎপন্ন হয়। সুতরাং মাতৃগণ কিছুতেই এই মায়াবী মহাসুরকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। তখন—

"সেই সুরগণ, বিষাদে মগন,
হেরিয়া চণ্ডীকা ত্বরা তখন,

কহিলেন পরে সেই কালিকারে,
'চামুণ্ডে! বদন কর ব্যাদান।
মম শস্ত্র-পাত- প্রহার-সঞ্জাত
রক্ত-বিন্দু - জাত অসুরগণে—
রক্ত-বিন্দু সহ, গ্রহণ করহ,
ত্বরা বেগভরে তুমি বদনে।"

এইরূপে অম্বিকা—চামুণ্ডা উভয়ে মিলিত হইয়া, রক্তবীজকে নিহত করিলেন।

তখন স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মাতৃগণ, অম্বিকা ও চামুণ্ডার সহিত তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! মূল চণ্ডী না পড়িলে তাহা বুঝা যায় না। সে যুদ্ধের বর্ণনা পড়িয়াই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়;— সে যুদ্ধ যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বলিয়া বোধ হয়। বর্ণনা এত চমৎকার! কখন শুম্ভ অতি উচ্চ আট হাত বাহির করিয়া, রথে চড়িয়া যুঝিতে লাগিল-

"অতুলিত—অতি উচ্চ অষ্টভুজে
—দিব্য অস্ত্রধারী,
ব্যাপিয়া তখন অসীম গগন,
সে দৈত্য শোভিত ছিল রথোপরি।"

কখন বা দশ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিল—

"প্রসারি অযুত ভুজ দৈত্যপতি
—শুম্ভ দিতি - সুত,
তবে পুনরায়, দেবী চণ্ডীকায়,
চক্র প্রহরণে করিল আবৃত।"

আর কতরূপে কত যে বাণ বর্ষণ হইল—তাহার সংখ্যা হয় না। যাহা হউক, শেষে নিশুম্ভ হত হইল। শুম্ভের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইল।

এবার দৈত্যপতি শুম্ভ একা হতাবশেষ সৈন্য লইয়া, যুদ্ধ করিতে আসিল। এবং অতি ক্রোধান্বিত হইয়া অম্বিকাকে কহিল—

"কর পরিহার, দুর্গে! অহঙ্কার,
—দুষ্টা তুমি বল-অভিমানে;
লইয়া আশ্রয়, অন্য শক্তি-চয়,
যুঝিছ যে তুমি অতি মানে!"

তাহার উত্তরে দেবী কহিলেন—

দ্বিতীয়া অপর, কে আছে আমার?
সুধু একা আমি এ জগতে;
এ সব শকতি, আমারি বিভূতি,
হের, দুষ্ট, পশিছে আমাতে।"

তখন মহা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল! অষ্ট-মাতৃকা, ও চামুণ্ডা, সকলেই সেই দেবী অম্বিকার শরীরে প্রবেশ করিলেন—

"হইলা বিলয়, সেই সমুদয়
ব্রহ্মাণী-প্রমুখ দেবী যত—
সেই দেবী-দেহে;— একমাত্র তাহে
অম্বিকা রহিলা বিরাজিত।"

তখন দেবী বলিলেন—

"বিভূতি বিস্তারি, বহু মূর্ত্তি ধরি
ছিনু রণে,—স্থির হও তুমি;—

সেরূপ আমার করিয়া সংহার
রহি রণে—এবে একাকিনী।"

তাহার পর দেবীর সহিত শুম্ভের ভয়ঙ্কর অদ্ভুত সমর আরম্ভ হইল। কখন ভূমি-তলে—কখন আকাশ-মার্গে—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইতে লাগিল। শেষে দেবী শূলে বিদ্ধ করিয়া শুম্ভের বিনাশ সাধনে করিলেন। তখন—

"হলে বিনাশিত দুর্ম্মতি সে দৈত্য,
সুনির্ম্মল হইল গগণ;
হইল প্রসন্ন নিখিল ভুবন,
—মহাশান্তি লভিল তখন।
নিধনে তাহার, যেই বারিধর,
ছিল উল্কা-উৎপাত-শঙ্কিত—
হল শান্ত-ভাব; প্রবাহিনী সব,
পূর্ব্ব-পথে হল প্রবাহিত।

* * * *

হয়ে অনুকূল বহিল অনিল,
প্রকাশিল সুপ্রভা তপন,
করিয়া ধ্বনিত শান্ত দিক যত
—প্রশান্ত জ্বলিল হুতাশন।"

শুম্ভ হত হইলে, দেবগণ তুষ্ট হইয়া দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিলেন। তাহাতে দেবী তুষ্টা হইয়া বর দিতে চাহিলে, দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—

"হে অখিলেশ্বরি! মাতঃ! ত্রিলোকের বাধা যত
—যাহে প্রশমিত,
যেই কর্ম্মে হয় হত মোদের অরাতি যত
—কর তা' সাধিত।"

তখন ভবিষ্যতে দেবী কোন্ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টবিংশ যুগে, অন্য রূপ ধারণ করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্য জন্ম গ্রহণ করিবে। দেবী নন্দ-গোপ-গৃহে যশোদা-গর্ভে সম্ভূতা হইয়া, তাহাদিগকে সংহার করিবেন, ও বিন্ধ্যাচল-বাসিনী হইবেন। এই শুম্ভ ও কংস এক কিনা, তাহা বলা যায় না। এইরূপে তিনি 'বৈপ্র-চিত্ত' দানব বধ করিয়া 'রক্তদন্তা' নামে আখ্যাত হইবেন; শত বর্ষের অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া, 'শতাক্ষী' ও 'শাকম্ভরী' নামে অভিহিত হইবেন; 'দুর্গ' অসুরকে সংহার করিয়া 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হইবেন; এবং অন্য দানবগণকে বধ করিয়া 'ভীমা' ও 'ভ্রামরী' নামে কীর্ত্তিত হইবেন। দেবী আরও আশ্বাস দিলেন—

"ত্রিলোক-মঙ্গল-তরে, আমি সে মহা অসুরে
করিব সংহার;

* * *

বিঘ্ন যত দৈত্য হ'তে উপজিবে হেন মতে
—যখনি যখনি।
সেইকালে অবতরি, করিব সংহার করি
—তখনি তখনি।"

তাহার পর চণ্ডিকা এই "চণ্ডী-মাহাত্ম্য" কীর্ত্তন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন দেবগণও নিশ্চিন্ত হইলেন। এই উপাখ্যান শেষ করিয়া মেধস ঋষি বলিলেন্—

"আর সেই দেবী ভগবতী
হ'লে নিত্যা তিনি তবু হে রাজন্!
পুনঃ পুনঃ হয়ে আবির্ভূত,
জগত্-সংসার করেন পালন।"

মেধস ঋষি আরও বলিলেন—

"এই অতি শ্রেষ্ঠ দেবীর মাহাত্ম্য,
করিনু কীর্ত্তন তোমা, হে রাজন্!
যে প্রভাবময়ী হন সেই দেবী,
যাঁহা হতে হয় এ বিশ্ব - ধারণ;
বিষ্ণু ভগবান্- মায়া তিনি হন,
তাঁহা হতে লাভ হয় তত্ত্ব - জ্ঞান।
তুমি, এই বৈশ্য, কিম্বা জ্ঞানী যত,
অথবা অপর যে আছে যেথায়,
আছ এবে মুগ্ধ, আছিলে মোহিত,
পাইবেও মোহ তাঁ'হতে নিশ্চয়।"

মেধস-ঋষি-বর্ণিত এই সকল উপাখ্যান হইতে, সুরথ ও সমাধি দেবীর মাহাত্ম্য বুঝিলেন। তখন তাঁহারা যথারীতি দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর গত হইলে, দেবী জগদ্ধাত্রী প্রসন্না হইয়া, তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন, ও অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবীর বর-প্রভাবে, সুরথ নৃপতি হৃত-রাজ্য পুনঃ

প্রাপ্ত হইলেন, ও পরজন্মে বৈবস্বত মনু হইলেন। আর বৈশ্য সমাধি জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমে মুক্তি-লাভ করিলেন। ইহাই চণ্ডী-গ্রন্থের উপাখ্যান।

এই উপাখ্যান হইতে আমরা বুঝিলাম যে, যখনই অসুরের প্রাদুর্ভাব হয়, দানবোত্থিত বাধা উপস্থিত হয়—তখনই দেবীর আবির্ভাব হয়। তিনি অরি-কুল ক্ষয় করেন। সুধু তাহাই নহে।—এই আবির্ভাবের বিবরণ হইতে, আমরা দেবীর স্বরূপ কতক বুঝিতে পারি। তিনি একা অদ্বিতীয়া। তাঁহার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তবে তিনি কখন তামস্ শক্তি-রূপে পরম-পুরুষকে অভিভূত করিয়া, প্রলয়ে অখিল জগৎ আপনাতে বিলীন করিয়া রাখেন; আবার কখন শক্তিমান পরম-পুরুষ হইতে পৃথক্ হইয়া কার্য্য করেন; কখন বা নানা দেবতার শক্তি-রূপে বিভক্ত ভাবে—নানা রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু বাস্তবিক সে সকল দেব-শক্তি তাঁহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। মহিষাসুর-বধ উপাখ্যানে আমরা দেখিয়াছি—সর্ব্ব-দেবশক্তি সমবেত হইয়া তাঁহার আবির্ভাব হয়। আর শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধে দেখিলাম—তিনি পার্ব্বতী-রূপে হিমাচলে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারই দেহকোষ হইতে অপরূপ নারী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইলে—পার্ব্বতী 'কালিকা' হইলেন। আবার সেই অপরূপ নারী-দেহ হইতে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডার আবির্ভাব হইল। তাহার পর দেখিলাম—মাতৃ রূপিণী দেব-শক্তিগণ তাঁহার সহায়-রূপে কার্য্য করিতেছেন। আবার তাহার পরে, তাঁহারা চণ্ডীকারই অঙ্গে বিলীন হইয়া, তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যাইতেছেন। একই শক্তি কেমন করিয়া 'বহু' হইতেছেন—

কেমন করিয়া আবার সেই বহু 'এক' হইয়া যাইতেছেন,—এই মহাশক্তি-তত্ত্ব—চণ্ডীর এই সকল উপাখ্যানে বর্ণিত আছে। যে মহাশক্তি এই জগৎ-রূপে প্রকাশিত—যিনি জগতকে আধার-স্বরূপে ধরিয়া আছেন, সেই মহাশক্তির মহাবিকাশ আমরা এইরূপে কিঞ্চিৎ জানিতে পারি।

সে যাহা হউক, এই সকল উপাখ্যানে আরও গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহা বলা যাইতে পারে যে এই সকল উপাখ্যানে, রূপক-ছলে অনেক সত্য বুঝান আছে। অবশ্য যাঁহারা বিশ্বাসবান হিন্দু, তাঁহারা এই রূপকের কথা বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহাদের মতে চণ্ডী প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য—ইহাতে সত্য ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে চণ্ডীতে কোথাও রূপক নাই। তাঁহারা মনে করেন, দেবাসুর-যুদ্ধ যথার্থ ঘটনা। এ সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, এইরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম প্রায় সকল ধর্ম্মেই বিবৃত আছে। বেদে দেবাসুর-যুদ্ধের কথা আছে। পুরাণের ত কথাই নাই। পারসীদের জেন্দা অবংস্তায় এই দেবাসুরের কথা আছে। ইহুদী, খ্রীষ্টান বা মুসলমান—সকলেই দেবদূতগণের সহিত শয়তানের যুদ্ধ স্বীকার করেন। যাঁহারা মনে করেন, এই সকল উপাখ্যান রূপক মাত্র,—তাঁহারা অন্য রূপে এই সকল উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন। তদনুসারে চণ্ডীর সৃষ্টি ব্যাখ্যা মূলক প্রথম উপাখ্যান ছাড়িয়া দিয়া, শেষ দুই উপাখ্যানের তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে—ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক।

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এই যে, অসভ্য অবস্থায় মানবকে বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। তখন অধিকাংশ স্থানে ঘোর অন্ধ-

ণ্যানী পরিব্যাপ্ত ছিল। চারিদিক হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ছিল। সেই কালে মনুষ্যকে বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হইত। তাহার পর মানুষ যখন অপেক্ষাকৃত সভ্য হইল, তখন অসভ্য বন্যজাতির সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। বিবর্ত্তন-নিয়মে জগতের উন্নতি-কল্পে, এইরূপ সংগ্রাম করিয়াই মানুষকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। আর সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে যে কথা—আর্য্যজাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। আর্য্যজাতিও এইরূপ সংগ্রাম করিয়া তবে তাঁহাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন,—এ কথা আধুনিক পণ্ডিতগণও বিশ্বাস করেন। চণ্ডীর এই শেষ দুই উপাখ্যান—সেই সংগ্রামের ইতিহাস হইতে পারে। মহিষাসুরের সেনানীগণের নাম হইতে, কতকটা এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, জগতে আমরা দুইটি বিপরীত শক্তির ক্রিয়া বরাবর দেখিতে পাই। একটি তামসিক, আর একটি সাত্ত্বিক। একটির পরিণাম অবনতি, আর একটির পরিণাম উন্নতি। একটিতে জড়ত্বের বৃদ্ধি করে, অপরটিতে জীবত্বের বিকাশ করে। জগতের যত ক্রমোন্নতি হয়, তত জড়-শক্তি সঙ্কুচিত হয়—জৈব-শক্তি প্রসারিত হয়। ইহার ফলে জীবের ক্রমোন্নতি হয়। এই পৃথিবী জীব সৃষ্টির উপযোগী হইলে, প্রথমে নিম্নতর জীব মৎস্যাদির সৃষ্টি হয়—পরে সরীসৃপাদির বিকাশ হয়। পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ভীষণ বন্য পশুদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই সকল পশুজাতির কতকটা উচ্ছেদ হইয়া, মানব জাতির উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর, অসভ্য

মানুষের বা নরাকৃতি পশুর ক্রমোন্নতিতে, সভ্য মানুষের অধিকার বিস্তার হইয়াছে। সুতরাং আমরা মনে করিতে পারি যে, চণ্ডীর এই দুই উপাখ্যানে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আভাষ দেওয়া আছে মহিষাসুর-বধ উপাখ্যানে, বন্য হিংস্র পশুদের, অথবা পাশব-শক্তির অভিভবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ উপাখ্যানে, অসভ্য মানবজাতির রাক্ষস-শক্তিকে অভিভূত করিয়া, মানবের দেব-শক্তির বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। মানবগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অসুর ও দেব। মানব-প্রকৃতি দুইরূপ—আসুর ও দৈব। একথা গীতায় পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানবের অন্তরে, এই দৈব ও আসুর প্রকৃতির সংগ্রাম চলে। প্রথম অবস্থায় মানব আসুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন থাকে ; ক্রমে ক্রমে মানবে দৈব-প্রকৃতির বিকাশ হয়। ক্রমে দৈব-প্রকৃতির পরিণতি হইতে থাকে—আসুর প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। ক্রমে দৈব-প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব-অন্তরে সর্ব্বদা এই দৈব ও আসুর প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকে। আসুর-প্রকৃতি দুই প্রকার ;—তামসিক ও রাজসিক। তামসিক প্রকৃতি—পশু-প্রকৃতি। প্রথমে মানবের মনে, এই পশু-ভাবের বিশেষ বিকাশ থাকে। আর রাজসিক প্রকৃতি—সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষস-প্রকৃতি। গীতায় ইহার বর্ণনা আছে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহিষাসুর-যুদ্ধ—এই পাশব-প্রকৃতির সহিত মানবের দেব-প্রকৃতির আসুরিক যুদ্ধ। আর শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ—মানবের রাক্ষস-

প্রকৃতির সহিত দেব-প্রকৃতির এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মানবের কোন হাত নাই—কোন স্বাধীনতা নাই। প্রকৃতির নিয়মে স্বভাবতই এই সংগ্রাম চলিতে থাকে। তাহার ফলে, জীবের আপূরণ বা ক্রমোন্নতি হয়। আমরা চণ্ডীতে দেখিতে পাই—এই দেবী চণ্ডীই প্রকৃতি-রূপে আমাদের অন্তরে অবস্থিতা; তিনিই আমাদিগকে নিয়মিত করেন,—আমাদের স্বাধীনতা বা জ্ঞান কিছুই নাই। সুতরাং প্রকৃতি-রূপে তিনিই আমাদের অন্তরে এই সংগ্রাম করিতে থাকেন। চণ্ডীতেই আছে—তিনিই দেব-শক্তি, আর তিনিই অন্যদিকে অসুর-শক্তি-রূপে বিকাশিতা। তিনি ব্যতীত আর অন্য শক্তি নাই। সুতরাং আমাদের অন্তরে, তিনিই আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করেন,—আমাদের আপূরণ করেন—আমাদিগকে উন্নত করেন—মুক্তির পথে লইয়া যান।

এইরূপে অনুমান করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীর এই দুই উপাখ্যানের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সঙ্গত। আর জগৎ সম্বন্ধে যে কথা, আমাদের দেহ সম্বন্ধেও ত সেই কথা। ব্রহ্মাণ্ডের ও ভাণ্ডের একই নিয়ম। উভয়ের একই উপাদান—একই পরিণাম। Macrocosm ও Microcosm তত্ত্ব একই। এই জন্য এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বিজ্ঞান লাভ হয়। এই মহান্ সত্য শ্রুতিতে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য তন্ত্রে—দেহ মধ্যে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির জগতের সকল পদার্থ ধারণা করিবার বিধান আছে। আর এইজন্যই রামায়ণ, মহাভারত, গীতা—সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, প্রথম সহজ ঐতিহাসিক অর্থ ছাড়িয়া—এক্ষণে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থলে সে অর্থ সঙ্গতও হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এই সকল উপাখ্যান হইতে চণ্ডীর উল্লিখিত তত্ত্ব যতদূর আমরা বুঝিতে পারি—তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। কিন্তু চণ্ডী-উক্ত শক্তি-তত্ত্ব—চণ্ডীর অন্তর্গত চারিটি স্তোত্রেই বিশেষরূপে বিবৃত আছে। চণ্ডীতে যে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই কয়টি স্তোত্র হইতেই সেই মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে বুঝা যায়। সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে এই সকল স্তোত্রের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

আমরা চণ্ডীর প্রথমেই দেখিয়াছি যে, মেধস ঋষি চণ্ডী-মাহাত্ম্য বুঝাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সকল প্রাণী—

* * "মমতার ঘোরে
মোহের গহ্বরে পশে;
সংসার-স্থিতির কারণ যে জন,
—তাঁরি মহামায়া বশে।"

আরও বলিয়াছেন—

* * *
"জগতের পতি হরি,—
তাঁরি যোগ-নিদ্রা— এই মহামায়া
রাখে বিশ্ব মুগ্ধ করি।
তিনিই নিশ্চয় দেবী ভগবতী,
তিনি মহামায়া হন।"

সুধু তাহাই নহে—

"তাঁ' হতে প্রসব এ বিশ্ব জগত্।"
* * *

এই মহামায়া—

"নিত্যা হন তিনি, জগত্-রূপিণী,
তাঁহে ব্যাপ্ত এই সব।"

মেধস ঋষি এইরূপে এই মহামায়ার স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। তাহার পর হরিকে জাগরিত করিবার জন্য, ব্রহ্মা এই মহামায়ার যে স্তব করেন, তাহা হইতে দেবীর স্বরূপ আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ব্রহ্মা স্তব করিয়াছিলেন—

"তুমি মন্ত্র স্বাহা, স্বধা, বষট্কার;
তুমি নিত্যা স্বর-রূপে;

* * *

তুমিই সকল করহ ধারণ,
এ বিশ্ব কর সৃজন;
তুমি সদা, দেবি! করহ পালন,
অন্তিমে কর ভক্ষণ।
হও সৃষ্টি-কালে সৃষ্টি-রূপা তুমি,
পালনে স্থিতি - রূপিণী;
তুমি, জগন্ময়ি! অন্তে জগতের
হও সংহার - কারিণী।
তুমি মহামায়া, হও মহাবিদ্যা,
মহামেধা, মহাস্মৃতি;
হও মহামোহ দেব-অসুরের
তুমি সমষ্টি - শকতি।

হও সবাকার তুমিই প্রকৃতি
—ত্রিগুণ - বিকাশ - কারী ;
তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি তুমি,
—দারুণ মোহ - শর্ব্বরী।

* * *

বিশ্ব-আত্মা তুমি,— বস্তু সদসত্
যাহা কিছু আছে সব,
সেই সবাকার শক্তি তুমি হও,
—কি আর করিব স্তব!

* * *

করি তোমা হতে শরীর গ্রহণ,
আমি, বিষ্ণু আর ভব।”

তাহার পর দ্বিতীয় স্তব। মহিষাসুর বধ হইলে, দেবগণ এই স্তব করিয়াছিলেন। আমরা এই স্তবের স্থান-বিশেষ উদ্ধৃত করিব—

“নিজ শক্তি - বলে যিনি ব্যাপ্ত এ জগতে,
মূর্ত্তি যাঁর সর্ব্ব - দেব - শক্তি - সমষ্টিতে,

* * * *

* * * *

যিনি লক্ষ্মী - রূপা নিজে পুণ্যাত্মা ভবনে,
থাকেন অলক্ষ্মী - রূপে পাপাত্মা - সদনে,
বিদ্বান্—সাধু-হৃদয়ে বুদ্ধি—শ্রদ্ধা-রূপা হয়ে,
নিবসেন লজ্জা - রূপে সুকলজ - জনে।

* * * *

সর্ব্ব-বিশ্ব-হেতু তুমি ; দোষের কারণ—
হরি-হর আদি কেহ না জানে কখন!
অপার, ত্রিগুণাধার, আশ্রয় তুমি সবার ;
অখিল জগত্ এই তব অংশভূত,
পরমা প্রকৃতি তুমি আদি অব্যাকৃত।

* * * *

* * দেবী বেদ-স্বরূপিণী ;
হও শব্দ - রূপা, বিশ্ব-সন্তাপ-হারিণী,
ভগবতী বিশ্ব - সৃষ্টি - প্রবৃত্তি - রূপিণী।
তুমি মেধা—জ্ঞাত যাহে সর্ব্বশাস্ত্র-সার ;
তুমি দুর্গা — সদুর্গম ভব-পারাবার
তরিতে তুমি তরণি, অদ্বিতীয়া একা তুমি ;
তুমি লক্ষ্মী—একা বিষ্ণু-হৃদয় - বাসিনী,
তুমি গৌরী—চন্দ্রচূড়- হৃদি-বিহারিণী।"

ইহার পর তৃতীয় স্তব। শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, দেবগণ এই স্তবে, এই বিষ্ণুমায়া দেবীকে তুষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্তব সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। এই স্তবে বুঝান হইয়াছে যে, দেবী সর্ব্ব-স্বরূপিণী। তিনি শিবা, প্রকৃতি, ভদ্রা, রৌদ্রা, নিত্যা ; তিনি গৌরী, ধাত্রী ; তিনিই সুখ-রূপা ; তিনি কল্যাণী, সিদ্ধি-স্বরূপিণী ; তিনিই লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, শর্ব্বাণী, দুর্গা, কৃষ্ণা, ধূম্রবর্ণা, প্রতিভা-রূপিণী। তিনি বিশ্ব-স্থিতি-রূপা, ক্রিয়া-কলাপ-রূপিণী। এই দেবীই সর্ব্বভূতে বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি,

দয়া, তুষ্টি, ভ্রান্তি-রূপে অবস্থান করেন। আরও তিনিই সেই দেবী—

"যেই দেবী মাতৃ-রূপে
স্থিতা সর্ব্ব-ভূতের অন্তরে,
নম তাঁরে—নম তাঁরে
বার বার নমস্কার তাঁরে।

* * *

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী,
পঞ্চ - ভূতে যাঁর অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব-ভূতে ব্যাপ্ত সদা,
দেবী তাঁরে প্রণাম—প্রণাম।
চৈতন্য-রূপেতে যিনি
সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপি বিদ্যমান,
প্রণাম—প্রণাম তাঁরে—
বার বার তাঁহারে প্রণাম।

তাহার পর চতুর্থ স্তব। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পর, দেবগণ দেবীর এই স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তবও অতি প্রসিদ্ধ। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি—এই দেবী চরাচরের ঈশ্বরী, সর্ব্ব-ভূতা, স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী, সর্ব্ব-জীবের বুদ্ধি-রূপিণী। ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের শক্তি-ভূতা, গুণময়ী ও গুণের আধার স্বরূপা। ইনিই ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি অষ্ট-মাতৃকা-রূপিণী।—

"ব্রহ্মাণ্ড-আধার-রূপা হও মাগো তুমি একা,
তুমিই যে মহী-রূপে আছ অবস্থিত;

হে অনন্ত-বীর্য্যময়ি! বারি-রূপে করি স্থিতি
তুমিই এ সব লোক কর আপ্যায়িত।
অনন্ত-প্রভাব-ময়ী বৈষ্ণবী-শকতি তুমি,
হও বিশ্ব - বীজ, পরা - মায়া - স্বরূপিণী—
মোহিত এ সব যাহে; হে দেবি! প্রসন্না হলে,
হও ভব - ধামে মুক্তি - কারণ আপনি।
সর্ব্ব বিদ্যা হয়, দেবি! বিভিন্ন রূপ তোমারি,
তব অংশ - ভূতা হয় ভবে নারী সবে;
মাতৃ-রূপে ব্যাপ্ত একা তুমি হও স্তব্য-শ্রেষ্ঠা,
পরা উক্তি আছে কিবা--কি স্তুতি সম্ভবে?

* * * *

* * * *

কলা-কাষ্ঠা-আদি কাল-স্বরূপেতে
হও পরিণাম - প্রদায়িনী তুমি;
তুমি হও শক্তি বিশ্ব-ধ্বংস-কারী,—
প্রণমি তোমায়—দেবি! নারায়ণি!"

যাহা হউক, আমরা এস্থলে যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, চণ্ডীর মাহামায়া যিনি—তিনিই বেদান্তের মায়া, আর সাংখ্যের মূল-প্রকৃতি। তবে এই মায়া বা প্রকৃতির সহিত, চণ্ডী-উক্ত শক্তির বিশেষ পার্থক্য আছে। বেদান্তের মায়া সদ্‌সদাত্মিকা—জ্ঞানীর নিকটে তাহা পরিত্যজ্যা। আর সাংখ্যের প্রকৃতি—জড়; মুক্তি—কামীকে প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়া, তাহা পরিহার করিবার জন্য সাধনা করিতে হয়।

কিন্তু চণ্ডীর এই মহামায়া—মহাশক্তি—চিন্ময়ী। তিনি চৈতন্য-রূপে সর্ব্ব-বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। সর্ব্বভূতে তিনি চৈতন্য-রূপে অধিষ্ঠিতা। সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়া অপেক্ষা, এই শক্তিতে আরও কিছু আছে। কিন্তু সেই কিছু যে কি—তাহা চণ্ডীতে স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পরবর্ত্তী শাক্ত-ধর্ম্মগ্রন্থে বুঝান হইয়াছে যে, এই আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্মের সহিত এই শক্তির বা মায়ার কোন প্রভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম—তিনিই এই দেবী মহামায়া। বৈদান্তিক, মায়া-অংশ বাদ দিয়া, ব্রহ্মকে বুঝিতে যান। আর শাক্ত পণ্ডিত, মায়ার সহিত ব্রহ্মকে একত্রে দেখেন। শাক্তগণ ব্রহ্মের সহিত এই মায়ার কোন প্রভেদ দেখেন না। এই মহাশক্তি বা মায়া বাদ দিলে, ব্রহ্ম কিছুই নহেন—তিনি কেবল শব মাত্র।

এই ব্রহ্ম-শক্তি হইতেই, সৃষ্টিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। এই মূল-প্রকৃতিতে যে সত্ব রজ তম—তিন গুণের বিকাশ সৃষ্টিতে দেখা যায়, সেই তিন গুণের অধিষ্ঠাতা-পুরুষই—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে পুরাণে অভিহিত। এস্থলে সে সকল প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই।

এই রূপে আমরা দেখিতে পাই—চণ্ডীতে এই যে 'শক্তিবাদ' প্রচারিত হইয়াছে, ইহা জড়বাদ নহে। কেন না, এই শক্তি চৈতন্য-ময়ী—অথবা এই শক্তিই একাংশে চৈতন্য-রূপে জগতে ব্যাপ্ত। আর সেইজন্য এই শক্তিবাদ—মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদ নহে। আধুনিক শাক্ত পণ্ডিতগণের শক্তিবাদ—অদ্বৈতবাদের রূপান্তর মাত্র। যাহা হউক, সে সকল দার্শনিক তত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা চণ্ডীর এই শক্তিবাদের প্রধান বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়াছি। এই শক্তি চণ্ডী-মতে চিন্ময়ী। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়।—এই শক্তিও সচ্চিদানন্দময়ী। যাঁহাকে আমরা ব্রহ্মের শক্তি-রূপে কল্পনা করি—তিনিই এই মহামায়া। শক্তি ও শক্তিমান মধ্যে, মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। তবে জ্ঞানে আমরা এই একত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়া, তাহার পার্থক্য ধারণা করিতে বাধ্য হই। চণ্ডীর শক্তিবাদের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, এই শক্তিকে মাতৃ-ভাবে ধারণা ও উপাসনা করা হয়। চণ্ডীতেই এই মাতৃ-ভাবে আরাধনা প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—এই দেবী মাতৃ-রূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা। আর জগতে সকল নারীই এই জগন্মাতা মহাশক্তির অংশ।

জগতে আমরা দুইরূপ শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই—এক 'পিতৃশক্তি' আর এক 'মাতৃশক্তি'। এই পিতৃ-শক্তিকে পুরুষ-রূপে ও মাতৃ-শক্তিকে স্ত্রী-রূপে ধারণা করা হয়। মহামায়া—এই আদি মাতৃ-শক্তি। এই মাতৃ-শক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে; ইহাই জগৎকে রক্ষা করিতেছে—পোষণ করিতেছে। এই শক্তি-প্রভাবেই জীবজাতির রক্ষা ও বৃদ্ধি হইতেছে। বলিয়াছি ত এই মহাশক্তি—এই আদ্যাশক্তিই,—মাতৃ-শক্তি-রূপে বিকাশিতা। এই জন্য সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-দায়িনী শক্তিময়ী জননীর সাধনাই চণ্ডীতে বিহিত হইয়াছে। এই মাতৃ-ভাবে আদি জগৎ-শক্তিকে ধারণা করিবার মূলে, অতি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানে ধারণা হয় না। আমাদের জ্ঞান—সীমাবদ্ধ। ইহা কেবল সগুণ ব্রহ্ম ধারণা

করিতে পারে। সেই ব্রহ্ম—কেবল পুরুষ নহেন। তিনি পুরুষ-স্ত্রী এই দ্বৈত-ভাবময়—'পিতা-মাতা' স্বরূপে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত। ইঁহাদের মধ্যে, শক্তি,—স্ত্রী বা প্রকৃতি-রূপিণী—জগন্মাতা। আর শক্তির আধার,—পুরুষ—পিতা। কিন্তু সেই অতি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তারিত উল্লেখ এস্থলে সম্ভব নহে।

যাহা হউক, আজি পর্য্যন্ত আর কোন দেশে – কোন দর্শনে—আদ্যাশক্তিকে এই মাতৃ-ভাব ধারণা করা হয় নাই।—কোন ধর্ম্মে—এইরূপ মাতৃ-ভাবে উপাসনাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আশ্চর্য্য যে এমন কোমল মধুময় মর্ম্মস্পর্শী—এমন মন-প্রাণ-স্নিগ্ধকর উপাসনা, এমন জোর করিয়া ভগবানকে আপনার করিয়া লইয়া সাধনা, যার কাছে যেমন আবদার অভিমান চলে—তেমনই জোর করিয়া আবদার করিয়া আরাধনা, অদ্যাবধি আর কোথাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই মহা মাতৃ-ভাবে আরাধনা—এক হিন্দু ব্যতীত জগতে সকল জাতির নিকট অজ্ঞাত। এক হিন্দু ব্যতীত, সকলেই এই মহা রসাস্বাদে বঞ্চিত। অমৃত-নিস্যন্দিনী 'মা' শব্দের মহিমা —তাহার অদ্ভুত শক্তি যিনি বুঝেন, তিনিই মাতৃ-ভাবে সাধনার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। ইহার নিকট পিতৃ-ভাবে উপাসনা অনেক শক্তিহীন; বুঝি পতি-ভাবে মধুর রসের প্রেম-উপাসনাও ইহার সমতুল্য নহে। এই একমাত্র মহাতত্ত্ব প্রচার জন্যই—চণ্ডীর অমরত্ব। এইজন্য চণ্ডী—মহাধর্ম্ম গ্রন্থ। এইজন্যই চণ্ডী—সকল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর নিকট বড় আদরের সামগ্রী।

চণ্ডী হইতে, আমরা আরও অনেক তত্ত্ব জানিতে পারি। কিন্তু

সে সমস্ত তত্ত্বের উল্লেখ এস্থলে সম্ভব নহে। তবে তাহার মধ্যে বিশেষ দুই একটির উল্লেখ করিব। চণ্ডীতে সাকার উপাসনার কথা আছে; সকাম উপাসনার কথাও চণ্ডীতে কীৰ্ত্তিত আছে। আমাদের শাস্ত্র-মতে সকাম উপাসনা নিম্নাধিকারীর জন্য। কিন্তু চণ্ডীতে যে ঠিক এইরূপ বুঝান হইয়াছে—তাহা বোধ হয় না। চণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই, সুরথ ও সমাধি দুইজনে সংসার হইতে তাড়িত হইয়া দুঃখে বনে গিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে সুরথ—ক্ষত্রিয়, উচ্চাধিকারী; আর সমাধি—বৈশ্য, নিম্নাধিকারী। ইঁহারা উভয়ে মেধস ঋষির নিকট চণ্ডীর মাহাত্ম্য শুনিয়া, নদীকূলে গিয়া দেবী চণ্ডীর মৃন্ময়ী মূৰ্ত্তি গড়িয়া, তিন বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে তাঁহারই আরাধনা করেন। শেষে দেবী চণ্ডী প্রসন্না হইয়া মূৰ্ত্তিমতী হইলেন, ও তাঁহাদের অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। এই বর লাভ করিয়া, সুরথ সে জন্মে নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন, ও পর-জন্মে বৈবস্বত মনু হইলেন। আর এই বর লাভে, সমাধি বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ করিয়া, পরিণামে মুক্ত হইলেন। সুতরাং এস্থলে বোধহয় যে, সকাম সাধনাকে নিম্নতম সাধনা বলিয়া চণ্ডীতে ঠিক্ বুঝান হয় নাই। এইজন্য আমরা চণ্ডীর স্তোত্রে দেখিতে পাই যে, তিনি যাঁহাদের প্রতি প্রসন্না—তাঁহারা ইহ-সংসারে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করেন, ও পর-কালে তাঁহাদের সদ্‌গতি হয়—পরিণামে মুক্তি হয়। চণ্ডীর দ্বিতীয় স্তোত্রের একস্থলে আছে—

"প্রসন্না যাদের প্রতি, তাহারা নিয়ত
তোমা হতে লভে, দেবি! অভ্যুদয় যত,

দেশে পূজ্য সেইজন, বৃদ্ধি তার যশ-ধন,
ধর্ম্ম আদি চতুর্ব্বর্গ নাহি হয় ক্ষয় ;
তারা ধন্য—নিরুদ্বিগ্ন দারা-পুত্র রয়।"

সে যাহা হউক, চণ্ডী হইতে বুঝা যায় যে, এই সাকার উপাসনা হইতে ধর্ম্মে মতি হয়—

গন্ধ পুষ্প ধূপ আদি দানে—
করিলে তাঁহার পূজা আর স্তুতি,
দেন তিনি সম্পদ-সন্তান,
আর দেন তিনি ধর্ম্মে শুভ-মতি।

এই ধর্ম্মে মতি হইতে, ক্রমে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এবং পরিশেষে তাহা হইতেই মুক্তি-ইচ্ছা জন্মে। তখন সংসার-সুখে বিরাগ উপস্থিত হয়। আবার চণ্ডীতেই আছে—

"চিন্তার অতীত যিনি মুক্তির কারণ,
কঠোর-সাধনা-লভ্যা ; যাঁরে ঋষিগণ
ইন্দ্রিয় সংযম করি সর্ব্ব-দোষ পরিহরি
চিন্তাকরে মোক্ষ-তরে তত্ত্বজ্ঞানে রতি,—
সেই পরা-বিদ্যা তুমি দেবী ভগবতী।"

অতএব মুক্তির জন্য সাধনা—সে বড় কঠিন সাধনা। সুধু সাকার উপাসনায় তাহা সিদ্ধ হয় না ;—সকাম সাধনাতেও তাহা লাভ হয় না। বৈশ্য সমাধিও পূজা অর্চ্চনায় দেবীকে প্রসন্ন করিয়া, আসক্তি-শূন্য হইয়া, জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;—মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই। কেন না, জ্ঞান নহিলে মুক্তি হয় না। আর সকাম আরাধনায় একেবারেও সে জ্ঞান লাভ হয় না।

দেবী সমাধিকে বর দিয়াছিলেন—জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা দ্বারা ক্রমে সিদ্ধ হইবে।

তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, চণ্ডীতে কোথাও সকাম সাধনাকে হেয় বলা হয় নাই। সকাম সাধনা পূর্ব্বে বেদে প্রবর্ত্তিত ছিল। পরে নানা কারণে সেই সকাম ধর্ম্মের লোপ হইয়া ভারতে বৈরাগ্যের বিস্তার হইয়াছিল। চণ্ডীতে সেই সকাম সাধনার পুনঃ প্রচার দ্বারা, ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল জ্ঞানের ক্রমোন্নতি-বলে বা অধিকার-অনুসারে, সকাম সাধনা হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম সাধনায় আরোহণ করা যায়; প্রতিমাতে বা বস্তু কিম্বা ব্যক্তি বিশেষেতে ঈশ্বর ধারণা হইতে ক্রমে ক্রমে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের ধারণায়, ও শেষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তির ধারণায় আরোহণ করিতে হয়।—এই অতি নিগূঢ়-তত্ত্ব চণ্ডী হইতে শাক্তগণ প্রথম আবিষ্কার করিয়া সাধনার স্তব স্থির করিয়াছিলেন, এবং এইজন্য তাঁহারা সকল প্রকার ধর্ম্ম-সাধনা মধ্যে এক অনন্ত সত্যের ধারণা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সে সকল বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে।

চণ্ডীতে যে অদ্ভুত শক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা চণ্ডীর পূর্ব্বে আর কোথাও পরিষ্কার রূপে উল্লিখিত হয় নাই। বেদে যে দেবী-সূক্ত আছে, তাহাতে স্পষ্টরূপে এই শক্তিবাদ বুঝান নাই। তবে চণ্ডী হইতে বুঝা যায় যে, এই দেবী-সূক্তকেই শক্তিবাদের মূল বলিয়া, চণ্ডীতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

বেদান্তে বা দর্শন-গ্রন্থে কোথাও শক্তিবাদ প্রচারিত হয় নাই। 'তারা উপনিষদ' প্রভৃতি কতকগুলি শাক্ত উপনিষদ আছে বটে, কিন্তু

তাহা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দর্শনের 'মায়াবাদ' বা 'প্রকৃতিবাদ' এই 'শক্তিবাদ' হইতে ভিন্ন। এই শক্তিবাদ পৌরাণিক। পুরাণের মধ্যে আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণেই চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রথমেই বিবৃত হইয়াছিল বলিতে হইবে। 'ভগবতী পুরাণে' যে চণ্ডী-মাহাত্ম্য বিবৃত আছে, তাহা এই চণ্ডী হইতেই অনুকৃত বলিয়া বোধ হয়। 'কালিকা পুরাণ' ও 'দেবী পুরাণ' যে উপপুরাণ ও চণ্ডীর পরবর্ত্তী গ্রন্থ—তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই চণ্ডী-গ্রন্থেই শক্তিবাদ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এইজন্যই হিন্দুর নিকট চণ্ডীর এত আদর,—ধর্ম্ম-জগতে চণ্ডীর স্থান এত উচ্চ। এই জন্যই বোধহয় শক্তিবাদের প্রথম-প্রবর্ত্তক মার্কণ্ডেয় ঋষি ত্রিকাল-দর্শী, এবং ব্রহ্মার সাতদিন ব্যাপিয়া তাঁহার জীবন-কাল, ইহা পুরাণে উল্লিখিত হইয়া থাকে। যিনি এই শক্তিবাদ প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা—যিনি মাতৃ-ভাবে সাধন-পথের প্রথম-প্রদর্শক, তিনি যে এইরূপে অমরত্ব লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

এই শক্তিবাদ প্রচারিত হওয়াতে, ধর্ম্ম-জগতে যে মহা বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে এই শক্তিবাদ এক সময় সমগ্র ভারতে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। এমন কি তিব্বত, চীন প্রভৃতি দূর দেশে, বৌদ্ধগণ এই শক্তিবাদ আংশিক-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কথাও এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, যে মহাপুরুষ এই অদ্ভুত শক্তিবাদ প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন—ধর্ম্ম-জগতে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার জয় হউক। আমরা ক্ষুদ্র মানব—তাঁহার মহিমা বুঝিতে

অসমর্থ। আমরা তাঁহার এই শক্তিবাদের মর্ম্ম বুঝিতেও অক্ষম।

আমরা বিজ্ঞান-প্রসাদে বুঝিতে পারি যে, এক অনন্ত জড়-শক্তি এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। সে শক্তি নিত্য,—তাহা এক। তবে তাহা রূপান্তর হইয়া, নানা রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। আমরা বিজ্ঞান-প্রসাদে আরও অনুমান করিতে পারি যে, যাহাকে আমরা জড়-পরমাণু বলি—তাহাও এই শক্তির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইহার অধিক আর আমরা বুঝিতে পারি না। এক অনন্ত-চৈতন্য-শক্তি যে সর্ব্ব-জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন,—এ জড়-শক্তি যে তাহারই একরূপ অভিব্যক্তি মাত্র—জীবের জৈব-শক্তি, তাহার চিত্ত, জ্ঞান প্রভৃতি সমুদায়ই যে সেই অনন্ত-শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না।—এই মহাশক্তি যে মাতৃ-রূপে বিকাশিত হইয়া, জীবজাতির পোষণ ও আপূরণ করিতেছেন, এবং কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকল জীবের অন্তরেই মাতৃ-ভাবে বিকাশিত হইয়া, তাহাদের স্বার্থ-বৃত্তি সংযত করিয়া দিয়া—পরার্থ-বৃত্তির ফূর্ত্তি ও পরিণতি করিয়া দিয়া, জীবজাতির ও সমাজের উন্নতি বিধান করিতেছেন, তাহা সহজে আমরা ধারণা করিতে পারি না। * আমরা বুঝিতে পারি না যে, এই কার্য্যাত্মক জগতে নিয়ত যে কর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে—তাহা এই শক্তিরই ক্রিয়া মাত্র। যে কিছু কর্ম্ম, চিন্তা বা ভাব অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে—তাহা এই

* আধুনিক বিলাতী পণ্ডিত ড্রামণ্ড (Drummond) তাঁহার Ascent of man নামক পুস্তকে এই কথা কতক বুঝাইয়াছেন।

শক্তিতেই অবস্থান করিতেছে ;—কিছুরই লোপ হয় না।—কেবল ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে,—কভু বা অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত-রূপে—বর্ত্তমানে পরিণত হইতেছে। আমরা ধারণা করিতে পারি না যে, আমাদের আমিত্বকে এই শক্তির প্রবাহে মিশাইয়া দিতে পারিলে, সেই মহা যোগের অবস্থায় আমরাও ত্রিকাল-দর্শী হইতে পারি—মুক্ত হইতে পারি ;—দেশ-কাল-কারণ-সূত্রের বাধা অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানকে মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারি। আমরা ক্ষুদ্র মানব, সে সকল বড় কথা বুঝিতে সক্ষম নহি। সে দিন দুই একজন শ্রেষ্ঠ জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত* একথা আভাষে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই ; পারিত সে সকল কথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

* Shopenheaur's "World as Will & Idea" Hart-manns "Philosophy of the Unconditioned."

এই প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীর শক্তিবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল—তাহা শেষ করিতে হইতেছে। যদি সময় পাই তবে শক্তি-বাদের বিশেষ আলোচনার ইচ্ছা রহিল। যাহা হউক, যতদূর দেখা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, শক্তিবাদের মূলে অতি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে! চণ্ডীতে এই অদ্ভুত শক্তিবাদ প্রথম প্রচারিত বলিয়া, ধর্ম্ম-জগতে চণ্ডীর স্থান এত উচ্চ। চণ্ডীতে অনন্ত মহাশক্তির স্বরূপ বুঝান আছে। আমরা চণ্ডী হইতেই, সেই মহাশক্তির পূজা করিতে শিখি ;—সেই অনন্ত-চিন্ময়ী-শক্তিকে মাতৃ-ভাবে ধারণা করিতে পারি ;—মাতৃভাবে তাঁহাকে আরাধনা করিতে শিখি। আমরা এই চণ্ডী হইতেই, প্রত্যেক নারীকে এই

মহামায়ার অংশ-রূপা জানিয়া—নারীকে মাতৃভাবে দেখিতে শিখি ; আমরা এই অনন্ত শক্তির দ্বারা চালিত, আমাদের নিজস্ব কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া অহঙ্কার পরিহার করিয়া সেই ভগবতী আদ্যাশক্তির শরণ লইবার উপদেশ পাই।

চণ্ডী—জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসুর নিকট শক্তিবাদ প্রচার করিয়া, জগতের অজ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছে। চণ্ডী—ভক্তের নিকট মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া, তাহার ভক্তি বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতার উপায় করিয়া দিয়াছে। চণ্ডী—কর্ম্মীর নিকট সকাম শক্তির পূজার বিধান প্রচারিত করিয়া, তাহা কর্ম্ম-বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার তাহার যোগ্য একটা পথ দেখাইয়া দিয়াছে। চণ্ডী—আত্ম-সর্ব্বস্ব স্বার্থপর আসুরী লোকের নিকট তাহার ক্ষুদ্র সসীম আমিত্বের চারিদিকে অসীম অনন্ত শক্তির একরূপ অতি ভীষণ অথচ অতি স্নেহময় ভাব তাহার ধারণা-যোগ্য করিয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, তাহার অভিমানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহার হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ বপন করিবার একরূপ উপায় করিয়া দিয়াছে। এই জন্যই হিন্দুর নিকট চণ্ডীর এত আদর—এত সম্মান—এত পূজা। তাই চণ্ডী হিন্দুর নিকট অমৃত নিস্যন্দিনী অপূর্ব্ব গ্রন্থ হিন্দুর প্রত্যহ—পাঠ্য ধর্ম্ম পুস্তক।

বিলাতি পণ্ডিত রস্কিন গ্রন্থ সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। কতকগুলি গ্রন্থ—চিরকালের (Books for all times) ; আর কতকগুলি—ক্ষণেকের (Books for the hour)। এই চণ্ডীগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিয়া সম্মান করিতে না পারেন, তাঁহারাও চণ্ডীতেই এই অদ্ভুত শক্তিবাদের প্রথম প্রচার

জন্য, ইহাকে চিরকালের সম্পত্তি—'Books for a': times
বলিয়া আদর করিতে বাধ্য হইবেন। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়
মধ্যে অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান। অনেকে গীতার আদর
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহারা গীতার ন্যায় চণ্ডীরও
আদর করিবেন—সন্দেহ নাই। চণ্ডীগ্রন্থে গীতার ন্যায় ধারাবাহিক
রূপে তত্ত্বালোচনা না থাকিলেও, তাহাতে যে সাধরণের বোধগম্য
করিয়া অনেক মূল ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহা স্বীকার
করিতেই হইবে।

এই ক্ষুদ্র আলোচনা হইতে, যদি কেহ চণ্ডীর আদর করিতে
আরম্ভ করেন, চণ্ডীর শক্তিবাদ বুঝিতে চেষ্টা করেন,—জগতের
মূল শক্তিকে মাতৃভাবে ধারণা ও উপাসনা করিতে শিক্ষা করেন,
তবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

সম্পূর্ণ।